

**NEW RIA in Whitechapel**

**50% off fee**  
on your first transaction\*

**Ria Money Transfer**

69 Whitechapel High Street, E1 7PL | 0207 377 5708

## ফরেস্ট একাডেমি থেকে অভিজাত ইটনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছেন কাশিফ



লন্ডন, ১০ মার্চ: লন্ডনের অভিজাত ইটন স্কুলে যারা পড়েন তাদের বলা হয় ইটোনিয়ান। আর ইটোনিয়ান মানেই বিশেষ একটা ব্যাপার-স্বাপার। কারণ কেবল যুক্তরাজ্য নয়, বিশ্বের যারা অভিজাত বিত্তশালী তাদের সন্তানেরা আসেন এই স্কুলে পড়তে। আর ইটনে পড়া মানে জীবনে সফল আর প্রভাবশালী হওয়ার চাবি হাতে পাওয়া। প্রিন্স উইলিয়াম ও হ্যারি পড়াশুনা করেছেন এই স্কুলে। সদ্যসাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনসহ যুক্তরাজ্যের ১৯ জন প্রধানমন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে এই ইটন। এবার বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করা এসব সফলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশি পরিবারের সন্তান কাশিফ কামালী।

পৃষ্ঠা ২৫

## বৃটেনের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা সেফ এমপ্লয়েডদের জন্য দুঃসংবাদ

দেশ রিপোর্ট: সেফ এমপ্লয়েড লোকজনের উপর ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স (এনআই) বিল বৃদ্ধির বিতর্কিত প্রস্তাবসহ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন চ্যান্সেলার ফিলিপ হ্যামন্ড। ৮ মার্চ বুধবার হাউজ অব কমন্সে ঘোষিত বাজেট প্রস্তাবে ইংল্যান্ডের স্যোশাল কেয়ার সার্ভিসের জন্য বাড়তি ২ বিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দসহ বিজনেস রেইটে আক্রান্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহায়তার ঘোষণা রয়েছে। আর সার্বিক অর্থনীতির পূর্বাভাস দিতে গিয়ে ফিলিপ হ্যামন্ড তাঁর ঘোষিত প্রথম বাজেটে বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী থাকবে আর সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কমবে বলে আশা করছে সরকার। লেবার নেতা জেরেমি করবিন বাজেটকে সরকারের 'চরম আত্মতুষ্টি' বলে মন্তব্য করেছেন।

পৃষ্ঠা ২৫



- কেয়ার সার্ভিসে বাড়তি ২ বিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ
- বিজনেস রেইটে ৩শ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা
- লন্ডন মেয়রের জন্য অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি

## ওসমানীনগর ও জগন্নাথপুরে বিএনপির বিশাল জয়

# জয়-পরাজয়ের নেপথ্যে



ময়নুল হক চৌধুরী



আতাউর রহমান

সিলেট প্রতিনিধি, ৮ মার্চ : ঘরের আঙন যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে সিলেটে তা ভালোই টের পেল আওয়ামী লীগ। দলে বিদ্রোহের কারণে সোমবার সিলেট বিভাগের দুই উপজেলা নির্বাচনে বলতে গেলে শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে। ৬টি পদের ৫টিই গেছে রাজনীতির মাঠে কোণঠাসা প্রতিপক্ষ বিএনপির ঝুলিতে। এর মধ্যে চেয়ারম্যানের দুটো পদই দখল করেছেন বিএনপি প্রার্থীরা। একটি ভাইস চেয়ারম্যান পদ নিয়েই কেবল সম্মুখি থাকতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে। অবশ্য ঘরের মাঝে আঙন না লাগলে ফল হয়তো উলটোই হতে পারতো। দুই উপজেলাতেই ভোটের লড়াই শেষে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের মূল ও বিদ্রোহী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট এক হলে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর ভোটকে খুব সহজেই ছাড়িয়ে যেত।

পৃষ্ঠা ২৫

## নর্থাম্পটনে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশীর মর্মান্তিক মৃত্যু

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম, নর্থাম্পটন থেকে: বৃটেনের নর্থাম্পটনে মিজান হোসাইন (২৫) নামে এক বাংলাদেশী মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। গত ৬ মার্চ সোমবার সকাল পৌনে ৮টার সময় এম-৪৫ মোটরওয়ের ডানচাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিজান হোসাইনের বাংলাদেশের বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার লোহার গাওয়ে। পিতার নাম আকবর হোসাইন উরফে আমির হোসাইন। ২ ভাই ২ বোনের মধ্যে মিজান সবার ছোট। পেশায় ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট মিজান হোসাইন দুর্ঘটনার সময় নিজে



গাড়ি চালিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। বুধবার বাদ জোহর নর্থাম্পটনের আল-জামাত উল মুসলিমিন অব বাংলাদেশ জামে মসজিদে মিজানের নামাজের জানাযা শেষে নর্থাম্পটনের টুসটার রোডে সেমিটারীতে দাফন করা হয়। জানাজায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন।

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

**100% Free ESOL courses for taxi drivers**

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call **02070961188**

**EASTEND TRAINING**  
Home of Lifelong Learning

Training Venue:  
Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available  
No pass no fee for trinity B1 courses  
Terms and conditions apply.

**M: 07539 316 742**

221 Whitechapel Road, (2nd Floor) London E1 1DE

শতাধিক ট্রেইনার ও  
ম্যানেজারের প্রশিক্ষক  
আবদুল হক চৌধুরী  
সার্বিক সহযোগিতায়  
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ



ABDUL HAQUE CHOWDHURY

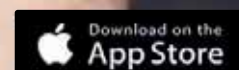




## Cheap International Calls

- No contract
- No hidden fees
- Keep your number
- View full call history
- Printed call statement on order
- Setup Call-Direct for easy dialing
- Share one account with many phone numbers

[simplecall.com](http://simplecall.com)  
02035 700 700



Download Free App



বৃটেনের  
যেখানে বাংলাদেশী  
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

# দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide  
FREE Bengali newsweekly

আসছে নতুন আইন

## সৌদিতে বিপদে ৫০ লাখ প্রবাসী

দেশ ডেস্ক: সৌদি আরবের সরকার নতুন কিছু অভিবাসী আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে এখন আলোচনা করছে। এর ফলে সে দেশে প্রায় ৫০ লাখ অভিবাসীর (প্রবাসীর) এক বিরাট অংশকে বহিষ্কার করা হতে পারে। আবার অনেকেই ভাগ্য খুলে যেতে পারে। নতুন আইন প্রণয়ন হলে বৈধভাবে বসবাসের তো সুযোগ পাবেনই, উপরন্তু সে দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যেতে পারেন।

সৌদি দৈনিক আল-হায়াতের এক খবরে বলা হয়েছে, সৌদি শুরা কাউন্সিল অবৈধ বাসিন্দাদের নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়ে একটি বিশেষ



কমিশন গঠনের প্রশ্নে আলোচনা করছে। সৌদি আরবের অবৈধ অভিবাসী

সমস্যা সম্পর্কে এই কাউন্সিলের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন কাউন্সিল সদস্য ড. সাদকা ফাদেল।

ভাগ্য খুলে  
যেতে পারে  
অনেকেরই

বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ড. ফাদেল বলছেন, হজ, উমরা কিংবা ভিজিটর ভিসা নিয়ে এশিয়া এবং আফ্রিকার নানা দেশে থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ সৌদি আরবে

পৃষ্ঠা ৩৮

## খাদিজা হত্যাচেষ্টা মামলায় বদরুলের যাবজ্জীবন

আদালতের এ রায়ে আমি খুশি- খাদিজা



সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে খাদিজা বেগম নাগিসকে কুপিয়ে হত্যাচেষ্টা মামলায় বদরুলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ২ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গত ৮ মার্চ বুধবার দুপুরে সিলেট

মহানগর দায়রা জজ আকবর হোসেন মুধা এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় মামলার একমাত্র আসামি বদরুল আলম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আদালতের পিপি মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ জানান, যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে বিচারক আকবর হোসেন মুধা

পৃষ্ঠা ৩৮

## বিজনেস রেইট বৃদ্ধি না করার আহ্বান ডাউনিং স্ট্রিটে মেয়র জন বিগসের পিটিশন হস্তান্তর



লন্ডন, ১৩ মার্চ: টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস ৭ মার্চ ডাউনিং স্ট্রিটে এক পিটিশন হস্তান্তরকালে বিজনেস রেইট বাড়ানোর পরিকল্পনা বাতিলের জন্যে সরকারের প্রতি জোর দাবি

জানিয়েছেন। একই দাবিতে সেখানে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন হেকনীর মেয়র ও ইস্ট এন্ড ট্রেইড গিল্ডস এর প্রতিনিধিবর্গ।

পৃষ্ঠা ৩৮

## আটটি যুদ্ধবিমান কিনছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৬ মার্চ : রাশিয়া থেকে এবার আটটি বহুমাত্রিক যুদ্ধবিমান কিনছে বাংলাদেশ। সে দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রযুক্তির এই আটটি যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে পারে বলে জানা গেছে।

মস্কোভিত্তিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর অ্যানালাইসিস অব ওয়ার্ল্ড আর্মস ট্রেডের (সিএডব্লিউটি) এক প্রতিনিধির বরাত দিয়ে রাশিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা স্পুতনিক গত শুক্রবার 'রাশিয়ার ইউএসি বাংলাদেশে যুদ্ধ বিমান সরবরাহের কাজটি পেতে পারে' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রচার করে। সিএডব্লিউটির একজন প্রতিনিধি স্পুতনিককে বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির

পৃষ্ঠা ৩৮

## ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাথে এসবিবিএস নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়



লন্ডন, ১০ মার্চ : দ্যা সোসাইটি অব বৃটিশ-বাংলাদেশী সলিসিটর্স- (এসবিবিএস)-এর নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ বৃটেনের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মস্ক ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের

ম্যানেজমেন্ট কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছেন। কমিউনিটি সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির

পৃষ্ঠা ৩৮

লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনব্যাপী ইসিও বিল্ডিং এক্সিবিশন ২০১৭

## একমাত্র বৃটিশ-বাংলাদেশী কোম্পানী 'জিটেক'র অংশগ্রহণ



৩শ স্টলে ৩৫ হাজার  
দর্শনার্থীর সমাগম

দেশ রিপোর্ট: বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারও ইউবিএম লিমিটেড এর উদ্যোগে লন্ডন এক্সপোলে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনব্যাপী ইসিও

পৃষ্ঠা ৩৮

বিয়ানীবাজার

## ব্যাংকের শহরের এ কি হাল?



তোফায়েল আহমদ:

বিয়ানীবাজারের পরিচিতি বিভিন্ন নামে। কেউ বলে দ্বিতীয় লন্ডন, কেউ বলে ব্যাংকের শহর। কেউ বলে মন্ত্রীর এলাকা। সব বিশেষণ যেন ঢাকা পড়েছে পৌর শহরের মধ্যে থাকা সবজি ও মাছের বাজারের কারণে। এটা কার লজ্জা? বিয়ানীবাজারবাসীর? নাকি

পৃষ্ঠা ৩৮



## সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে ইসি : প্রধানমন্ত্রী



ঢাকা, ৮ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশন ভবিষ্যতে তাদের অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী বুধবার তার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকারি দলের মো.আয়েন উদ্দিনের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮-এ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং অনুচ্ছেদ ১১৯-এ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রপতির

এখতিয়ার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি সংবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের লক্ষ্যে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ১জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ৪ জন নির্বাচন কমিশনারের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছেন। তিনি বলেন, নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে শপথের মাধ্যমে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

## আন্তর্জাতিক নারী দিবস : অজেয় নারীদের গল্প

ঢাকা, ৮ মার্চ : লাঠিয়াল, তিরন্দাজ, ঘোড়সওয়ার-শব্দগুলো শুনলেই চোখের সামনে পুরুষের চেহারা ভেসে ওঠে। তবে রাজধানীর ছায়ানট মিলনায়তনে গতকাল এসব পরিচয় নিয়ে যাঁরা মঞ্চে উঠলেন, তাঁরা সবাই নারী। সবাই অজেয়। তাঁদের গল্পটা বিজয়ের, খেমে না থাকার।

এমন কিছু অজেয় উজ্জ্বল মুখ গত মঙ্গলবার আলো করে রেখেছিল ধানমন্ডির ছায়ানট ভবনের সুপারিসর মিলনায়তন। 'পরিবর্তন আনব, দৃঢ় থাকব' শিরোনামের এই আয়োজনে নারীরা শোনালেন তাঁদের বিজয়ের গল্প, জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার কথা। বাধাবিপত্তি পেরিয়ে এই নারীরা এগিয়ে গেছেন তাঁদের গন্তব্যের দিকে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন নানা শ্রেণি-পেশার সফল নারীরাও। তারুণ্যের বিজয়ের কথা শুনে কখনো অতিথিরা হেসেছেন, কখনো আপুত হয়েছেন। হাসি-কান্না-আড্ডায় সফলতার গল্প শুনেছেন তাঁরা। মিলনায়তনের ভেতরে ঢোকান আগেই অতিথিরা ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত হন। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে আসা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আসা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সফল নারীরা বললেন, নারী-পুরুষকে একসঙ্গে চলতে হবে। যার যা প্রতিভা, সেটা বিকশিত হতে দিতে একে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে। দুজনে সমান না হলে কেউই টিকে থাকতে পারবে না। কোনো উন্নয়নও স্থিতিশীল হবে না। প্রথম আলোর ফিচার সম্পাদক সুমনা শারমীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে তরুণ শিল্পী অবন্তী সিং খালি গলায় ও শিশু দিয়ে শোনান 'যেখানে সীমান্ত তোমার' গানটি। তাঁর গাওয়া 'আমরা করব জয়' গানটির সঙ্গে কণ্ঠ মেলানেন সবাই। অবন্তীর গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ছিল কয়েকটি কাপ। এরপর এলইডি পর্দায় দেখা গেল কৃষ্টিয়ার মেয়ে রুপস্বতী চৌধুরীর লাঠিখেলায় ভিডিও চিত্র। পারিবারিক সূত্র ধরে তিনি সাত বছর বয়সে হাতে ভুলে নেন লাঠি। লাঠিখেলা দিয়ে ক্রিকেটের মতো বিশ্ব জয় করতে চান

রুপস্বতী। তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পারভীন মাহমুদ। ঢাকায় আন্তর্জাতিক আচারি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণজয়ী হীরা ও রৌপ্যজয়ী বন্যার গল্পটা তির-ধনুকের। তাঁরা তিরন্দাজ। বাবা-মা আস্থা রেখেছিলেন, বাইরে পাঠিয়েছেন। সেই আস্থার মর্যাদা দিতে তাঁরা এগিয়ে যেতে চান আন্তর্জাতিকভাবে। নওগাঁর এক নিভৃত গ্রামের বালিকা ঘোড়সওয়ার তাসমিনাকে নিয়ে গত বছর প্রথম আলোর পক্ষ থেকে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা হয়। প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন তানহা জাফরীন। এটি যখন মঞ্চে বড় পর্দায় দেখানো হয়, তখন মিলনায়তনে পিনপতন নীরবতা। তাসমিনা মঞ্চে এলে করতালির বাঁধি ঝরতে থাকে। আনিসুল হকের সঙ্গে কথোপকথনে তাসমিনা বলেন, প্রথম আলোর পক্ষ থেকে বড়সড় একটি ঘোড়া কিনে দেওয়া হয়েছে। পছন্দের ঘোড়া পেয়ে তাসমিনা ভীষণ খুশি। এখন সে সব খেলায় জিতবেই। তাসমিনা তার ঘোড়ার নাম রেখেছে 'প্রথম আলো'। এই মেয়েদের হাতে ফুল তুলে দেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। লাঠিয়াল, তিরন্দাজ, বালিকা ঘোড়সওয়ারসহ অন্যদের দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের বোনেরা কী না করতে পারে। সুযোগ পেলে যে আমাদের মেয়েরাও পারে, সেটি এই অনুষ্ঠানে প্রথম আলো দেখিয়ে দিয়েছে।' অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মঞ্চে আসেন হামিদা হোসেন, রওনক জাহান, সালমা খান, সালমা আলী, ওয়াহিদা বানু, মালেকা বেগম, সাদিয়া আফরিন মল্লিক ও অদিতি মহসিন। তাঁদের পাশে রেখেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সমাপ্তী রায় খালি গলায় শোনান 'তোরা যে যা বলিস ভাই...' গানের অংশবিশেষ। বান্দরবানের অং মাখাই চাক শোনালেন আলোকচিত্রী হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার গল্প। সাদিয়া আফরিন মল্লিক ব্রতচারী সংগীত 'মানুষ হ, মানুষ হ...' এবং অদিতি মহসিন 'আমি তোমারি মাটির কন্যা' গানের কয়েকটি লাইন

গেয়ে শোনান। পরে মঞ্চে আসেন জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুনসহ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীবন্দ। প্রতিষ্ঠিত নারীদের শুভেচ্ছা বক্তব্য অনুপ্রাণিত করে সমাগতদের। অনুষ্ঠানে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান অ্যাসিডদন্ধ দুই নারী গাজীপুরের কাপাসিয়ার মারজিয়া আকতার ও বিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানার মোসাম্মত শামীমার জীবনযুদ্ধে জয়ের কথা শোনান। অ্যাসিডদন্ধ নারীদের জন্য প্রথম আলো ট্রাস্ট সহায়ক তহবিলের শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির ফ্যাশন ডিজাইনিং বিভাগ থেকে শামীমা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। মারজিয়া এইচএসসি বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ হয়ে গাজীপুরের কাপাসিয়ার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছেন। মতিউর রহমান বলেন, ২০০০ সালের ১৯ এপ্রিল প্রথম আলোর কর্মীদের এক দিনের বেতন মাত্র ৩২ হাজার টাকা দিয়ে অ্যাসিডদন্ধ নারীদের জন্য প্রথম আলো সহায়ক তহবিল গঠিত হয়। দিনে দিনে এই তহবিল বড় হতে থাকে। প্রথম আলো ট্রাস্ট সহায়ক তহবিল অ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার নারীদের চিকিৎসা, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসন দিয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে এ্যাবং ৪৫০ জন নারী প্রথম আলো সহায়ক তহবিলের সহায়তা পেয়েছেন। অনুষ্ঠানের শেষে গান গেয়ে শোনায় জলের গান। তাদের পরিবেশনায় এদিন নেতৃত্ব দেন বেহলাবাবদক নারী সদস্য শিউলী ভট্টাচার্য। 'এমন যদি হতো' গানটি শুরু করেন অবন্তী সিংখি। জলের গান শোনায় বেশ কয়েকটি গান। তাঁদের সবার গানের মধ্য দিয়েই শেষ হয় প্রথম আলোর নারী দিবসের অনুষ্ঠান। মঞ্চে আলোভরা মুখগুলোর সাফল্যের গল্প আর জলের গানের গান শুনে মুগ্ধতা নিয়ে মিলনায়তন থেকে বেরিয়ে একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তে নারী যে কৃতিত্বের ছাপ রাখছে, তাতে প্রতিটি দিনকেই কি 'নারী দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করা যথাযথ নয়?

### Commonwealth Solicitors

### Areas we cover

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Immigration &amp; nationality</li> <li>2. Commercial property</li> <li>3. Family matters</li> <li>4. Civil litigation</li> <li>5. Money claim</li> <li>6. Conveyancing</li> <li>7. Landlord &amp; tenant</li> <li>8. Welfare</li> <li>9. Debt management</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Miscellaneous                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attestation</li> <li>2. Power of attorney</li> <li>3. Deed poll</li> <li>4. Statutory declaration</li> <li>5. Will</li> </ol> </li> </ol>
---	--

#### Principal solicitors

1. Abu Mazid (Arif)
2. Sharif Md Nurul Amin

#### Fee earners

1. Shafiqul Islam
2. Md Atique Mahmud
3. Syed Enam Ahmmad

2nd Floor, 117 New Road  
London E1 1HJ, UK  
Tel: 0207 375 1274

Fax: 0207 247 9296  
Email: info@cwchambers.com  
Web: www.cwchambers.com

FOR LOCAL PEOPLE DISTANCE LEARNER ONSITE

### GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:  
Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170  
Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk  
241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

### LONDON TRAINING CENTRE

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES

- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES

- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are OCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965 Business Development Centre, UNIT 7  
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF  
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com





# London Enterprise Academy

A new free secondary school in  
Whitechapel offering:

- Small class sizes with strong discipline
- New modern classrooms with iPads for every student
- High quality teaching and learning
- Broad and balanced curriculum
- A menu of enrichment activities to choose from



Visit us for Year 7, 8 & 9 places

## Open days in March - 9.30am -12.00pm

Wednesday 15th March

Tuesday 21st March, Friday 24th March



London Enterprise Academy

Commercial Road, London E1 1RD

•T: 020 7426 0746 • E: info@londonenterpriseacademy.org

www.londonenterpriseacademy.org



# জেনেভায় অধিকার পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী আনিসুল জামায়াতের ভাগ্য আদালতের হাতে

ঢাকা, ৮ মার্চ : রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী থাকবে কি না তা এখন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটিতে এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানান।

ওই কমিটি মঙ্গলবার দ্বিতীয় ও শেষ দিনের মতো রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন (আইসিসিপিআর) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। আর আনিসুল হক বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে এ দেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন, আদালত রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করেছেন। এরপর দলটি ওই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছে এবং তা এখন আদালতের বিবেচনামূলক।

মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালও স্পষ্ট বলেছেন, ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী ও এর সদস্যরা যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত ছিল। তিনি আরো বলেন, মুক্তচিন্তা বলতে যা বোঝায়, জামায়াতের অবস্থান তার ঠিক বিপরীত। 'বাংলাদেশ একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ, আবার অন্যদিকে ধর্মীয় বিষয়কে উৎসাহিত করছে'—এমন জটিল সমীকরণ বিষয়ে মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের একজন আইনমন্ত্রীর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চান। আনিসুল হক বলেন, ১৯৭২ সালের

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে যে সংবিধান কার্যকর হয়েছিল তার মূল চেতনা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরিয়ে ধর্মীয় বিষয় যোগ করা হয়েছে, জামায়াতের মতো দলকে নতুন করে জন্ম দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু স্থানীয় নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, পাঁচ বছরের জন্য সরকার গঠিত হয়। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান আবেশিক ছিল। তিনি বলেন, বিএনপি ওই নির্বাচন বর্জন করে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। নির্বাচনের আগে তারা পেট্রোলবোমা ছোড়ে, গণপরিবহনে হামলা চালায়। এর পরও জনগণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে।

এরপর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একজন প্রতিনিধি বলেন, ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, সে জন্য ইসি পর্যাপ্তসংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য নিয়োগ করে থাকে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অর্ধেকেরও বেশি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭২ সালের আইন অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে একমাত্র প্রার্থীকেই বিজয়ী ঘোষণার বিধান আছে।

মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের নোয়াখালীর ঠেঙ্গারচরে স্থানান্তর প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ শরণার্থীদের

প্রত্যাহ্বান করেন। বর্তমানে এ দেশে ৩৩ হাজার মিয়ানমার শরণার্থী ও অনির্দিষ্ট তিন লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে। এর পরও নতুন অনুপ্রবেশ থেমে নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তাদের পানিতে ছুড়ে ফেলবে না। ঠেঙ্গারচরকে বাসযোগ্য করে ও সেখানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন ঘরবাড়ি, মসজিদ, হাসপাতাল নির্মাণের পরই তাদের সেখানে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

স্থানান্তরের জন্য রোহিঙ্গাদের সম্মতি নেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অনেক বোঝা বহন করেছে। এবার সময় এসেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও সেই বোঝার অংশীদার হওয়ার। তিনি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানান।

বিডিআর বিদ্রোহের বিচারপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আনিসুল হক বলেন, তিনি নিজেই এ বিচারে প্রধান কৌশলি ছিলেন। ২০০৯ সালে যখন এ বিদ্রোহ হয়েছিল তখন ক্ষমতাসীন সরকারের বয়স ছিল মাত্র দেড় মাসের কিছু বেশি। বিদ্রোহের সময় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা ও ১৭ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে মরদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্তদের ফৌজদারি আইনে আর বিদ্রোহের জন্য অন্যদের বিডিআর আইনে বিচার হয়েছে।

অভিযুক্তদের মধ্যে যারা ফেরারি তাদেরও আইনজীবী দেওয়া হয়েছে। তাই কোনোভাবেই বলার সুযোগ নেই, ভুল

বিচার হয়েছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা উচ্চ আদালতে আপিল করেছেন। তার শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করে দিয়েছেন। এখন সেগুলোর শুনানি চলছে।

যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, এ আদালত রোম স্ট্যাটিউট ও আইসিসিপিআরের সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। এ আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বচ্ছ। দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গবেষক, কূটনীতিক এ বিচারপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এ আদালতে সাজাপ্রাপ্তরা আপিল করার সুযোগ পান। নুরেমবার্গ, টোকিও বিচারে এমন কোনো সুযোগ ছিল না।

সালিসের বিচারে দোররা মারা, জুতাপেটা, মাথার চুল কেটে দেওয়া, মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া বা সংকারে বাধা দেওয়ার মতো বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। এ ধরনের শাস্তি দেওয়া বেআইনি। এটি যদি কেউ করে, তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

মোবাইল কোর্ট বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'অপরাধী দোষ স্বীকার করলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা এ আদালতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দুই বছরের সাজা দিতে পারেন। দুই বছর আগে আমে ফরমালিন মেশানো বন্ধে আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। এটি খুবই কাজে

# আসন ভাগাভাগির নির্বাচনে যাবে না বিএনপি : গয়েশ্বর



ঢাকা, ৮ মার্চ : নিবন্ধন বাতিলের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, বিএনপি এবং খালেদা জিয়া ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। এদেশের মানুষ প্রতারণা ও ভোটারবিহীন নির্বাচন আর চায় না।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ছাত্রদলের আলোচনা সভায় এসব বলেন। বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১১ কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে এ সভা হয়। ছাত্রদল সভাপতি রাজিব আহসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসানের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, কেন্দ্রীয় নেতা ফজলুল হক মিলন, খায়রুল কবির খোকন, শহিদ উদ্দিন

চৌধুরি এ্যানি, এবিএম মোশাররফ হোসেন, কামরুজ্জামান রতন, শফিউল বারী বাবু, আব্দুল কাদের ভূইয়া জুয়েল প্রমুখ।

গয়েশ্বর বলেন, যারা বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে নানা ধরনের কথা বলছেন তা অমূলক। কোনো আসন ভাগাভাগির নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবেনা। কারো দয়ায় বিএনপি রাজনীতি করেনা।

তিনি বলেন, নির্বাচনে বিএনপিকে কিছু আসন দিয়ে আগামী নির্বাচনে যাবে বিএনপি। কিন্তু জনগণ যখন বিএনপিকে নির্বাচনে চাইবে তখনই অংশ নেবে। কারণ জনগণই বিএনপির সাথে ও খালেদা জিয়ার সাথে আছে। দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ছিনিমিন খেলার অধিকার প্রধানমন্ত্রীর নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। এসময় দলের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দকে খালেদা জিয়ার মতো একই সুরে কথা বলার আহ্বান জানান গয়েশ্বর।

## একাউন্টেন্ট প্রয়োজন?

তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জপতে আমরাই বিশ্বস্ত



**HM Revenue & Customs**  
Registered Agent With HM Revenue & Customs

**Direct Line: 07528 118 118**  
**07428 247 365**  
T 02034117843

**69 Vallance Road**  
**London E1 5BS**



Mr. Abul Hyat Nurujjaman

We are registered licence holder in public practice

E: info@tajaccountants.co.uk  
W: www.tajaccountants.co.uk

# ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত

ঢাকা, ৭ মার্চ : ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেদিন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'- এই দৃষ্ট উচ্চারণে পাকিস্তানের নিষেধপতনে থেকে বাঙালির মুক্তির মূলমন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী দিয়েছেন। পৃথক বাণীতে দিনটিকে বাঙালির ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করেন তারা।

৭ মার্চের উত্তাল সেই দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা ছিল মিছিলের শহর। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ হেঁটে, বাস-লঞ্চে কিংবা ট্রেনে চেপে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে আসা মানুষের ভিড়ে সেদিন রেসকোর্স ময়দান রূপ নিয়েছিল জনসমুদ্রে। সেদিন বিকেল

৩টা ২০ মিনিটে সাদা পাজামা-পাজাবি আর হাতাকাটা কালো কোট পরে বঙ্গবন্ধু দৃষ্টপায়ে মাঞ্চে উঠে দাঁড়ান মাইকের সামনে। আকাশ-কাঁপানো স্লোগান আর মুহূর্ত্ত কবতালির মধ্যে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানান অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রের উদ্দেশে। তার পর শুরু করেন তার ঐতিহাসিক ভাষণ। কবিতার পঙ্ক্তি উচ্চারণের মতো তিনি বলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব- এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

মাত্র ১৮ মিনিটের এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে তুলে আনেন অবিশ্বাস্য এক উচ্চতায়। এতে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন, শহীদদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের চার দফা দাবি উত্থাপন করেন তিনি। এ ভাষণই সংশ্লিষ্ট থাকা বাঙালির চোখে জ্বালিয়ে দিয়েছিল স্বপ্নের অমর জ্যোতি। এই ভাষণের পথ ধরে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

## FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY

### 'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

**Paying too much?**

Example, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিচ্ছেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।

**Serving for last 8 years**

আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।

Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) [www.askmid.com](http://www.askmid.com)

**(We do not help CAB/TRADE Insurance)**

**TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)**

Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776  
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ  
[www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker](http://www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker)  
[www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker](http://www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker)  
(Please find us in you tube and Google by typing (e3 cheap car insurance broker))

## Removal Service

**removal24.co.uk**

ম্যান ও ভ্যান রিমোভাল এর জন্য যোগাযোগ করুন



# Man & Van



**Call: 07508 393 243**

ST- is-04-cont



# হুমাম কাদের চৌধুরীর জামিন

ঢাকা, ৮ মার্চ : তথ্যপ্রযুক্তি আইনে দায়ের করা মামলায় জামিন পেয়েছেন বিএনপি নেতা হুমাম কাদের চৌধুরী। উচ্চ আদালতের নির্দেশে হুমাম কাদের চৌধুরী বুধবার ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে জামিন চান। হাকিম মাহমুদুল হাসান শুনানি শেষে তার জামিন মঞ্জুর করেন। এ মামলায় গত বছরের ২২ নভেম্বর বিচারপতি এম ইনায়েতুল রহিম ও বিচারপতি জে বি এম হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে ও স্ত্রী ফারহাত কাদের চৌধুরীকে আদেশের অনুলিপি পাওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। আত্মসমর্পণ করলে তাদের জামিন বিবেচনা করতে বিচারিক আদালতকে বলা হয়।

দীর্ঘ সাত মাস পর বৃহস্পতিবার বাসায় ফেরেন বিএনপি নেতা হুমাম কাদের চৌধুরী। গত বছরের ৪ আগস্ট রাজধানীর আদালত পাড়া থেকে তুলে নেয়া হয় মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুমাম কাদের চৌধুরীকে। একটি মামলায় তিনি এবং তার মা আদালতে গিয়েছিলেন হাজিরা দিতে। সেখানে গাড়ি থেকে নামার পরেই সাদা পোশাকধারীরা তাকে তুলে নিয়ে যায়। ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তাকে তুলে নেয়া হয়েছিল বলে ওই সময় অভিযোগ করেন হুমামের আইনজীবীরা। ওই সময় থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে গেলেও পুলিশ সেটি গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ



রয়েছে। সে থেকেই নিখোঁজ ছিলেন হুমাম কাদের চৌধুরী।

উল্লেখ্য-তথ্যপ্রযুক্তি আইনে দায়ের করা মামলায় গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর স্ত্রী ও ছেলেকে খালাস দিয়ে আইনজীবীসহ পাঁচজনকে কারাদ- দেন আদালত। ওই মামলায় সাজার আদেশ পাওয়া এক আসামির আপিলের গ্রহণযোগ্যতার শুনানিতে বিচারপতি ইনায়েতুল রহিম ও বিচারপতি জেবিএম হাসানের বেঞ্চ ২২ নভেম্বর স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন। রুলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর স্ত্রী ও ছেলেকে খালাসের রায় বাতিল করে কেন তাদের যথাযথ সাজা দেয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়। একই সঙ্গে আদালত আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষকে রুলের জবাব দিতে বলেন। আদেশের অনুলিপি হাতে পাওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর স্ত্রী ফারহাত কাদের চৌধুরী ও ছেলে হুমাম কাদের চৌধুরীকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন

হাইকোর্ট। অতঃপর এ মামলায় ফারহাদ কাদের চৌধুরী নি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন লাভ করেন। আজ এ মামলায় হুমাম কাদের চৌধুরী আত্মসমর্পণ করে জামিন লাভ করেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর যুদ্ধাপরাধের রায়ে ফাঁসির ঘটনায় তার স্ত্রী ও ছেলেকে খালাস দিয়ে আইনজীবীসহ পাঁচজনকে কারাদণ্ড দেন আদালত। এর মধ্যে ট্রাইব্যুনালে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আইনজীবী ফখরুল ইসলামকে ১০ বছরের কারাদণ্ড, সেই সঙ্গে এক কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। আর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ম্যানেজার মাহবুবুল আহসান, ফখরুলের সহকারী মেহেদী হাসান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কর্মচারী নয়ন আলী ও ফারুক হোসেনকে দেয়া হয় সাত বছরের কারাদণ্ড। পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। জামিনে থাকা ফারহাত কাদের চৌধুরী রায়ের সময় আদালতে উপস্থিত হন। আর তার ছেলে হুমাম কাদের চৌধুরীকে পলাতক দেখিয়েই আদালত রায় ঘোষণা করেন, যদিও পরিবারের দাবি, তাকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গত আগস্টের শুরুতে তুলে নিয়ে যায়। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের এ মামলায় দুপক্ষের যুক্তিতর্কের শুনানি শেষ হয় গত বছরের ৪ আগস্ট। সেদিন শুনানিতে হাজির না থাকায় সালাউদ্দিন কাদেরের ছেলে হুমাম কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আদেশ হয়।



Please visit the ZEETEC stand at ecobuild. Stand No. C182



## ZEETEC

Double Protection Magnetic Filter For Boilers

COMING SOON!



See the Zeetec Model 2 launch at ecobuild



- High quality 22mm service valve.
- Built with an angle for maximum efficiency in flow.
- Drainage valve and key which is easy to use and makes it a product that can be maintained by a layman.
- Strong magnet which will attract any magnetic metals which manages to pass through the 80microns gaps of the mesh.

Zeetec Model 1 (black colour), only £55 including VAT and shipping.

Order online at [www.zeetec.org](http://www.zeetec.org)

or enclose a cheque or postal order for qty  and amount of £  crossed and made payable to Zeetec Ltd.

Post to: Zeetec Ltd, 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Name	
Address	
Postcode	
Phone	
Email	

AGENTS REQUIRED NATIONWIDE

For more details email [info@zeetec.org](mailto:info@zeetec.org)

## WESTMINSTER LAW CHAMBERS



ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক  
সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে  
আইনী সেবা দিয়ে আসছেন।

FOR FAST, FRIENDLY & PROFESSIONAL SERVICES

### PROPERTY LAW

- ব্যবসা ও লীজ ক্রয় বিক্রয়
- বাড়িঘর ট্রান্সফার
- ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্ট সমস্যা
- বাংলাদেশে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

### FAMILY LAW

- ডিভোর্স, প্রপার্টি ও আর্থিক বিষয়
- বাচ্চাদের বিষয়
- ইসলামিক তালাক
- যেকোন ধরনের কেইস

### IMMIGRATION LAW

- ইমিগ্রেশন সমস্যা যত জটিল হোক না কেন
- সব ধরনের APPLICATIONS, APPEALS, JUDICIAL REVIEW
- EU SETTLEMENT & CITIZENSHIP
- কাজে গ্রেফতার হলে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা
- LITIGATION

### BUSINESS LAW

- Company, Commercial, পার্টনারশীপ ও অন্যান্য Civil Cases
- Motoring & Other Criminal Cases
- সব ধরনের এফিডেভিড, পাওয়ার অব এটার্ণি ও Statutory Declarations

243A WHITECAPEL ROAD, LONDON, E1 1DB  
TEL: 020 7247 8458

Email: [info@westminsterchambers.com](mailto:info@westminsterchambers.com)  
[www.westminsterchambers.com](http://www.westminsterchambers.com)

Mobile: 077 1347 1905







## সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে বাংলাদেশে ইন্টারনেট-বঞ্চিত ১৪ কোটি মানুষ

ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ও ইন্টারনেট ডট ওআরজির এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা নিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা হতাশাজনক। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত মানুষ আছে ১৪ কোটি ১৫ লাখ। সেই হিসাবে ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম। আর ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকেও বাংলাদেশের অবস্থান খুব একটা ভালো নয়। ৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৪তম।

অথচ বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে ৬ কোটি ৭০ লাখ, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। আর গবেষণার হিসাব বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ

ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

বর্তমান সরকার যেখানে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি ডিজিটালে রূপান্তরের চিন্তাভাবনা করছে, সেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দৈন্য কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। একটি দেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে যদি ১৪ কোটি ১৫ লাখ মানুষ ইন্টারনেট-বঞ্চিত থাকে, সে দেশ আর যা-ই হোক ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত হতে পারবে না। সরকারকে এ ব্যাপারে এখনই তৎপর হতে হবে। আর সরকারের হিসাব আর বাইরের গবেষণার হিসাবের এই গরমিল কেন? কোন হিসাবটি ঠিক কিংবা বেঠিক? তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রায় ৭ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে-এটা ভেবে আত্মতৃপ্তির সুযোগ নেই। কেউ বছরে একদিন ইন্টারনেট ব্যবহার করলে তিনি হিসাবের আওতায় এসে গেলেন। কিন্তু তাতে ডিজিটাল বা প্রযুক্তিনির্ভর

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ হবে না।

আমাদের দেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটির কিছু বেশি। কিন্তু মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ বেশি। এ কারণে লোকজন মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারে উৎসাহিত হয় না। ইন্টারনেটের অনেক বিষয় বাংলা ভাষায় নয়। এ কারণে অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে না। এ ছাড়া দেশের বিরাটসংখ্যক মানুষ ইন্টারনেটে কেবল ফেসবুক, ইউটিউব ও গেমস চালায়, কোনো উৎপাদনশীল কাজ বা লেখাপড়ার কাজে ইন্টারনেটের ব্যবহার কম। ফেসবুক, ইউটিউব এগুলো মানুষকে বেশি দিন ইন্টারনেটে ধরে রাখতে পারে না। সরকারকে ইন্টারনেটভিত্তিক ই-কমার্স, ইন্টারনেটভিত্তিক পড়াশোনা ইত্যাদি চালু করতে হবে। তবেই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়বে।

## নির্বাচন কমিশন কি চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে?

### বদিউল আলম মজুমদার

গত ৮ ফেব্রুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সাবেক সচিব কে এম নুরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করেছেন। নবগঠিত কমিশন বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যেগুলোর কার্যকরভাবে মোকাবিলা তাঁদের সফল করবে। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো:

কমিশনারদের সংখ্যা: রকিবউদ্দীন কমিশনের আগে কোনো কমিশনেই তিনজনের বেশি সদস্য ছিলেন না এবং তিনজনও অনেক সময় একত্রে কাজ করতে পারেননি। তিনজনের মধ্যে সমন্বয় করা যত সহজ, পাঁচজনের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি দুর্লভ। বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আশা করি নবগঠিত কমিশন এ চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে পারবে।

কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা: ২০০৮ সালে কমিশনের সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিযুক্ত করা হয়। আমাদের সংবিধানেও কমিশনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে আইনি বিধানের মাধ্যমে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায় না। কমিশন নিরপেক্ষ হলেই সব দলের জন্য নির্বাচনী মাঠ সমতল হবে, কমিশন জনগণের আস্থা অর্জন করবে এবং সবাই নির্বাচনে অংশ নেবে। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন না হলে এবং ভোটারদের সামনে বিকল্প না থাকলে তাকে নির্বাচন বলা যায় না। কারণ, 'নির্বাচন' মানেই বিকল্পের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া। এ ছাড়া, কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব শুধু নির্বাচন করাই নয়, বরং যথাসময়ে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান।

শ্রেণিকর্মকর্তা নিয়োগ: নির্বাচন কমিশন নিয়োগ বিধিমালায় কমিশনের সচিব থেকে শুরু করে জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা পদে সরকারি কর্মকর্তাদের শ্রেণিতে বদলি করার বিধান রয়েছে। আর শ্রেণির মাধ্যমে সরকার পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের কমিশনের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হতে পারে, যা অতীতে ঘটেছে। তাই কমিশনের জন্য নতুন ক্যাডার সৃষ্টি করা আবশ্যিক।

সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: শামসুল হুদা কমিশনের নেতৃত্বে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়েছিল, যেগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে সূজন কমিশনকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছিল। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রণীত 'দিনবদলের সনদে' আওয়ামী লীগ নির্বাচনী সংস্কারপ্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছিল। রকিবউদ্দীন কমিশন এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেয়নি। নবগঠিত কমিশনের সামনে আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

আইনি কাঠামোতে পরিবর্তন: সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হলে আইনি কাঠামোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন: (১) 'না-ভোট'-এর বিধানের পুনঃপ্রবর্তন; (২) মনোনয়নপত্র অনলাইনে দাখিলের বিধান; (৩) সংসদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের

সঙ্গে হলফনামা ও আয়কর বিবরণী দাখিলের বিধান; (৪) স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে প্রদান; (৫) রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

আইনের প্রয়োগ: সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিধিবিধানের সংস্কার করলেই হবে না, সেগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগও করতে হবে। যেমন, সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য তৃণমূল থেকে প্যানেল তৈরির বিদ্যমান আইনি বাধ্যবাধকতা প্রায় সব দলই উপেক্ষা করে আসছে। নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্ত করার বিধানের প্রতিও দলগুলো ভ্রক্ষেপ করছে না। এ ছাড়া নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখার ওপর নিষেধাজ্ঞাও দলগুলো মানছে না। প্রার্থী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকেরা মানছেন না নির্বাচনী আচরণবিধিও। কমিশন প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্বিচার।

দশম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ৮৭টি নির্বাচনী এলাকায় সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর ফলে ভোটার সংখ্যায় অসমতা আরও বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর ২০০৮ সালে যেখানে গড় ভোটার সংখ্যার ২১ শতাংশের মধ্যকার আসনসংখ্যা ছিল ৮৩, সেখানে ২০১৪ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১০২টিতে। মনোনয়ন: ২০০৮ সালে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা আরপিওতে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিটি সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করার এবং সেটি থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন দেওয়ার বিধান ছিল। নবম সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটি সংশোধনের ফলে মনোনয়ন বোর্ডকে আর তৃণমূলে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন দিতে হবে না, প্যানেলটি বিবেচনায় নিতে হবে মাত্র। তাই সংসদ নির্বাচনে উড়ে এসে জুড়ে বসার সমস্যা রয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক দলের অর্থের উৎস: রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের একটি বড় চালিকাশক্তি হলো রাজনৈতিক দলের অর্থায়ন। তাই রাজনৈতিক দলের অর্থের উৎসের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও জরুরি। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী ভারতে এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসা: সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত মীমাংসা হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় নির্বাচনী মামলাই সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নিষপত্তি হয় না, যা নির্বাচনী অপরাধকেই উৎসাহিত করে। এ লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতে পারে।

সহিংসতা রোধ: শামসুল হুদা কমিশনের সময়ে নির্বাচনী সহিংসতা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু রকিবউদ্দীন কমিশনের মেয়াদকালে নির্বাচনী সহিংসতা বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছায়। যেমন, গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১৫০ জন নিহত হয়েছেন। তাই নতুন নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী সহিংসতা রোধেও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

আইন ও বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা: রকিবউদ্দীন কমিশন আইনকানূনের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভোটার তালিকা হালনাগাদের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি সুস্পষ্ট আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তার সবগুলোই রকিবউদ্দীন কমিশন অমান্য করেছে (প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫)। এমনকি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য তাঁদের উচ্চ আদালতে ক্ষমা প্রার্থনাও করতে হয়েছে। এদিকেও কমিশনের নজর দিতে হবে।

আইন প্রণয়ন: সাংবিধানিক নির্দেশনা সত্ত্বেও, নির্বাচন কমিশনে নিয়োগসংক্রান্ত কোনো আইন আমাদের নেই। শামসুল হুদা কমিশন এ লক্ষ্যে একটি আইনের খসড়া তৈরি করে রেখে গিয়েছে, যেটি সম্পর্কে রকিবউদ্দীন কমিশন কোনো রকম আগ্রহই দেখায়নি। ভবিষ্যতে কমিশনে নিয়োগে বিতর্ক এড়ানোতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কমিশনকে আইনের খসড়াটি চূড়ান্ত এবং এটিকে আইনে পরিণত করতে উদ্যোগী হতে হবে।

সরকারের ও রাজনৈতিক দলের সদাচরণ: সবচেয়ে নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ও সাহসী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, যদি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো সদিচ্ছা প্রদর্শন ও দায়িত্বশীল আচরণ না করে। বস্তুত, একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত বা 'নেসেসারি কন্ডিশন', কিন্তু যথেষ্ট বা 'সিফিসিয়েন্ট কন্ডিশন' নয়। তাই দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে একটি মতৈক্য আজ জরুরি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতে বিতর্কিত নির্বাচন এড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আশা করি, নবগঠিত কমিশন তাদের সততা, নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনকে বিতর্কমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবে। আর তারা সফল না হলে এর দায় সরকার ও অনুসন্ধান কমিটিকেও নিতে হবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার: সম্পাদক, সূজন-সূশাসনের জন্য নাগরিক।

সাংবিধানিক নির্দেশনা সত্ত্বেও, নির্বাচন কমিশনে নিয়োগসংক্রান্ত কোনো আইন আমাদের নেই। শামসুল হুদা কমিশন এ লক্ষ্যে একটি আইনের খসড়া তৈরি করে রেখে গিয়েছে, যেটি সম্পর্কে রকিবউদ্দীন কমিশন কোনো রকম আগ্রহই দেখায়নি। ভবিষ্যতে কমিশনে নিয়োগে বিতর্ক এড়ানোতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কমিশনকে আইনের খসড়াটি চূড়ান্ত এবং এটিকে আইনে পরিণত করতে উদ্যোগী হতে হবে।

ভোটার তালিকা: নির্ভুল ভোটার তালিকা সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। ২০০৮ সালে তৈরি ভোটার তালিকায় পুরুষের তুলনায় ১৪ লাখের বেশি নারী ভোটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরে তালিকা হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় 'জেভার-গ্যাপ' দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সর্বশেষ হালনাগাদের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৫ লাখ নতুন ভোটার তালিকায় যুক্ত হওয়ার কথা, যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৬০ শতাংশ, অর্থাৎ জেভার-গ্যাপ ২০ শতাংশ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৩ জানুয়ারি ২০১৭)। প্রসঙ্গত, প্রায় ৪৭ লাখ নতুন ভোটার ২০১৪ সালের হালনাগাদে ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছিলেন এবং তখন জেভার-গ্যাপ ছিল ১২ শতাংশ। আমাদের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষের হার প্রায় সমান সমান। আমাদের প্রায় এক কোটি নাগরিক বিদেশে কর্মরত, যাঁদের প্রায় সবাই পুরুষ এবং অধিকাংশই ভোটার নন। তাই এটি সুস্পষ্ট যে হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় অনেক যোগ্য নারী ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ: নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের একটি বড় লক্ষ্য হলো সংসদীয় আসনগুলোতে ভোটার সংখ্যায় যতটা সম্ভব সমতা আনা।

হলফনামা: সূজন-এর প্রচেষ্টায় প্রায় সব নির্বাচনেই প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়ের উৎস, ফৌজদারি মামলার বিবরণ, সম্পদের হিসাব ইত্যাদি প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে হলফনামার ছকে গুরুতর সীমাবদ্ধতার কারণে প্রার্থীদের তথ্য গোপন করার সুযোগ থেকে গেছে। আর হলফনামার তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করে তথ্য গোপনকারী ও ভুল তথ্য প্রদানকারী প্রার্থী কিংবা তাঁদের নির্বাচন বাতিল করলে অনেক অব্যক্তি ব্যক্তিকে নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রেখে আমাদের রাজনীতিকে বহুলাংশে কলুষমুক্ত করা সম্ভব হবে। নির্বাচনী ব্যয়: নির্বাচনী ব্যয়ের লাগামহীন উর্ধ্বগতি আমাদের নির্বাচনকে এখন টাকার খেলায় পরিণত করেছে এবং আমাদের গণতন্ত্র হয়ে পড়েছে 'বৈশিষ্ট্য ডেমোক্রেসি ম্যানি ক্যান বাই' বা টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন উত্তম গণতন্ত্র। মনোনয়ন-বাণিজ্য আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আজ অনেকটা প্রহসনে পরিণত করে ফেলেছে। তাই নতুন কমিশনকে এসবের লাগাম টেনে ধরতে হবে এবং একই সঙ্গে নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সীমা কমাতে হবে, যাতে ভোটাধিকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হওয়ার অধিকারও



## বাহা উদ্দীন আশ্বীয়ার বাসায় পুলিশি তল্লাশীর প্রতিবাদে সিটি যুবদলের প্রতিবাদ সভা



সিলেট জেলা ছাত্রদলের সাবেক তুখোড় ছাত্রনেতা ও লন্ডন সিটি যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক বাহা উদ্দীন আশ্বীয়ার উপর মিথ্যা মামলা ও তার বাসায় পুলিশের অব্যাহত তল্লাশীর প্রতিবাদে লন্ডন সিটি যুবদলের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ মার্চ স্থানীয় ব্রিক লেইনস্থ একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন লন্ডন সিটি যুবদলের সভাপতি ডাঃ শেখ মনসুর রহমান। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ আলী সুমন। উক্ত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সভাপতি রহিম উদ্দিন এবং প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

যুক্তরাজ্য সেক্সেসবক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল হোসেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান হেভেন, ইপসুইচ বিএনপির সভাপতি জুলফিকার আলী, নিউহ্যাম বিএনপির সদস্য সচিব সেবুল মিয়া। সভায় বক্তারা বলেন, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার সারা দেশে বিএনপি নেতা কর্মীদের হত্যা, গুম, হয়রানির মাধ্যমে পুরো দেশকে একটি বৃহৎ কারাগারে পরিণত করেছে। বক্তারা বাহা উদ্দীন আশ্বীয়ার বাড়িতে পুলিশের তল্লাশী ও হয়রানির নিন্দা জানিয়ে বলেন, তার বাসায় তল্লাশীর নামে বাড়ির মানুষজনকে হয়রানি ও মহিলাদের প্রতি অসদাচরণ যে কোন ফ্যাসিস্ট সরকারকেও হার মানাবে। বক্তারা বাহা উদ্দীন আশ্বীয়ার উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও পুলিশের

তল্লাশী ও হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানান। অন্যায়ের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, লন্ডন সিটি যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক ইসতিয়াক খান রশুছল, সুহেদুল হাছান, যুক্তরাজ্য সেক্সেসবক দলের যুগ্ম সম্পাদক আজিম উদ্দিন, যুবদলের নুরুল আমিন, সাকিল আহমদ, লিটন আহমদ, সুমেদ খান, আবুল হোসেন, মোসারফ হোসেন, ছাদিকুর রহমান ছাদিক, আব্দুল ওয়াহিদ আলমগীর, আবু তাহের, আফজাল হোসেন, জাকির খান, সেহনাজ আহমদ, কাওছার আহমদ, বাবর চৌধুরী, আকবর আলী, নূরুল আলী, লাহিন আহমদ, রাসেল খান, ইসতিয়াক খান রশুছল, ইমন আহমদ ও মনসুর আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন নির্বাচন ২০১৭ কয়েকটি রিজিয়নের প্রতিনিধি সভায় পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত



বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের বৃহত্তম স্মারক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের আগামী নির্বাচনে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দেওয়ার লক্ষ্যে এবং কারি শিল্পের স্টাফ, শেফ ও ইমিগ্রেশন সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিসিএ'র কয়েকটি রিজিয়নের উদ্যোগে ও এসেক্স রিজিয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গত ৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হারলোর একটি রেস্টুরেন্টে বিসিএ'র কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি ও এসেক্স বিসিএ'র সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন মকদ্দুসের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় ডেপুটি মেম্বারশীপ সেক্রেটারি ও এসেক্স রিজিয়নের

সেক্রেটারি ফরহাদ হোসেন টিপু পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিসিএ'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এনাম চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুগ্ম চিফ ট্রেজারার মিঠু চৌধুরী, প্রেস সেক্রেটারি আনিস চৌধুরী, এসেক্স বিসিএ'র সহ-সভাপতি শাহ আশরাফুল হোসেন মুকুল, সহ-সভাপতি আব্দুল হক, ট্রেজারার তৌরিছ মিয়া, কেন্দ্রীয় সদস্য নাসির উদ্দিন। বিসিএ'র বিভিন্ন রিজিয়নের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোলাম রব্বানী সোহেল, সালেহ আহমদ, রওশন আহমদ, আবজল হোসেন, দিলওয়ার হোসেন, শেখ নুরুল ইসলাম, রওশন আলী বুলু, নুরুজ্জামান, নাজমুল হক, কয়সর

আহমদ, ইকবাল চৌধুরী, শামসুল হোসেন, পাবেল মিয়া, আব্দুল সোফান, ফয়সল চৌধুরী, বুরহান উদ্দিন, বদরুল উদ্দিন রাজু, মোসাহিদুর রহমান, ফজলুর রহমান, মুহিব আহমদ প্রমুখ। সভায় আগামী এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য বিসিএ'র কেন্দ্রীয় নির্বাচনে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় কারি শিল্পের বর্তমান সংকট সমাধানে সকল ব্যবসায়ীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। এ ছাড়া সকল রেস্টুরেন্টে ব্যবসায়ী বিসিএ'র সদস্য পদ গ্রহণ করে সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল করার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# IMRAN TRAVELS

Established Agent serving the community since 1996

**Appointed Agent**

**bangladesh**  
বাংলাদেশ পর্যটন কর্তৃপক্ষ

Direct Sylhet from £390+Tax  
From January 2017

**QATAR**  
AIRWAYS القطرية

Dhaka return from £475  
Terms & Conditions apply

We are approved  
Umrah agent by the  
Ministry of Hajj

- Umrah fare from £330
- Complete package from £595  
(Minimum 4 person, 5 nights)

**T: 0207 375 0800**  
**M: 07984 959 885**  
**07828 235 600**

We are open 7 days a week

Low cost travel agent

Hajj & Umrah Specialist

**273A Whitechapel Road, Londoprn E1 1BY**  
**www.imrantravels.co.uk, E: imrantravels@hotmail.com**

## Alam & Company

Cost & Executive Accountants, Forensic, Auditors & Tax Consultants

**Our Services**

- ✓ Business Start up
- ✓ Year end Financial Statements
- ✓ Company Secretarial Services
- ✓ Company Formation
- ✓ Management Accounts
- ✓ Bookkeeping Services
- ✓ VAT Audit Assurance Services
- ✓ Forecast Accounts
- ✓ Capital Gain Tax (CGT)
- ✓ Corporation Tax Return
- ✓ Self Assessment Tax Return
- ✓ Payroll and Paye
- ✓ Our Speciality in Tax and Vat Investigation

**Dr. Mohammed N Alam**  
B.A Nons (Econ), M.A (Econ),  
PHD (Accountancy),  
FCA, FIAA, FCMA, FIFC,  
FACRUK, CMA, CPA, CFFA,  
RUSAL, ACEA (Canada), MEAA

For any information and appointment, please contact at Head office number below

**Head Office:** Akhtar House, 2 Shepherds Bush Road, London W6 7PJ  
Tel: 0208 746 1642, Fax: 0208 749 7126, Mob: 0786 0926 001  
Email: alamandco.accountants@gmail.com, info@alamandcompany.com

We are in process of opening two new branches in East London and Birmingham

www.alamandcompany.com

## স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও শুনুন

আমাদের সঙ্গে থাকুন

প্রতি রোববার স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও শুনুন

সকাল ১১ থেকে ১২টা 558 AM

or visit [www.spectrumradio.net](http://www.spectrumradio.net)

---

সংগীত, শুভেচ্ছা, সংবাদ শিরোনাম ও সাক্ষাৎকার

### অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় মিসবাহ জামাল

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত

আবৃত্তি চর্চা অনুষ্ঠান এবং উপস্থাপনা ও সংবাদ পাঠচর্চার উপর প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণে বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ

Contact: Misbah Jamal, 0795 7124487  
Email: misbahjamal39@yahoo.co.uk



# তারেক রহমানের ১১তম কারাবন্দি দিবসে যুক্তরাজ্য বিএনপির আলোচনা সভা

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১১তম কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৭ মার্চ মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনে যুক্তরাজ্য বিএনপির কার্যালয়ে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম রাব্বানি, প্রফেসর এম ফরিদ উদ্দিন, গোলাম রাব্বানি সোহেল, যুগ্ম-সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, ব্যারিস্টার মুওদুদ আহমেদ খান, কামাল উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ, আজমল হোসেন চৌধুরী জাভেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, খসরুজ্জামান খসরু, সিনিয়র সদস্য মিসবাহুজ্জামান সোহেল, লন্ডন মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব আবেদ রাজা, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান হেভেন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক তাজবির চৌধুরী শিমুল, সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সরফরাজ আহমেদ সরফু, সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হাসান গাজী, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, শিও মিয়া, সদস্য লুবায়েক আহমেদ চৌধুরী, মিসবাহ চৌধুরী রাসেল, ওয়েস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জমশেদ আলী, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সভাপতি হাজী এমএ সেলিম, নিউহাম বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাক আহমেদ, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সদস্য সচিব এসএম লিটন, নিউহাম বিএনপির সদস্য

সচিব সেবুল মিয়া, যুক্তরাজ্য জাসাস সভাপতি এমএ সালাম, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, জাসাস সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন। সভায় বক্তারা বলেন, তারেক রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদীয়মান সূর্য। এই সূর্য যাতে আলো

করে তিনি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিবেন এটি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সভাপতির বক্তব্যে এমএ মালিক বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধ্বংসের উদ্দেশে ২০০৭ সালের ৭ মার্চ ওয়ান



ছড়াতে না পারে সেজন্যই ১/১১ সৃষ্টি করে তাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু সেদিন বেশি দূরে নয়, রাজনীতির আকাশে সব কালোমেঘ দূর করে তারেক রহমান ফিরে যাবেন জনতার মাঝে। দায়িত্ব নিবেন দল ও দেশের। নেতৃত্ব দিবেন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের। দেশের মানুষ তাঁর প্রতীক্ষায়। কারণ তাঁর হাতেই নিরাপদ আগামী দিনের বাংলাদেশ। সব ষড়যন্ত্র ছিন্ন

ইলিভেনের ষড়যন্ত্রকারীরা বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানকে কারাবন্দি করে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ১/১১ এর ষড়যন্ত্রকারী ফখরুদ্দিন-মঈনুদ্দিন সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো তারেক রহমানকে মেরে ফেলা। তিনি বলেন, ওয়ান ইলিভেনের সময় থেকে শহীদ জিয়া ও বিএনপি পরিবারকে ধ্বংসের যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল তা আজও অব্যাহত আছে। আজ তাঁর

বাকস্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক জনতা এই ষড়যন্ত্র কোনদিনই বাস্তবায়িত হতে দেবে না। তিনি তারেক রহমানকে অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করে নির্যাতন ও হত্যা চেষ্টার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের মুখোমুখি করে কঠোর শাস্তি দাবি করেন। আজকের এই দিনে সকলকে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতন ত্বরান্বিত করতে দলের সকল স্তরের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ বলেন, ২০০৭ সালের ৭ মার্চ সেনা সমর্থিত সরকার কর্তৃক আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানকে গ্রেফতারের মাধ্যমে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১/১১ এর প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানকে গ্রেফতার করে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। সে সময় তাকে চাপে রাখতে বেগম খালেদা জিয়া ও ভাই আরাফাত রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো কিন্তু তারেক রহমান মায়ের মতোই দেশ ছাড়তে রাজি না হওয়ায় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তারা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল। তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে গণতন্ত্রের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথ নিতে হবে।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, মিসবাহুজ্জামান বাবু, এডভোকেট নুরুদ্দিন আহমেদ, ফয়সল আহমেদ, দেওয়ান মইনুল হক উজ্জল, জিয়াউর রহমান, কফিল হায়দার, শেখ

তারিকুল ইসলাম, তোফায়েল হোসাইন মুধা, ফজলে রহমান পিনাক, বিএনপি নেতা মাওলানা শামিম, আমের আব্দুল্লাহ খান, শওকত আলী, আব্দুর রউফ, সুজেল আহমেদ, মাহবুব হাসান, মোঃ আবু নোমান, মাহবুবুল ইসলাম বাবু, আল ফেরদৌস, দুদু মিয়া সিকদার, কবির আহমেদ, শামসুল আলম তফাদার, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় জাসাসের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক এমাদুর রহমান এমাদ, জাসাস নেতা শেখ মিজনুর রহমান, এডভোকেট শামসুল হক, এ মোস্তাফিজ লিটন, শাহ রানা, নুরে আলম সোহেল, মসুর হোসাইন, মোঃ এম আর সাজিব, রেজাউল করিম, আব্দুল কাদির নাজিম, আতাউর রহমান, আনোয়ার হোসেন, যুবদল নেতা আফজাল হোসেন, দেওয়ান আব্দুল বাছিত, শাহজাহান আহমেদ, নুরুল আলী রিপন, তোফায়েল আহমেদ আলম, সুয়েদুল হাসান, মোশারফ হোসেন, লাহিন আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি শরিফুল ইসলাম, ডালিয়া লাকুরিয়া, আজিম উদ্দিন, নুরুল আমিন আকমল, ইব্রাহীম শাহ, জুল আফরোজ মজুমদার, নুরুল আমিন সজল, আজিবুর রহমান, আব্দুর রূপ কাব্য, মোসারফ হোসেন ভূইয়া, সাবেক ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম মিরাজ, মাসুদুর রহমান মাসুদ, মোঃ শফিউল আলম মুরাদ, ইমতিয়াজ এনাম তানিম, নুরুজ্জামান রাজন, শেখ নাসিরউদ্দিন, মাকসুদুর রহমান বাবু, নুরে আলম সোহেল, মোঃ মাকসুদুর রহমান বাবু, এসএম আতিকুর রহমান, আতাউর রহমান, আনোয়ার হোসাইন, শামসুল চৌধুরী, মোঃ অমর গনি, রেজাউল করিম, আবু তাহের প্রমুখ। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## BENGLALI FEMALE DRIVING INSTRUCTOR



- DOOR TO DOOR SERVICE
- ONLY FOR WOMENS
- STUDENT DISCOUNT AVAILABLE
- WE COVER TOWER HAMLETS ONLY
- FULLY QUALIFIED DSA APPROVED DRIVING INSTRUCTOR

PHONE: 07985 597 721



## feast & Mishti

RESTAURANT & SWEETMEAT

ফিফ্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

গরম গরম ...

সকালের নাস্তায় পরোটো

বিকলে জিলাপি, হালিম, চানা-পিয়াজু ...

যত খুশি তত খান

বাফেট  
£8.99

৩০+ আইটেম

Buffet 30+ Dishes £7.99

৪০ জনের প্রাইভেট রুমসহ ১৩০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112

245-247, Whitechapel Road  
London E1 1DB



## Plumber 24/7

Bathroom & Kitchen installation specialist



- Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer
- Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

Mobile- 07957 148 101

Local engineer for you



# নোয়াখালী সমিতি ইউকে'র সমন্বয় কমিটি ঘোষণা

# যুক্তরাজ্য মুক্তিযোদ্ধা যুবকমান্ডের একুশের আলোচনা ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ



যুক্তরাজ্যস্থ নোয়াখালী সমিতি ইউকে'র এক জরুরি সভা গত ৫মার্চ রোববার পূর্ব লন্ডনের ব্রু-মুন মিডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নোয়াখালী সমিতি ইউকে'র সিনিয়র সহ সভাপতি আবদুল হক রাজের সভাপতিত্বে ও আতাউল্যা হফারকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন এটিএম মুজিবুর রহমান, এমএ সালাম, বিপি হারুন, শহিদুল্লাহ খান, আলমগীর কবির চৌধুরী, মোস্তফা কামাল পিঙ্কু, আবদুর রব, আনোয়ার চৌধুরী, নাজমুল আহসান খসরু, এনামুল হোসাইন অশ্রু, এম আজাদ, আলাউদ্দিন রাসেল, মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, আবুল হোসেন নিজাম, এহসানুল হক হুদয়, আলাউদ্দিন সোহেল প্রমুখ। সভায় নোয়াখালী সমিতি ইউকে'র সদস্যবৃন্দ ও নোয়াখালীবাসীর উপস্থিতিতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুর রবকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন

সর্বজনাব আলমগীর কবির, শহিদুল্লাহ খান, মোস্তফা কামাল পিঙ্কু, আনোয়ার চৌধুরী, আব্দুল হক রাজ, আতাউল্যা হফারক, নাজমুল আহসান খসরু, আবু জাফর, এনামুল হোসাইন অশ্রু ও আবুল হোসেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে নোয়াখালী সমিতি ইউকে'র সকল কার্যক্রম উক্ত কমিটির কাছে ন্যস্ত করা হয়। একই সাথে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে ব্রিটেনে বসবাসরত নোয়াখালীবাসীর অংশ গ্রহণে পূর্নাস্ক কমিটি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব আব্বাস উদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান, এম দ্বীন ইসলাম, আবদুর রহিম, মোহাম্মদ নাজ হোসেন, এম. শহিদুল্লাহ, আবুল হোসেন, কবির আহমদ, জাকির আহমদ, হাবিব মোহাম্মদ ইবনে আজিজ, আবদুল্লাহ আল মামুন, এমএ সোহেল, একেএম জামান, এম এ জলিল, আলমগীর কে চৌধুরী,

মোহাম্মদ রানা, নাজমুল হোসেন, সৈয়দ আবুল কালাম, মো. বাকী উল্লাহ ফারুক, সামসুদ্দিন সুমন, মনোয়ার হোসেন, জুলফিকার আলম সোহেল, সোহেল রানা, আমিনুল ইসলাম মুন্না, আজহারুল হক, আবদুর রহমান, মোহাম্মদ সেলিম প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গত ২০ ফেব্রুয়ারী, সোমবার মহান ভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য মুক্তিযোদ্ধা যুবকমান্ড কর্তৃক পূর্ব লন্ডনস্থ স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য মুক্তিযোদ্ধা যুবকমান্ডের সহ-সভাপতি সেলিম আহমদ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কয়সর আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব যুক্তরাজ্য মুক্তিযোদ্ধা যুবকমান্ডের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান তালুকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম,

সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়জুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক শাহ আনোয়ার হোসেন, দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন সরকার, যুক্তরাজ্য মুক্তিযোদ্ধা যুবকমান্ডের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল হাকিম, লফ্ফুর রহমান, আব্দুল মানিক, মাহমুদ হোসেন, মোশারফ হোসেন, আবদুল মালিক, আবদুস শহীদ, সুজেল মিয়া, গৌছুল ইসলাম, নেহাল মিয়া, হুসাইন আহমদ প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মধ্যরাতে আলতাভ আলী পার্কে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## মিরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মিরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কার্যকরী কমিটির এক সভা গত ৬ মার্চ সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আলহাজ মাস্টার আমির উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর আলীর সঞ্চালনায় স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আবুল হোসেন। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর আলী সার্বিক রিপোর্ট পেশ করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন



আহমেদ, শিশু মিয়া, আলী আক্বাছ, আব্দুল ওয়াহিদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, তকদুছ আলী, আবুল হোসেন, শাহ জাহান প্রমুখ। বক্তারা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর আলী ও শিক্ষা সম্পাদক জুবের মিয়া দেশে গিয়ে একটা সফল অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ায় তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং দল মত নির্বিশেষে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভায় আগামী ২৪ এপ্রিল ট্রাস্টের বিজিএম ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আব্দুল আলী রউফ, মুক্তার মিয়া, নূর আহমেদ, আবুল কালাম আজাদ, বখশ, মাহবুবুল হক শেরিন, আনসার মাওলানা মোজাক্কের হোসেন, নোমান



# Saima

DESIGNER ABAYA HOUSE

## SALE SALE

OFFER START FROM 10<sup>TH</sup> NOVEMBER UP TO 31<sup>ST</sup> DECEMBER






**DESIGNER THOBE**  
 Al Shikkha | Daffah | Durush | Ikaf | Al Haramain | Omani Thobe  
 Hooded Thobe | Short Sleeve Thobe | Morocco Thobe  
 Children Thobe | Designer Panjabi Set | Waist Coata

**DESIGNER ABAYA**  
 Designer Kaftan | Indian Kaftan | Saudi Abaya  
 Dubai Abaya | Indian Abaya | Irani Abaya  
 Open Abaya | Children Abaya

**Retail & Whole Sale**

**All Books 50% OFF**

**DESIGNER ABAYA HOUSE LTD**  
 118 Whitechapel Rd, London E1 1JE  
 Tel - 020 7018 2375, Mob - 0794 7423 429



**ABUL KALAM**

We accept all major debit & credit cards

# INDIAN OCEAN

CATERING & EVENTS MANAGEMENT

## বিয়ে অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবছেন?

দুশ্চিত্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

### অনুষ্ঠান আপনার, সাজানোর দায়িত্ব আমাদের

Venue Hire

Venue Decor

Catering

Stages

Gates

Lighting

Videography

Beauticians

Cakes

Vehicle Hire

Home Decor

Live Entertainment

Invitation Cards

Customised Chocolates

Photography

আমরা আপনার জন্য ভেন্যু হায়ার, ভেন্যু ডেকোরেশন, ক্যাটারিং সার্ভিস, স্টেজ ও গেট নির্মাণ, লাইটিং, ভিডিওগ্রাফি, বিডিটিশিয়ান, কেক, গাড়ি হায়ার, ঘরের সাজসজ্জা, লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট, ইনভাইটেশন কার্ড ও ফটোগ্রাফিসহ সব কিছুর ব্যবস্থা করে থাকি।

**Contact:**  
 Sayed J Miah (Jay): 07960 950 612  
 M. E Hossain: 07792 675 520

**BRANCHES:**

**Indian Ocean Chingford Ltd**      **Indian Ocean Romford Ltd**  
 020 8531 3835 • 020 8531 1115      01708 738 500 • 01708 739 129  
 Indian Ocean Chingford      Indian Ocean Romford



## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে 'বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকে'র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



শিহাবুজ্জামান কামাল, লন্ডন ৪ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে 'বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকে'র এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ মার্চ শনিবার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডের একটি কমিউনিটি হলে সংগঠনের উপদেষ্টা প্রবীণ সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নানের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মুশফিক ফজল আনসারী। বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আবৃত্তিকার মিছবাহ জামাল, কমিউনিটি নেতা মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, সাংবাদিক সৈয়দ জহুরুল হক, কবি ও সাংবাদিক শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক

আফসার উদ্দিন, হাজী কলা মিয়া, কবি শেখ মোঃ জাবেদ আলী, মোঃ জয়নুল আবেদিন প্রমুখ। সভায় বক্তারা বাংলা ভাষাকে

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সবাইকে একত্ববদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## শেরপুর ওয়েলফেয়ার এন্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের বিনামূল্যে চক্ষু শিবির

শেরপুর ওয়েলফেয়ার এন্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শেরপুর জেলায় স্থানীয় অধিবাসী লোকজনের জন্য দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১মার্চ বুধবার জেলার মাই সাহেবা জামে মসজিদ ঈদগাহ মাঠ চত্বরে ইউরোপের প্রধান উপদেষ্টা আশরাফ মাহমুদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল এম এ হাসনাত খানের প্রস্তাবনায় এবং ইউকে আই এম এবং গ্যাটের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষজ্ঞ চক্ষু ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৯০০ রোগীকে বিনামূল্যে

ব্যবস্থাপত্র ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। এছাড়া ১৩০জন রোগীকে অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয়। অপারেশনের জন্য বাছাইকৃত রোগীদের ডজন করে মোট দুই ভাগে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে অপারেশনের জন্য ময়মনসিংহ বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে প্রেরণ করা হবে। এ ছাড়া রোগীদের প্রয়োজনীয় লেন্সসহ সবধরনের ওষুধ ও চশমা বিনামূল্যে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাই সাহেবা জামে মসজিদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ অদু, জেলা বাস-কোচ মালিক সমিতির সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম স্বপন, প্রফেসর শফিউল আলম চাঁন, আনোয়ার হোসেন বিএস প্রমুখ। সংগঠনের দেশীয় কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও শেরপুর জেলা প্রবাসীদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য গঠিত জেলা অপারেশন কমিটির পক্ষে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আবদুল আউয়াল ও প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর এডভোকেট তৌহিদুর রহমান তৌহিদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## 'প্রবাসী কবির এক'শ আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা অনুষ্ঠিত



জালাল উদ্দিন রুমি'র কবিতায় উঠে এসেছে স্বদেশ ভাবনা, সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতির নানান দিক। তিনি অত্যন্ত সুনীপুনভাবে অংকন করেছেন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র, এটি তার মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসারই প্রতিফলন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী কবি জালাল উদ্দিন রুমি রচিত "প্রবাসী কবির এক'শ আধুনিক বাংলা কবিতা" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মূল আলোচক সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী এ কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন, কবিতা

সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।

গত ১মার্চ সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের রুমুন মিডিয়া সেন্টারে বন্ধুমহল আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের সেক্রেটারি আলিমুজ্জামান ও সাবেক ছাত্রনেতা আহবাব হোসেনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে গ্রন্থের উপর আলোচনায় অংশ নেন সাবেক ছাত্রনেতা ও সমালোচক ফয়জুল ইসলাম লস্কর, কবি এডভোকেট মুজিবুল হক মনি, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সাংবাদিক আ.স.ম মাসুম, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, কবি মেহের নিগার চৌধুরী, সাবেক ছাত্র নেতা গয়াছুর রহমান গয়াছ, মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, কবি সাংবাদিক জামাল খান, সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, সাংবাদিক আনসার আহমেদ উল্লাহ, সাবেক ছাত্রনেতা ঈকবাল হোসাইন, মহিলা নেত্রী হোসেনয়ারা মতিন।

গ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ করেন জোবায়ের আলম চৌধুরী, এনায়েত হোসেন চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, খালেদ আহমদ, মারুফ চৌধুরী, মামুন কবীর, মোবারক আলী, আব্দুল বাছির ও কবি নজরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বেতার বাংলার শিল্পী মোস্তফা কামাল মিলন, কবি মুজিবুল হক মনি ও আলিমুজ্জামান। অনুষ্ঠানটির আয়োজন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বৃটেনে বসবাসরত কবির বন্ধু আলিমুজ্জামান, আহবাব হোসেন, জোবায়ের আলম চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, খালেদ আহমদ, মারুফ চৌধুরী, এনায়েত চৌধুরী ও জামাল আহমদ খান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)  
Direct: 0207 702 7460

Open  
7 days  
a week  
10am-8pm

### TRAVEL SERVICES

- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

### CARGO SERVICES

- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি



বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং  
ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা  
করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell  
BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD  
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063  
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ  
বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার  
ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে  
আমরা সহযোগিতা করি।

STP is-04-cont

## S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERSION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE



No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY  
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE  
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL



Mob 07863 289758  
07985 262 696  
Email:  
s-m-building  
@hotmail.com

সুখবর

সুখবর

সুখবর

মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারণের সুবিধার্থে  
মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।  
Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে



বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

Charity No. 1125118

চেয়ারম্যান- মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া  
ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা, নয়া নব্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।  
(সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন

ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk  
170 Cannon Street, London E1 2LH M: 07949872154



মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

STP is-50-07



# জিবি নিউজ ২৪.কম এর ৪র্থ বর্ষপূর্তি উদযাপিত



অনলাইন নিউজ পোর্টাল জিবি নিউজ ২৪.কম-এর ৪র্থ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস পার্ক কমিউনিটি হলে ৪র্থ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বিলেতের স্বনামধন্য সাংবাদিক, সংবাদ পাঠক, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি এক মিলন মেলায় পরিণত হয়।

বিলেতের তরুণ সাংবাদিক বেতার বাংলার জনপ্রিয় উপস্থাপক জুবায়ের আহমদ ও ব্রিটিশ বাংলাদেশী ইয়াং টেলেন্টেড প্রজেন্টার নীরা

হোসেনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিবি নিউজ -এর নির্বাহী সম্পাদক লাবনী হোসাইন।

সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ এমপি সীমা মালহোত্রা, এমপি রোথ কটবারী, টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলার স্পিকার খালিস উদ্দিন আহমদ, হাসলো কাউন্সিলের মেয়র আজমের গ্রেওয়াল, কাউন্সিলার থিও ডেনিসন, সাবেক মেয়র পিটাম গ্রেওয়াল, চ্যানেল আই ইউরোপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী সোয়েব, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুবায়ের, সাপ্তাহিক দেশ-সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ও মীনা রহমান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আব্দুল কাইয়ুম, কবি আতাউর রহমান মিলাদ, কবি মোহাম্মদ ইকবাল, মীর আব্দুর রহমান, মানিকুর রহমান গনি, সাংবাদিক জামাল খান, আহাদ চৌধুরী, হোসনে আরা মতিন, কবি মুজিবুল হক মনি, হেনা বেগম, চিত্র নায়িকা সোনিয়া, এম এ বাসির, রুবী রহমান, মোদাব্বির হোসেন চুল্লু, মিজানুর রহমান, গয়াছুর রহমান গয়াছ, আব্দুস শহিদ, স্মৃতি আজাদ, পলি রহমান, ফাতেমা নাগিস, আবুল কালাম, বাংলাপোস্ট সম্পাদক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, সাংবাদিক সালেহ আহমদ, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, শওকত জায়গীরদার, আবুল লেইছ, মোহাম্মদ আলী, সাংবাদিক ও উপস্থাপক

মিসবাহ জামাল, একাউন্টেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, নাসির উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, বিশ্ববাংলা সম্পাদক শাহ বেলাল, হীরণ বেগ, লুবা চৌধুরী, কাউন্সিলার রাজিব চৌধুরী, খায়রুল আলম রব, মিজানুর রহমান, সৈয়দ ফখরুল আলম পাবেল, সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, আনসার আহমদ উল্লাহ, সাংবাদিক রেজাউল করিম মুধা, জাকির হোসেন কয়েস, তানজিলা ছুফি, রুবেল আলী, ইব্রাহিম আলি, আলি আকবর, সাবির মাহমুদ, তাজুল ইসলাম, পারভেজ খান, মুজিবুর রহমান সাজ্জব, মিসবাবুর রহমান, লিটন আহমেদ, খোকন আহমেদ, সাঈদ চৌধুরী, রাজা কাশেফ, আবু সামি, আদনান চৌধুরী আহাদ, আবুল কালাম, নজরুল

ইসলাম অকিব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে জিবি নিউজ ২৪.কম এর বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক রাকিব হোসেন রুহেল। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে কণ্ঠ শিল্পী সোহেল ইসলামের সঞ্চালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশ করেন বিলেতের স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী রুবাইয়াত জাহান, ইফফাতারা খানম, সোহেল চৌধুরী, ইকবাল বাহার, রাজা কাশেফ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্রে সাংবাদিক জাইম হোসেনকে জিবি নিউজের পেট্রিনদের পক্ষে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন জিবি নিউজের পেট্রিন এমপি সীমা মালহোত্রা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



## বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

**Instant Cash Service**

ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক  
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক  
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক  
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সম্বন্ধে ৭ দিনই খোলা  
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

**SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM**

**Barakah Whitechapel**  
131 Whitechapel Road  
London E1 1DT, 020 7247 2119  
(Opposite East London Masjid)

**Barakah Manor Park**  
425 High St North Manor Park  
London E12 6TL, 020 8552 6067  
(Opposite Baltur Rahman Masjid)

প্রতি মুহর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত  
তথ্য জানতে লগ্ন অন করুন  
[www.barakah.info](http://www.barakah.info)

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির  
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

**Taka Rate Line : 020 7247 0800**



## Olga Educational Training Project

Empowering the Communities

**Our Services**

- B1 English Test for Mini Cab Driver & Citizenship
- Life in the UK Test
- Food Hygiene Training
- First Aid Training
- Fire Awareness
- Web Design Training
- Study Support & Exam Preparation for KS1-KS4, AS, & A-level English, Maths & Science
- TQUK Level 3 & 4 Awards in Teaching (Level 3)
- TQUK Level 2 & 3 Awards Supporting Teaching & Learning (L2-L3)
- Customer Service NVQ (QCF) L1-L3
- Health & Social Care NVQ (QCF) L1-L3
- Team Leading NVQ (QCF) L1-L3

**18 Years delivering the best community & quality services!**

**Why Train with us**

- We are an accredited centre
- Teachers are experience Trinity College and City & Guild examiners
- Friendly and supportive environment
- Flexible training
- We run our courses when our customers want them-day, evening or weekend

**Aim High, believe in yourself and make a difference to our community!**

**Grangewood Business Centre**  
2nd Floor, Unit F, (Above Londos)  
271A Whitechapel Road  
London E1 1BY  
07991603594, 078000 901694,  
07988306211

**For further info please call:**  
**Dr Ashfak Bokth PhD (Sheffield Uni), MRSC**  
[www.oetp.co.uk](http://www.oetp.co.uk), [drbokth@oetp.co.uk](mailto:drbokth@oetp.co.uk)



## ব্রমলীতে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

সাউথ লন্ডনের ব্রমলী ভিলেজ এলাকায় ৩৫ সিট বিশিষ্ট একটি রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট ও রেইট বার্ষিক ১৯ হাজার পাউন্ড। রেস্টুরেন্টের সম্মুখে ও পেছনে পার্কিং সুবিধা আছে। ২০ বছর যাবত একই মালিকের অধীনে পরিচালিত স্টাবলিশড ব্যবসা। সপ্তাহে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার পাউন্ড ব্যবসা হয়। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07533 046 863 (Mr. Miah)

(WD: 09-12)

## সিলেট কালিঘাটে মার্কেট বিক্রি

সিলেট শহরের বাণিজ্যিক এলাকা কালিঘাটে তিনতলা বিশিষ্ট একটি মার্কেট বিক্রয় হবে। জায়গার পরিমাণ ৫.০৩ শতক। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07851 944 718 (Adnan Pavel)

(WD07-10)

## Verities cars for sale very cheap price.

Please contact

Contact: 07956 697 575 (Mr. Ali)

(WD: 06-09)

## ওয়েলিংটনে টেকওয়ে বিক্রি

লন্ডন থেকে ৮ মাইল দূরে কেন্টের ওয়েলিংটন এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে একটি টেকওয়ে বিক্রি হবে। রেন্ট ও রেইট বার্ষিক ১৭ হাজার পাউন্ড। ব্যবসা ভালো। শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07947 233 150 (Sofik Miah)

(WD:05-09)

## সুবিদ বাজার লন্ডনী রোডে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের সুবিদ বাজার লন্ডনী রোডে গেইটসহ দেয়াল ঘেরা ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। ভেতরে টিনশেডের ঘর আছে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07960 429 739/ 020 8548 8320

(WD07-10)

## সিলেট এয়ারপোর্ট রোডে প্লট বিক্রি

সিলেট এয়ারপোর্ট রোডের পাশে আহমদ হাউজিং-এর ১৬ ও ১৭ নম্বর প্লট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: মাওলানা শাহীন- ০৭৮২৫ ৭৭৬ ৩৭৭ (লন্ডন)

এম এ মোক্তাদির- ০০১-৪১৬৬ ৯৩২ ৮৭৬ (কানাডা)

(WD: 09-12)

## সিলেট শহরে ও গোলাপগঞ্জ জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের মজুমদারী এলাকায় বাংলাদেশ বিমান অফিসের সম্মুখে রাস্তার পাশেই নির্ভেজাল ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। তাছাড়া গোলাপগঞ্জের উপশহরে মেইন রাস্তার পাশে আরো ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: Bangladesh 0088 01711 363 250 (Foyso)

(WD: 09-12)

## মগবাজারে অভিজাত ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকা বড় মগবাজারে ভিকারুল্লাহ স্কুল এন্ড কলেজের সন্নিহিত অবস্থিত ১৭২০ স্কয়ার ফিট আয়তনের ইস্টার্ন হাউজিংয়ের একটি অভিজাত ফার্নিশড ফ্ল্যাট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে ৩ বেড রুম, ৩ বাথরুম, ১টি সার্ভেন্ট রুম, ফার্নিশড কিচেন, নিজস্ব পার্কিং এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ৩টি বারান্দা। প্রতিমাসে নিয়মিত ৩০ হাজার টাকা ভাড়া আসে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07919 485 316

(Mr. Sorkar)

(WD: 09-12)

## অসহায় শামসুলের পাশে দাঁড়ান

‘জুবিনাইল আথ্রাইটিস’ রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্ব্বিহ জীবন কাটাচ্ছে শামসুল ইসলাম। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ৫ লাখ টাকা। হৃদয়বান মানুষের প্রতি আবেদন। মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসুন। শামসুলের পাশে দাঁড়ান।

যোগাযোগ:

সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ, লন্ডন

Mob: 07940 782 876

সরাসরি সাহায্যের অর্থ পাঠাতে পারেন

Help for Shamsul

Account number: 5818001005657

Sonali Bank, Shahbazpur Branch

Moulvibazar, Bangladesh



## LANDLORDS WANTED

### FEATURES:

- 2-5 YEARS LEASING
- 0% COMMISSION
- GUARANTEED RENT
- NO MANAGEMENT FEES
- FREE VALUATION OF THE PROPERTY

FOR A HASSLE FREE PROPERTY  
MANAGEMENT GIVE US A CALL.

CONTACT PERSON: RUZMILA HAQUE, ASST.MANAGER

## CITISIDE PROPERTIES

220-222 BOW COMMON LANE, E3 4HH

PH: 07539 519 039, OFFICE: 02089814833 / 0203719948

EMAIL: ruz.mila22@gmail.com,

info@citisideproperties.co.uk

(st: 05 --)

## প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম:

**আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি**

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, অর্থ্রাইটিস, স্ট্রোরোগ, ব্লাড-প্রেশার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরনের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।



Dr. Mizanur Rahman

MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD

### Secretary

British Bangladesh Traditional  
Dr. Association in The UK



Dr. Ahmed Hossain

MA, D.Hom(England)

### Chairman

British Bangladesh Traditional  
Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road  
(2nd Floor, Room G)  
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424

Mob : 07723 706 996

Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।



## হেস্টিংস বেঙ্গলী ফোরামের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত



মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইস্ট সাসেক্সের হেস্টিংস বেঙ্গলী ফোরামের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার হেস্টিংয়ের স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মুকিতের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিবলু সাদিকের পরিচালনায়

অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবর্ন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর হারুন মিয়া ও কাউন্সিলর আবুল কালাম আজাদ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক কাউন্সিলর আলী হায়দার, নাট্যকার নুরুল আমিন, ইলিয়াস হোসেন, আকমল আলী, আনহার মিয়া, আবু আহমদ খসরু, আবুল কাশেম, রোমেল আহমদ, মোস্তাক আহমদ খান, জাকির

হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বক্তারা বলেন, ভাষা শহীদের এ অবদান বাঙালি জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। শেষে শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## বাংলাদেশী মুসলীমস ইউকের প্রতিবাদ সভা সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় ঈদগাহের পাশ থেকে অবিলম্বে মূর্তি সরিয়ে নেয়ার দাবী

সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের পাশ থেকে 'গ্রিক দেবীর মূর্তি' স্থাপনের প্রতিবাদ ও অপসারণের দাবী জানিয়েছে বাংলাদেশী মুসলীমস ইউকের নেতৃবৃন্দ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশী মুসলীমস ইউকে লন্ডন ইসলামী স্কুল সেন্টারে এক সভায় এ দাবী জানানো হয়।

বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকের সভাপতি শায়খ মাওদুদ হাসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশী মুসলীমস ইউকের মাজলিসে কিয়াদাতের সদস্য শায়খ তুহর উদ্দিন, শায়খ

হাফিজ শামছুল হক, শায়খ হাফিজ শফিকুর রাহমান, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালাহ, মাওলানা মুমিনুল ইসলাম ফারুকী, মাওলানা সাদিকুর রাহমান, মজলিসে আমেলার সদস্য মাওলানা আব্দুল মুনিম চৌধুরী ও মাওলানা হাফিজ হুসাইন আহমাদ। সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান, সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসেবে গ্রিক দেবীর মূর্তি স্থাপন করে এ দেশের জনগণের ঈমানে আঘাত করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে মূর্তি স্থাপন সংবিধানের ১২ ও ২৩ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ১৯৪৮ সালে এই কোর্টে স্থাপিত হয় ন্যায় বিচারের প্রতীক 'দাঁড়িপাল্লা'। তারপর

থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি। হঠাৎ করে দাঁড়িপাল্লার জায়গায় গ্রিক দেবীর মূর্তি স্থাপন কেন?

বক্তারা বলেন, মূর্তি স্থাপনের আগেই সরকারের ভাবা উচিত ছিল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পাশেই রয়েছে জাতীয় ঈদগাহ ময়দান। যেখানে রাষ্ট্রপতিসহ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ একই জামাতে ঈদের নামাজ আদায় করেন। ঈদগাহ থেকেই চোখে পড়বে গ্রিক দেবীর মূর্তি, যা একত্ববাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বক্তারা বলেন, অবিলম্বে এই তথাকথিত গ্রীক দেবীর মূর্তি অপসারণ করুন। অন্যথায় বাংলার আপামর মুসলমান জেগে উঠবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## পূর্ব মুড়িয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'র কার্যকরি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত



পূর্ব মুড়িয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'র কার্যকরি কমিটির প্রথম সভা গত ৬

মার্চ সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি মিছবাহ উদ্দিনের

সভাপতিত্বে এবং সাদিক রহমান ও মুছলেহ উদ্দিন নানজুর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ সাহিদ আহমেদ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আসন্ন রমজান মাসে এলাকার অসহায় মানুষের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া সদ্য প্রয়াত এলাকার মানিক মিয়র মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম আবদুল মালিক মহসিন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

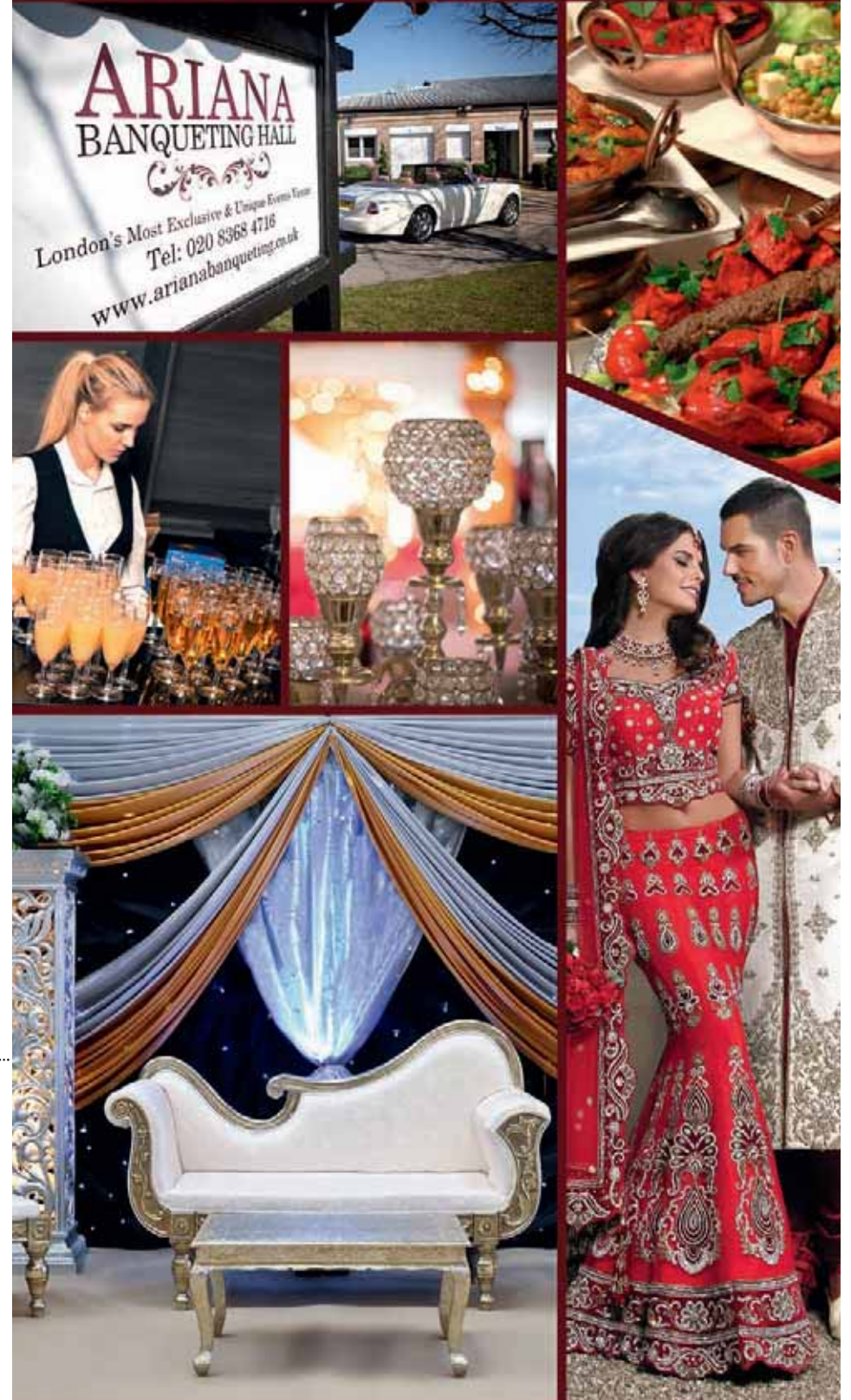
# ARIANA BANQUETING HALL



Full Wedding Packages To Suit All Budgets

GETTING MARRIED? CONGRATULATIONS!

LONDON'S MOST EXCLUSIVE & UNIQUE EVENTS VENUE



Licensed for Civil Ceremonies • On-site parking for over 350 cars  
Seating for 800 guests • Private Garden • Full Disabled Access • Bar Area  
Full Segregation Available • Kitchen • Air Conditioned • Bride's Room

North London Business Park, Oakleigh Road South/Brunswick Park Road, London N11 1GN

Contact us for more information

Milon 07545 881 924 | Thufayal 07956 237 128

020 8368 4716 | info@arianabanqueting.co.uk

www.arianabanqueting.co.uk



# ঢাকা দক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত



ঢাকা দক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটির এক যৌথ সভা গত ৩০ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের ক্যাফেথ্রীল রেস্তুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি নাসিম আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস জুনেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআনে থেকে তেলাওয়াত করেন ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আহমদ।

সভায় সংগঠনের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন এবং যুক্তরাজ্যস্থ ঢাকা দক্ষিণ এলাকাবাসীকে নিয়ে একটি সুধী সমাবেশ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আগামী ১৯ মার্চ পূর্ব

লন্ডনের 'ইন্ট্রেশন ইভেন্ট' হলে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় সংগঠনের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব কমর উদ্দিন মাস্টার, শামীম আহমদ, আফজাল হোসেন চৌধুরী, নূর উদ্দিন ও মামুনুর রশীদ খান।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি দেওয়ান নজরুল ইসলাম ও মাসুদ আহমদ জুয়েল, সহ-সম্পাদক শামীম আহমদ ও এতোয়ার হোসেন মুজিব, কোষাধ্যক্ষ সেলিম আহমদ, সহ-কোষাধ্যক্ষ মুকিতুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি রিয়াজ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক কাওসার আহমদ জগল, ধর্ম ও শিক্ষা

সম্পাদক ফরিদ আহমদ, নির্বাহী সদস্য মোঃ তাজুল ইসলাম, আশরাফ হোসেন শফি, হেলাল আহমদ, সাদেক আহমদ, রায়হান উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, জুবায়ের সিদ্দিকী প্রমুখ।

সম্প্রতি ঢাকা দক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় গোলাপগঞ্জ উপজেলায় একটি টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জমি ক্রয় করে প্রয়োজনীয় কাগজাদি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় সকল দাতা সদস্যকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া বারকোট মাদ্রাসায় ৬০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদানসহ ঢাকা দক্ষিণ ক্রিকেট

লীগের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করার জন্য ইসি কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

এছাড়াও ঢাকা দক্ষিণ এলাকার উন্নয়ন ও সংগঠনের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ঢাকা দক্ষিণ এলাকার সকল প্রবাসীকে সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

সংগঠনের সদস্য হতে ইচ্ছুকদের সংগঠনের মেম্বার বিষয়ক সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন (০৭৯৬১ ৫৩৭ ৭৮৯), সভাপতি নাসিম আহমদ (০৭৯৫৬ ১৩২ ৬৩৬) ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস জুনেদ (০৭৯০৪ ৪৭২ ০২৯)-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# সাংবাদিক শেখ মহিতুর রহমান বাবলুর পিতৃবিয়োগ

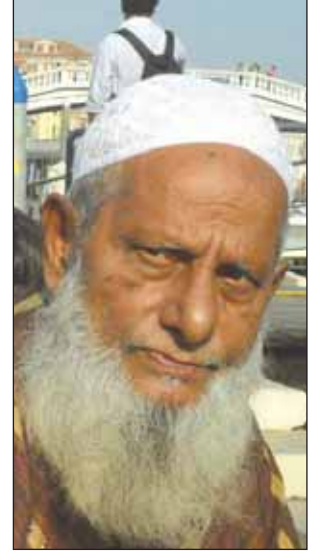
বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাক্তার শেখ নাসরুল রহমান আর নেই। গত ৫ মার্চ রোববার বাংলাদেশ সময় ১টা ৫ মিনিটে খুলনার সোনাডাঙ্গাস্থ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্সালিগ্নাহি অইন্সাইলাহি রজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর।

ডা. শেখ নাসরুল রহমান লেখক ও সাংবাদিক শেখ মহিতুর রহমান বাবলু ও ভেনিস বাংলা স্কুলের উপদেষ্টা সাংবাদিক পলাশ রহমানের বাবা।

কর্মজীবনে ডা. শেখ নাসরুল রহমান খুলনায় সরকারী ডাক্তার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং সাদা-মাটা জীবনযাপন করতেন। তিনি স্ত্রী সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তার মৃতদেহ খুলনার বসুপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ডা. নাসরুল রহমানের মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ প্রবাসীরা গভীর শোক এবং সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। মরহমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



করে পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া কামনা করা হয়েছে হয়েছে।

## সাংগাহিক দেশ পরিবারের শোক

এদিকে সাংগাহিক দেশ-এর ফিচার লেখক সাংবাদিক শেখ মহিতুর রহমান বাবলুর পিতৃবিয়োগে দেশ পরিবারের পক্ষে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সম্পাদক তাইসির মাহমুদ। এক শোকবার্তায় তিনি মরহমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



**প্রবাসী পল্লী গ্রুপ**  
Probashi Palli Group  
প্রবাসী ও স্বদেশীদের জন্যে

## আমাদের প্রতিশ্রুতি

### আমরা যেখানে

**প্রবাসী পল্লী আবাসন প্রকল্পের প্রাক্করিত হাফকদের রেজিস্ট্রেশন চাম্পলু**

প্রবাসী পল্লী আবাসন প্রকল্পের সম্মানিত প্রুট গ্রহীতাদের আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের কাজিত প্রুটগুলো হস্তান্তরের শেষ পর্যায়ে। আমরা আমাদের ৯৮% গ্রাহককে তাদের প্রুটের রেজিস্ট্রেশন বুঝিয়ে দিয়েছি। **প্রুটের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তদের তালিকা:**

১. সৈয়দ এ.কে.এম রফিক (ফা- ৩০১৭), ২. নাজমা বেগম (ফা- ১০৭৪), ৩. জাকির হোসেন (ফা- ১০৭২), ৪. মো: শাহরুদ্দিন (ফা- ৩০০৬), ৫. মো: ওসমান গাজী (ফা- ১০৭৯), ৬. হাবিবুর রহমান (ফা- ৩০০৯), ৭. রাজিয়া হোসাইন সুলতানা (ফা- ১৮৫৫), ৮. মিসেস পারভীন হক (ফা- ১০২৮, ১০৭৭), ৯. সৈয়দ মো: ওমর-উল-হক (ফা- ১০২৯), ১০. মাকসুদ আহমেদ (ফা- ১০৩০), ১১. বিদ্যাভূষণ দেবনাথ (ফা- ৩০১৮), ১২. মো: ইকবাল মিয়া তালুকদার (ফা- ৩০৫২), ১৩. মো: রুহুল আমিন (ফা- ৩০১০), ১৪. মিসেস ইসরাত জাহান উদ্দিন (ফা- ৩০০৫), ১৫. লিটন রায়হান (ফা- ৫০০৩), ১৬. পরিমল চন্দ্র দাস (ফা- ১৮৬/২৬০৯০৮), ১৭. মো: আব্দুল গনি (ফা- ১৫৪/২৩০৬০৮), ১৮. নুরুল আলী (ফা- ১৫১/২৯০৫০৮), ১৯. সুলতান মিয়া (ফা- ১৭১/২২০৭০৮), ২০. মো: হুশীদ আনোয়ার (ফা- ১০৩৫), ২১. সাকিনার আলী খাদেম (ফা- ৩০০৮), ২২. মিসেস মমতাজ খান সিদ্দিকী (ফা- ৮৩), ২৩. আমজাদ হোসেন (ফা- ১৮৭), ২৪. সৈয়দ মাসুদ মিয়া ও সৈয়দা জোসনা বেগম (ফা- ১০৯৫), ২৫. মো: মোজাম্মেল হোসাইন (ফা- ১০৮২), ২৬. মো: আতাউর রহমান (ফা- ১০৮৭), ২৭. তপন কুমার সরকার (ফা- ৩০১২), ২৮. সিরাজুল ইসলাম (ফা- ৩০৩১), ২৯. ডা: আসমা ইয়াসমিন (ফা- ৩০২৯), ৩০. আব্দুল কাদির (ফা- ১০৫৯), ৩১. মো: সেলিম মিয়া (ফা- ১০৬০), ৩২. মো: কামাল উদ্দিন (ফা- ৩০৬০), ৩৩. নরুল ইসলাম (ফা- ৩০২৬), ৩৪. আলহাজ্ব মো: মোয়াজ্জিদ রহমান (ফা- ১০৯৬), ৩৫. মো: শাহাদাত (ফা- ৩০১/৪০০২০৯), ৩৬. দারা মিয়া (ফা- ১০৯৮), ৩৭. মো: সফিক মিয়া (ফা- ১০৫৮), ৩৮. আবুল হোসেন (ফা- ৩০৫৪), ৩৯. মো: প্রদীপ খান (ফা- ১৮৪/২৯০৯০৮), ৪০. আহিদুর রহমান (ফা- ১৯৬/১৯১১০), ৪১. আফজাল হোসেন (ফা- ৩০৩৯), ৪২. সামসুন নাহার আলিয়া (ফা- ৩০৮২), ৪৩. মো: সাদরুল ইসলাম ও মো: মাইনুল ইসলাম (ফা- ১০৯৯), ৪৪. মিসেস মিনা খাতুন (১০৮৯), ৪৫. আফজালন নেছা রহমান এবং আরো (ফা- ৩০৫২), ৪৬. নাহারিন খান (ফা- ১৮৫/২৯০৯০৮), ৪৭. মাহমুদ রাজ্জাক খান (১৮২/২৯০৯০৮), ৪৮. হুমায়ন কবির (ফা- ৩০২০), ৪৯. নাজমা বেগম (ফা- ৩০০৪), ৫০. আব্দুল মান্নান (ফা- ১০৯৭), ৫১. নূর আহমদ (ফা- ৩০৪৬), ৫২. আলহাজ্ব মো: মোয়াজ্জিদ রহমান (ফা- ১০৭০), ৫৩. মো: আল-আমিন (ফা- ৩০৩৩), ৫৪. ফারহানা পারভীন (ফা- ১০৭১), ৫৫. সৈয়দ এ.কে.এম রফিক (ফা- ৩০২২), ৫৬. আজম শারমিন (ফা- ৩০০৭), ৫৭. সামছুল আলম (ফা- ৩০৫৩, ৩০৩৫), ৫৮. মিসেস জারোদা বিবি (ফা- ৪৬৫/২১০৩০৯), ৫৯. সাহেদা বিবি (ফা- ৪৬২/০৫০৩০৯), ৬০. মো: মুখলেছ মিয়া (ফা- ১৭৭/২৬০৮০৮), ৬১. আকিম মোহাম্মদ (ফা- ৩০৫৭), ৬২. মাহমুদুল হাসান (ফা- ৪৮৬/০১১২০১০), ৬৩. মিসেস মমতাজ খান (ফা- ৩০০১), ৬৪. আবতাজ সিদ্দিকী (ফা- ১৮৮), ৬৫. আরিফুর রহমান খাদেম ও শামসাদ চৌধুরী খাদেম (ফা- ৩০১১), ৬৬. মো: রুস্তম আলী (ফা- ৩০৪১), ৬৭. এস এম মোহাম্মদুল হাসান (ফা- ৩০৩৬), ৬৮. মো শাহরুদ্দিন (ফা- ৩০০৬), ৬৯. মো: আলী মহসিন রেজা (ফা- ১০৮৮), ৭০. মো: ফজরুল ইসলাম (ফা- ৩০২৫), ৭১. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (ফা- ৪৬০/২৩০২০৯), ৭২. মো: সইদ উল্লাহ ভূইয়া (ফা- ২০১৭), ৭৩. মো: আনিসুর রহমান (ফা- ১৯৫/১৪১১০৮৫), ৭৪. আলী আহমেদ (ফা- ১৭৫/১০০৭০৮), ৭৫. মো: আবু মুসা প্রধান (ফা- ২০৩০), ৭৬. আবুল কালাম (ফা- ৪৫৯/১৮১০০৮), ৭৭. সৈয়দ মো: আনহার আলী (৪৫৮/১৯০৮০৮), ৭৮. মো: শামীম আহমদ (১৮৭/১৭০৯০৮), ৭৯. মাসুদ মিয়া (ফা- ৪৬৩/২৭০৯০৮), ৮০. আজিজুর রহমান (ফা- ১০৮৩), ৮১. আলমগীর হোসেন (ফা- ৩০২৮), ৮২. মো: নাজিম মিয়া (ফা- ১০৩১), ৮৩. হেলা খানম (ফা- ১০৭৫), ৮৪. কামরুজ্জামান খান (ফা- ১০৮৬), ৮৫. মো: ফয়সাল হোসাইন (ফা- ৩০৪২), ৮৬. সোলাইমান সিদ্দিকী (ফা- ৫০০৪), ৮৭. আবুল কালাম আজাদ (ফা- ১৫২/০২০৬০৮), ৮৮. ছফিনা খাতুন (ফা- ৪৯৫/২০০২১০), ৮৯. মো: সাইদুর রহমান (৪৭৩/১৬০৪০৯), ৯০. মো: লায়লু নেহার (ফা- ৪৯৫/৩০০৪০৯), ৯১. মো: মুনিকুল ইসলাম (ফা- ৩০৪৫), ৯২. রোকিয়া বেগম (ফা- ৫০১২), ৯৩. সেলিম উদ্দিন (ফা- ৩০৪৮), ৯৪. মো: রেজাউল হক (ফা- ৫০০৯), ৯৫. সিকদার মো: শওকত আলী (ফা- ৩০৮/১৬০৫০৮), ৯৬. মো: গালিব খান (৩০১/৪০০২০৯), ৯৭. খোরশেদ আলী (৩০৩২), ৯৮. নাইমা হক (৫০০৭), ৯৯. তাসলিমা হোসেন (ফা- ৫০০৬), ১০০. পাপিয়া বেগম (ফা- ১০৬২), ১০১. আনোয়ার হোসেন মানিক (৫০০৮), ১০২. মনজুর আলম (ফা- ৫০০১), ১০৩. সামসুদ্দোহা চৌধুরী (ফা- ৫০০৫), ১০৪. ফাতেমা সাইদ মহসীন (ফা- ১০৮০), ১০৫. সুফিয়া বেগম (ফা- ৩০৫০), ১০৬. খোকন চৌধুরী (ফা- ৫০১৯), ১০৭. আবু সাহেদ (ফা- ৫০৬০), ১০৮. মো: আব্দুল গনি (ফা- ১০৫৬), ১০৯. মো: মোশারফ আলী (ফা- ৩০১৯), ১১০. মো: শাহনুর রহমান (ফা- ১০৪১), ১১১. সালেহা নাদিয়া সালাম (ফা- ৩০০৯), ১১২. কমলা রানী আলী (ফা- ১০৮৮), ১১৩. জোবায়ের আহমেদ, হোসেন আলী (ফা- ৫০৫৮), ১১৪. আদিক ইবনে আলম, ১১৫. মিজা গোলাম কিবরিয়া, ১১৬. নিখাত হাই, ১১৭. শাইলা শারমিন, ১১৮. আব্দুল হানিম (ফা- ১৭৭), ১১৯. মিস. মিনা খাতুন (১০৮৯), ১২০. রাজিয়া হোসেন সুলতানা (১৮৬), ১২১. আবু ফজল জুবায়ের আহমেদ (৩০১/৪০০২০৯), ১২২. মোহাম্মদ আর সেলিম (১৭৪/১৪০৮০৮), ১২৩. মো: কামরুল হাসান (২০৪৬), ১২৪. বিদ্যা ভূষণ দেবনাথ (১০৬৫), ১২৫. কাজী আব্দুল মান্নান (১০৭৮), ১২৬. নূরুল ফাতিমা।

**প্রবাসী পল্লী আবাসনে প্রুট ক্রয় করে প্রায় ৩০০% লাভবান হয়েছেন যারা .....**

১. মো: আব্দুল গনি (ফা- ১৫৪/২৩০৬০৮), ২. বদরুল ইসলাম (ফা- ১৫৫/১১০৬০৮), ৩. হাজেরা হোসাইন (ফা- ১৬০/১৩০৬০৮), ৪. মিসেস হাবিবা আলী (ফা- ১৬১/১০০৬০৮), ৫. খালেদা আহমেদ (ফা- ১৬২/১২০৬০৮), ৬. সাদেম আহমেদ জামিল (ফা- ১৬৩/১৪০৬০৮), ৭. দিলদার মিয়া (ফা- ১৬৪/১৪০৭০৮), ৮. মো: আব্দুর রহিম (ফা- ১৬৬/১৪০৭০৮), ৯. আফিকুল ইসলাম (ফা- ১৬৮/১৪০৬০৮), ১০. মি: আকির আহমেদ (ফা- ১৬৯/১৫০৭০৮), ১১. মো: সোহেল মুরাদ (ফা- ১৭২/১২০৬০৮), ১২. হারোয়ার হোসেন (ফা- ১৭৩/১৪০৭০৮), ১৩. আনোয়ারা বিবি (ফা- ৪৭১/১৮০১০৯), ১৪. ফয়সাল আহমেদ (ফা- ১০০৬), ১৫. মি: আতাউর রহমান (ফা- ১০৬৬), ১৬. মিসেস হাজেরা মুক্তাদির ও মিসেস রহিমা বেগম (ফা- ১০৭৩), ১৭. মিসেস হাজেরা বেগম, ১৮. মি: আব্দুল করিম (ফা- ১০৯২), ১৯. মি: আব্দুল করিম (ফা- ১০৯৩), ২০. হুমায়ন কবির (ফা- ৩০২১), ২১. মি: সাদেম একেএম রফিক (ফা- ৩০২৩), ২২. মি: নূরুল ইসলাম (ফা- ৩০২৬), ২৩. জাহাঙ্গীর আলম (ফা- ৩০৪৪), ২৪. মি: নূর আহমেদ (ফা- ৩০৫১), ২৫. আব্দুল মালেক, ২৬. আব্দুস সালাম, ২৭. মো: মোজাহির আলী (৩০৮১), ২৮. জনাব আলী (১৫৩/০৬০৬০৮), ২৯. মো: আমির উদ্দিন (০১৯১), ৩০. মো: মাসুদ বাবর (আলী (০১৯২), ৩১. মি: সাদেম মিয়া (১০৩৯), ৩২. সোহেলুর রহমান (ফা- ১০৬৮), ৩৩. ফয়জুল হোসেন ফয়েজ (ফা- ১০৮৪), ৩৪. মো: কামরুল আলম (ফা- ১০৯১), ৩৫. মমতাজ বেগম (ফা- ১০৯৪), ৩৬. মিসেস সুফিয়া বেগম (ফা- ৩০৪৯), ৩৭. আনোয়ার হোসেন মানিক (ফা- ৫০০৮), ৩৮. লাবিব আহমেদ, ৩৯. মো: এমলাদুল হক।

**যাদের রেজিস্ট্রেশন ফি এখনো দেওয়া হয়নি, তারা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন।**

**UK Office**  
96A Mile End Road, London, E1 4UN, UK. Tel: +44-207-7911110, 207-4890980, Fax: 0207 702 5779  
Web: www.probashipalligroup.com E-mail: info@pashchimdhanmondiposhohor.com



**প্রবাসী পল্লী গ্রুপ**  
Probashi Palli Group  
প্রবাসী ও স্বদেশীদের জন্যে

এই অপ্রত্যাহায় আমাদের পাশে থাকার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ



## যুক্তরাজ্য জিয়া সংসদের উদ্যোগে বিএনপি নেতা আজিজুর রহমান আজিজ সংবর্ধিত



৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা, সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আজিজুর রহমান আজিজের যুক্তরাজ্য আগমন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য জিয়া সংসদ এর উদ্যোগে এক সংবর্ধণা সভার আয়োজন করা হয়।

৩ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন হোয়াইটচ্যাপেল রোডের কার্যালয়ে যুক্তরাজ্য জিয়া সংসদ এর সভাপতি আমিনুর রহমান আকরামের সভাপতিত্বে ও নুরুল আমিন আকরামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায়

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালেক। তিনি বলেন- শত নিপীড়ন নির্যাতন সহ্য করে শহীদ জিয়ার সৈনিকরা জাতীয়তাবাদী আদর্শের পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান অবৈধ সরকার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় দিশেহারা হয়ে মিথ্যা মামলায় তাকে সাজা দিয়ে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চায়, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ খালেদা জিয়াকে ছাড়া কোন নির্বাচন হতে দিবে না। আন্দোলনকে বেগবান করতে সকল

জিয়ার সৈনিকদের দেশে-বিদেশে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সাধারণ আবেদ রাজা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আব্দুল কাইয়ুম, মাওলানা সামিম আহমেদ, ময়নুল আলম, মালেক মিয়া, এমদাদুর রহমান, রায়হান আহমেদ, কয়েছ আহমেদ, সুমন মিয়া, রেজাউল করিম, কামাল আহমেদ, সজ্জাদুর রহমান সামিম, শাহীন আহমেদ, মুহিত মিয়া প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার শুরার অধিবেশন ১১ মার্চ শনিবার

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার মজলিসে শুরার অধিবেশন আগামী ১১ মার্চ শনিবার রাত ৮টায় প্রাস্টো জামেয়া ইসলামিয়া মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। শুরার অধিবেশনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শাখার ও শহর থেকে মজলিসে শুরার সদস্য বৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। কর্মসূচির মধ্য রয়েছে কুরআন

তোলাওয়াত, দারসে হাদীস, শাখা সমূহের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, যুক্তরাজ্য শাখার রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ, যুক্তরাজ্য শাখা পুনর্গঠন, নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলদের শপথ, বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ, হেদায়েতী বক্তব্য, সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও

মোনাযাত। উক্ত অধিবেশনে সকল শুরার সদস্যদেরকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক শায়েখ মাওলানা ফয়েজ আহমদ আহ্বান জানিয়েছেন। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের মূর্তি অপসারণের দাবিতে খেলাফত মজলিসের সভা



সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গ্রীক দেবীর মূর্তি স্থাপনের প্রতিবাদে ও অবিলম্বে মূর্তি অপসারণের দাবিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগরীর উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ মার্চ রোববার যুক্তরাজ্যস্থ কার্যালয় খিদমাহ একাডেমিতে শাখার সভাপতি

মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আনাতর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ

সম্পাদক শায়েখ মাওলানা ফয়েজ আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজিম উদ্দিন, বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ফজলুল হক কামালী, লন্ডন মহানগরীর সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা ফয়েজ আহমদ বলেন, মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে গ্রীক দেবীর মূর্তি স্থাপন করে দেশের কোটি কোটি ইসলাম প্রিয় তাওহীদী জনতার হৃদয়ে আঘাত করা হয়েছে। তিনি বলেন অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গ্রীক দেবীর মূর্তি অপসারণ করতে হবে। অন্যথায় তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রীক দেবীর মূর্তি অপসারণ করতে সরকারকে বাধ্য করা হবে। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# ARIANA GARDENS



Full Wedding Packages To Suit All Budgets

GETTING MARRIED? CONGRATULATIONS!

ESSEX'S MOST ENCHANTING & MAGICAL WEDDING VENUE



Exclusive Whole Day Venue • On-site Parking for over 300 Cars  
Seating for 600 Guests • Full Disabled Access • Bar Area  
Air Conditioned • Beautiful Private Landscape Gardens  
Licensed for Civil Ceremonies • Bride's Room  
Full Segregation Available

Ivy Barn Lane, Margaretting, Chelmsford, Essex CM4 0EW

Contact us for more information

Milon 07545 881 924 | Thufayel 07956 237 128

01277 356 108 | info@arianabanqueting.co.uk

www.arianagardens.com



## কুলাউড়া সমিতি ইউকে'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত

মোস্তফা মালিক সভাপতি, আবুল লেইছ সেক্রেটারি, সামসুল চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ



আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী কুলাউড়া সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ৫ মার্চ রোববার সিটি অব লন্ডনের ফিলপট লেনের সিটি ইন্ডিয়ান ডাইনিং লিঃ রেস্টুরেন্টে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায়ী সভাপতি সাদেক আহমদ শামুর সভাপতিত্বে এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক এমাদুল মান্নান চৌধুরী তাহরামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ। এরপর বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি শাহানুর খান।

তিনি উপস্থিত সদস্যদের কাছে নতুন কার্যকরী কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে না সিলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচিত করলে চান জানতে চাইলে সবাই সিলেকশনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ

করেন। স্বপ্রনোদিত হয়ে কেউ সভাপতি বা সম্পাদক হিসাবে নাম না বলায় মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সভাপতি হিসেবে মোস্তফা আব্দুল মালিকের নাম প্রস্তাব করেন। এ সময় উপস্থিত সবাই তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন।

সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আবুল লেইছ মুন্সির নাম প্রস্তাব করেন জসিম উদ্দিন চৌধুরী, এমাদুল মান্নান চৌধুর তাহরাম ও রুহুল আনোয়ার চৌধুরী। তাতেও সবাই সম্মতি প্রকাশ করেন।

অন্যান্য পদগুলোতেও একইভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সহ-সভাপতি হিসাবে এমাদুল মান্নান চৌধুরী তাহরাম, রুহুল আনোয়ার চৌধুরী ও আব্দুল হান্নান নির্বাচিত হন। সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহীন আহমদ, আজহার হোসেন কাজল, সাংগঠনিক সম্পাদক জহির উদ্দিন চৌধুরী দিদার,

কোষাধ্যক্ষ সামসুল আলম চৌধুরী টিপু, মহিলা সম্পাদিকা রেজিনা বেগম, অফিস সম্পাদক মুহিন আলম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সালমা আজহার নির্বাচিত হন।

সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন সিতাব চৌধুরী, শাহানুর খান, আব্দুল আজিজ, সাদেক আহমদ (সামু), আব্দুল বাছিত চৌধুরী, জাহিদ চৌধুরী, আব্দুল মুনিম, জসীম উদ্দিন চৌধুরী, মহিউদ্দিন চৌধুরী সিপার, সৈয়দ আশরাফুর রহমান, আব্দুস শহীদ নজমুল, নাজনীন সুলতানা শিখা, জাহানারা বেগম শেলী, কেফায়েত হোসেন, মানিক দে, মোজাহিদ আলী চৌধুরী, আব্দুল হান্নান নানু, মুহিবুর রহমান সুফিয়ান, রুহুল আমীন, মারুফ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## ওল্ডহ্যাম ইকুৱা ইন্সটিটিউটের বর্ষ সমাপনি ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠিত



শ্রেটার ম্যানচেস্টারের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওল্ডহ্যাম ইকুৱা ইন্সটিটিউটের ইয়ার এন্ডিং সিরেমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার স্কুল ক্যাম্পাসে দিনব্যাপি এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত, বিভিন্ন প্রদর্শনী, স্বরচিত কবিতা, নাশিদ, নাটিকা উপস্থাপন করেন। এ সময় বিপুল সংখ্যক অভিভাবক তাদের সন্তানদের পারফরমেন্স দেখার সুযোগ পান। সকাল সাড়ে দশটায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষে বছরজুড়ে একাডেমিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে সাফল্যের স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ডেপুটি হেড প্রফেসর হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইকুৱা ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউর রহমান, শিক্ষক মাওলানা নুমান আহমেদ, শরীফ হোসাইন এবং কবির হোসাইন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাবিবুর রহমান বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা যুগে যুগে ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমান সময়েও যতেষ্ট অবদার রয়েছে মুসলিম মনিষিদের। বৃটেনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকলকে ভালো মুসলিম হওয়ার পাশাপাশি একজন সত্যিকারের খাচি সিটিজেন হওয়া প্রয়োজন। তাতে নিজের উন্নতির পাশাপাশি কমিউনিটির

উন্নয়নেও ভূমিকা রাখা সম্ভব। তিনি ইকুৱা ইন্সটিটিউটের সামগ্রিক উন্নতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠান কমিউনিটিতে মেধাবী ও ভালো মানুষ তৈরীতে কাজ করে যাবে।

অনুষ্ঠানে আলিমি, হাফিজি কোর্সে সেরা ছাত্র-ছাত্রী, বেস্ট স্টুডেন্ট অব দ্যা ইয়ারসহ সকল শিক্ষার্থীর হাতে ইয়ার এন্ডিং সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, মাত্র দু'বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ওল্ডহ্যাম ইকুৱা ইন্সটিটিউটে বর্তমানে কয়েক শত শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়ন করছেন। কম সময়ে প্রতিষ্ঠানটির এমন সাফল্যে অভিভাবকেরা উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সভা



দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক বর্ধিত সভা গত ৬ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি রেজাউল কবির জায়গীরদার রাজার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দিলাওর হোসেইনের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আব্দুস শহীদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা মুমিন খান, জামাল হোসেইন চৌধুরী, রুপা মিয়া, আব্দুল বাহার সোহেল, ফজলুল করিম, সাজ্জাদ মিয়া, ইকবাল হোসেইন, আমিরুল হক, আব্দুস সালাম, আব্দুল আজিজ, সাবেক মেয়র মতিনুজ্জামান ও ড. রোয়াব উদ্দীন। সভায় বক্তারা বিগত দিনের সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় আগামী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও নতুন কার্যকরী কমিটির নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন।

বৃটেনের

যেখানে বাংলাদেশী

সেখানেই আমরা



### Al Khidmah Tours

## HAJJ PACKAGE 2017

4\* NON-SHIFTING PACKAGE

DEPARTURE: 22 AUG 2017 | RETURN 09 SEP 2017

**AIRLINE: EMIRATES**

MAKKAH: 4\* ROYAL MAJESTIC HOTEL  
MADINAH: 4\* SAJJA AL MADINAH HOTEL

FROM  
**£4850**

## HAJJ PACKAGE 2017

5\* SHIFTING PACKAGE

DEPARTURE: 25 AUG 2017 | RETURN 17 SEP 2017

**AIRLINE: SAUDI**

MAKKAH: SWISSOTEL MAKKAH  
MADINAH: AL ANWAR MOVINPICK

FROM  
**£4750**

**CALL US NOW 0207 377 5252**

0782 577 6377 - 0798 370 2832 - 0773 774 9507 - 0750 600 2053

alkhidmahtours1@gmail.com

65 New Road, London E1 1HH



# প্রবাসে বাংলা ভাষা চর্চায় টিভি ওয়ান এর বিশেষ আয়োজন 'বাংলায় কথা বলি'



লন্ডন, ১০ মার্চ : বিলেত ও ইউরোপের প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলা ভাষার নিয়মিত চর্চায় উৎসাহিত করতে এবং নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে টিভি ওয়ানের সাপ্তাহিক লাইভ অনুষ্ঠান 'বাংলায় কথা বলি'। অনুষ্ঠানটির ২৫তম পর্ব অনুষ্ঠিত হলো গত ২৫ ফেব্রুয়ারি। এতে অতিথি ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা। তিনি প্রবাসে বাংলা ভাষার প্রসারে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা তথা বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দিতে 'বাংলায় কথা বলি' - এর মতো আরো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বলে মত ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, দু'পর্বে বিভক্ত এক ঘন্টা ব্যপ্তির 'বাংলায় কথা বলি' এর প্রথম পর্বে বাংলাদেশভিত্তিক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আমন্ত্রিত অতিথির পাশাপাশি দর্শকরাও এ আলোচনায় অংশ

নিয়ে পারেন। শুধু সবাইকে একটি শর্ত মানতে হয়। শর্তটি হলো সম্পূর্ণ আলোচনাটি হতে হবে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায়। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আলোচনার বিষয় হিসেবে সহজতার দিকটি বিবেচনা করা হয়। যেমন - একুশের সকাল, বিদ্যালয়ের প্রথম দিন,



নৌ যাত্রার মজার স্মৃতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বে একই বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি যুক্ত করা হয় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি কুইজ। বাংলা অক্ষর, দর্শনীয় স্থান, বিখ্যাত মানুষ ইত্যাদি সব কিছুই তুলে ধরা হয় কুইজে। অনুষ্ঠান শেষে লটারির



মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হয়। যিনি সুযোগ পান ভবিষ্যত যেকোন একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবার। অনুষ্ঠানটিকে দর্শকদের কাছে আরো গ্রহণযোগ্য করতে নতুন কিছু বিষয়বস্তু যুক্ত করা হবে খুব শীঘ্রই। ইতোমধ্যে বাংলায় কথা বলি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও কণ্ঠশিল্পী মাহমুদুর রহমান বেনু, কমিউনিটির অগ্রজ সংস্কৃতিকর্মী কবি গোলাম কবীর, নাট্যকার ও কবি মুজিবুল হক মনি, জনপ্রিয় ছড়াকার দিলু নাসের এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিলেতে নিযুক্ত প্রেস মিনিষ্টার কবি নাদিম কাদের সহ আরো অনেকে। বাংলায় কথা বলি সরাসরি প্রচারিত হয় প্রতি শনিবার রাত নয়টায় টিভি ওয়ান (ক্লাই ৮৪৯)- এ। উপস্থাপনা জিয়াউর রহমান সাকলেন। পরিকল্পনা ও প্রয়োজনা মাহবুব রেজা চৌধুরী আপেল।

## দশঘর নিজামুল উলুম হাই স্কুল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ



বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী নিজামুল উলুম হাইস্কুল এর উন্নয়নে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'দশঘর নিজামুল উলুম হাই স্কুল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'র কার্যকরিতা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের বেথনালগ্রীনস্থ অস্থায়ী অফিসে সংগঠনের সভাপতি আফছর মিয়া ছোট মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সত্যায় বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার আব্দুল গফুর, ট্রাস্টি মশরফ আলী, আজিম উদ্দিন আজির, মখদুছ আলী, আব্দুর কাইয়ুম মতিন, সুবান আলী বারী, হিরন মিয়া, আব্দুল হামিদ, হামদু মিয়া, আব্দুল ওয়াদুদ, শাহীন আব্দুল্লাহ, আব্দুশ শহিদ, আনোয়ার আলী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, মোঃ সিদ্দিক আলী, আব্দুল হামিদ, জুনেদ মিয়া ও জুয়েল মিয়া প্রমুখ। সভায় দশঘর নিজামুল উলুম হাই

স্কুলের ৫০ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানকে সফল করায় বিদ্যালয়ের ম্যানিজিং কমিটি, শিক্ষক, স্কুলের স্টুডেন্ট এবং এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে যারা ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশে গিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল বারী, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মশরফ আলী, ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুছ, ট্রাস্টি সুবান মিয়া বারী, আজিম উদ্দিন আজির, আমির উদ্দিন, আব্দুশ শহিদ, আলাল উদ্দিন, ফখর উদ্দিন আলাল ও সাবেক কাউন্সিলার আজিজুর রহমান, আব্দুন নূর, আজাদ উদ্দিনকে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় নতুন যারা ট্রাস্টি হয়েছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান কার হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## হাউস অব কমন্সে সিটিজেন মুভমেন্ট ইউকে'র সেমিনারে সাইমন ডানজাক এমপি

# ক্রুটিপূর্ণ নির্বাচন কমিশনের কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটেছে

সিটিজেন মুভমেন্ট ইউকে'র উদ্যোগে 'বাংলাদেশে সুশাসন, মানবাধিকার এবং একটি অবাধ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এক সেমিনার গত ১ মার্চ বুধবার বিকালে হাউস অব কমন্সের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে সাইমন ডানজাক এমপি বলেন, দুর্বল নির্বাচন কমিশনের জন্য ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটেছে। সেদিন প্রধান বিরোধীদলসহ অন্যান্য দলকে বাইরে রেখে একটি প্রশ্নবদ্ধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রের বিকাশ ও মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে একটি অবাধ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জরুরি। তাই নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিরোধী দলের উদ্বেগের কথা এবং বাংলাদেশে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি সেটা আমি বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে অবহিত করেছি।

লর্ড হোসাইন বলেন, বিশ্বের যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ছে সেখানেই আমার উদ্বেগের কথা জানাচ্ছি। যুক্তরাজ্যে প্রচুর বাংলাদেশী বসবাসের কারণে তাদের উদ্বেগের কথা আমরা গুরুত্ব সহকারে সরকারের নজরে তুলেধরি। আমরা চাই বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। আমরা সর্বদা আপনারদের পাশে আছি। সিটিজেন মুভমেন্টে ইউকে'র আহ্বায়ক এম এ মালিক সেমিনার আয়োজনের জন্য সাইমন ডানজাক এমপিসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে এমএ মালিক বলেন, বাংলাদেশের এই সংকটে যুক্তরাজ্যকে পাশে দাঁড়াতে হবে। গণতন্ত্র ও মানুষের মুক্তির সংগ্রামে যুক্তরাজ্যকে আমরা আরো কার্যকর ভূমিকায় দেখতে চাই।

সেমিনারে আলোচনায় অংশনেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনজীবী ব্যারিস্টার টবি কেডম্যান, বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোসিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইউকে'র চেয়ারম্যান



মাহিদুর রহমান, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. কেএম মালেক, ইউএনসির সদস্য ও জাষ্ট নিউজ সম্পাদক মুশফিকুল ফজল আনসারী, মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব মুফতি শাহ সদর উদ্দিন, ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা, ব্যারিস্টার হামিদুল হক লিটন আফিন্দী, ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম, কবির আহমেদ, বাদল ভূঁইয়া, ফয়সল আহমেদ।

বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র মানবাধিকার ও আইনের শাসন চরম হুমকির মুখে। সাধারণ মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। গুম, হত্যা, খুন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করে একদলীয় শাসন কয়েম করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার। বাংলাদেশের এই সংকটে যুক্তরাজ্যকে পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রবাসে আমন্ত্রণ না জানাতে অনুরোধ করেন। গণতন্ত্র ও মানুষের মুক্তির সংগ্রামে যুক্তরাজ্যকে আরো কার্যকর ভূমিকায় দেখতে চায় সিটিজেন মুভমেন্টে জানান সিটিজেন মুভমেন্টে নেত্রীবন্দ। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ,

সিটিজেন মুভমেন্টের কামাল উদ্দিন, আবেদ রাজা, খসরুজ্জামান খসরু, রহিম উদ্দিন, মোশাহিদ হোসাইন, আব্দুল আহাদ, হাজী হাবিব, আমিনুর রহমান আকরাম, কেআর জসীম, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, হাবিবুর রাহমান,



মতিন মোল্লা, জুনেদ আহমেদ, সলিসিটর ইকরামুল হক মজুমদার, সেলিম আহমেদ, মোশাহিদ আলী তালুকদার, খালেদ চৌধুরী, শাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুস সালাম আজাদ, জাহাঙ্গীর মাসুক, ফয়সল আহমেদ, শরিফ উদ্দিন ভূঁইয়া বাবু, এডভোকেট নূরউদ্দিন আহমেদ, আরিফ মাহফুজ, শামসুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, তোফায়েল আহমেদ মুধা, অমর গনি, মাহবুবুর রহমান খানসুর, জুনেদ আহমেদ, মিসবাহ বিএস চৌধুরী, আবুল হোসেন, এম এ সালাম, তাজবির চৌধুরী শিমুল, বশির আহমেদ, ডালিয়া লাকুরিয়া, আফজাল হোসেন, নুরুল আলী রিপন, এডভোকেট মাহবুবুল আলম তোহা, জিয়াউর রহমান দিপু, আকমল হোসাইন, হুমায়ুন কবির, এসকে তরিকুল ইসলাম, শফিক রহমান, কামরুন্নাহার সাহানা, লুবা চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন আহাদ, শাহ রানা, মোস্তাক আহমেদ, শাহিন আহমেদ, আব্দুস সামাদ, সৈয়দ শামিম হোসাইন, আফজাল হোসেন, মোঃ শাহজাহান, নুরুল আলী রিপন, ফজলে রহমান পিনাক, জামাল উদ্দিন রুবেল, মাহমুদুর রহমান, লাকি আহমেদ প্রমুখ। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



# উৎসবমুখর পরিবেশে জগন্নাথপুর ব্রিটিশ-বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

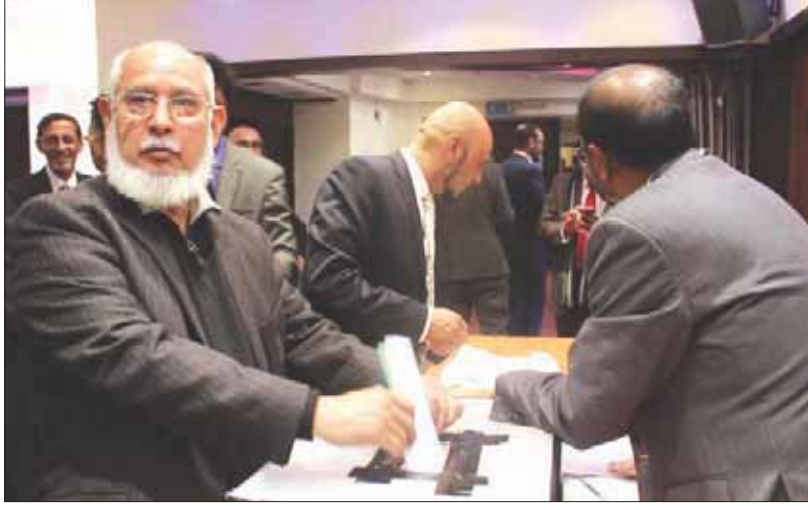
## আশিক চৌধুরী সভাপতি, মহিব চৌধুরী সেক্রেটারি, আলফাজ জাকির ট্রেজারার

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকেলে পূর্ব লভনের ফরেস্ট গেইটস্থ গ্রামটি রেস্টুরেন্টে হলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।  
নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন- সভাপতি আব্দুল আশিক চৌধুরী,

সিনিয়র সহ-সভাপতি ইকবাল এম হোসেন, সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবদাল মিয়া, হাফিজুর রহমান, এখলাছুর রহমান, আজম খান, জয়নাল আবেদিন, ড. সানাওর ইসলাম চৌধুরী, ফারুক মিয়া, শেখ মফজুল আলী, সমির আলী ও আনোয়ার আলী। সাধারণ সম্পাদক মহিব চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক সর্বজনাব সফিউল আলম বাবু ও মুহাইমিন আহমদ আমিন, ট্রেজারার

আলফাজুর রহমান জাকির, সহ ট্রেজারার আব্দুল হক জমির, সাংগঠনিক সম্পাদক বাদশা মিয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ সেলিম রহমান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শাহ কুরেশী সিপন।  
নির্বাচনী সদস্য সর্বজনাব নুরুল হক লাল মিয়া, আব্দুল আলী রউফ, মোঃ ইলিয়াস মিয়া, সাজ্জাদ মিয়া, মল্লিক শাকুর ওদুদ, হাসনাত আহমদ চুন্নু,

মুজিবুর রহমান মুজিব, তফজ্জুল হোসেন, জুনেদ আহমদ, আব্দুর আলী, তাহের কামালী, আব্দুল বাছির কয়েছ ও আব্দুস শহিদ।  
নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষাবিদ ও কমিউনিটি নেতা ডঃ মোঃ আব্দুল হান্নান, স্পিকার কাউন্সিলার খালিস উদ্দিন আহমদ ও কমিউনিটি নেতা ফজলুল হক ফজলু।





## ফিলিপাইনের আদালতে স্বীকারোক্তি ৩০০ মানুষ হত্যা করেছে পুলিশ!

দেশ ডেস্ক, ৭ মার্চ : ফিলিপাইনের এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা গত সোমবার সিনেট শুনানিতে বলেছেন, তিনি একটি ডেথ স্কোয়াডের অংশ হিসেবে নিজে প্রায়

দুই শ লোককে হত্যা করেছেন। সব মিলিয়ে তিনি মেরেছেন প্রায় তিন শ মানুষ। বর্তমান প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে দাভাওয়ের শহরের মেয়র থাকার সময় ওই ডেথ স্কোয়াডে যুক্ত ছিলেন তিনি।

আর্ভুরো লাসকানাস নামে ওই পুলিশ কর্মকর্তা সিনেটের শুনানিতে স্বীকার করেন, তিনি গত বছরের অক্টোবরে বিচারবহির্ভূত তদন্তের বিষয়ে সিনেটের তদন্তের সময় মিথ্যা কথা বলেছিলেন। পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে এবং অস্বীকার করার জন্য 'পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাপের কারণেই' তিনি তা করেছিলেন। এখন 'ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের' কারণে সব স্বীকার করে ভারমুক্ত হতে চান। তিনি সব মিলিয়ে লোক মেরেছেন তিন শ।

দুতার্তে গত বছর প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তাঁর কঠোর মাদকবিরোধী অভিযানে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার লোক নিহত হয়েছে। তাদেরকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে।

## বাবরি মসজিদ মামলায় বিচারের মুখোমুখি হবেন আদভানি?

দেশ ডেস্ক, ৭ মার্চ : ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি ও অন্য কয়েকজন নেতা বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় বিচারের সম্মুখীন হতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট গতকাল সোমবার এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওই নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিম্ন আদালত খারিজ করে দিয়েছিলেন।

৮৯ বছর বয়সী আদভানি ও মুরলি মনোহর যোশীর মতো নেতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী উমা ভারতীকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কি না, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত ২২ মার্চ রায় দেবেন।



উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ষোড়শ শতকে নির্মিত বাবরি মসজিদ ১৯৯২ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা ভেঙে দেন। তাঁরা ওই স্থানটিকে দেবতা রামের জন্মভূমি দাবি করে সেখানে তাঁর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চান। রাজ্যের রায়বেরিলির একটি আদালত এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ থেকে আদভানি ও বিনয় কাতিয়ারের মতো নেতাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক কর্মী করসেবকদের বিরুদ্ধে প্রধান মামলাটি লক্ষ্মণীর আদালতে খুলে রয়েছে। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে বিজেপির রাজনীতিকদের অব্যাহতি দিয়ে নিম্ন আদালত যে রায় দিয়েছিলেন,

এলাহাবাদ হাইকোর্ট তা ২০১০ সালের মে মাসে বহাল রাখেন। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই তা চ্যালেঞ্জ করে। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে ওই ষড়যন্ত্রের অভিযোগের পাশাপাশি ১৩ জনের বিরুদ্ধে একটি পরিপূরক অভিযোগপত্র দিতে বলেছেন। এর বিরোধিতা করে আদভানির আইনজীবী বলেন, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ যদি তুলতেই হয়, নিম্ন আদালতে অব্যাহতি পাওয়া ১৮৩ জন সাক্ষীকে আবার হাজির করতে হবে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় দুই ধরনের মামলা হয়েছে—একটি আদভানি ও বিজেপির অন্য নেতাদের বিরুদ্ধে, আরেকটি অজ্ঞাতনামা লাঞ্ছিত করসেবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার সময় আদভানি ও সহযোগীরা রাম কথা কুঞ্জের মধ্যে ছিলেন। আর করসেবকেরা মসজিদের ভেতরে ও আশপাশে ছিলেন। মোগল আমলের স্থাপনাটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তাঁরা জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরের মৃত্যুর পর তাঁর নাম আসামির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

## খরায় দুদিনে শতাধিক লোকের মৃত্যু সোমালিয়ায়

দেশ ডেস্ক, ৬ মার্চ : সোমালিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হাসান আলি খাইরে বলেছেন, দেশটিতে চলমান মারাত্মক খরায় শনিবার পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টায় ১১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই প্রথমবারের মতো খরার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করল পূর্ব আফ্রিকার দেশটি।

মানবিক সাহায্য সংগঠনগুলো আগামী দিনগুলোয় সোমালিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছে। বর্তমানে দেশটির প্রায় ৩০ লাখ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। বিশুদ্ধ পানির অভাবে আউদিনলে শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুলহি ফারমাজো এই খরাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করেন। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ জলবায়ু পরিস্থিতি 'এল নিনোর' প্রভাবে সোমালিয়ায় এ খরা চলছে। এর আগে সোমালিয়ায় ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত চলা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার লোক প্রাণ হারায়।

## জার্মানি নাৎসিদের মতো আচরণ করছে : এরদোগান



দেশ ডেস্ক, ৭ মার্চ : জার্মানি নাৎসিদের মতো আচরণ করছে বলে অভিযোগ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান। দেশটিতে গণভোটের সমর্থনে সমাবেশের অনুমোদন বাতিলের কয়েকদিন পর এ প্রতিক্রিয়া জানালেন তিনি। একজন তুর্কি মন্ত্রীর ওই সমাবেশে বক্তৃতা করার কথা ছিল। তুরস্কের সংবিধান সংশোধনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া গণভোট উপলক্ষে জার্মানিতে বসবাসরত তুর্কি নাগরিকদের নিয়ে দু'টি সমাবেশ করার কথা ছিল এরদোগান সরকারের এক মন্ত্রীর। কিন্তু গত সপ্তাহে সমাবেশের অনুমোদন বাতিল করে দেয় জার্মানির এক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। তুরস্কের গ্রেফতার তুর্কি বংশোদ্ভূত এক জার্মান সাংবাদিককে নিয়ে দেশ দু'টির মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই সমাবেশের অনুমোদন বাতিল করা হয়। তুরস্ক বলছে, ওই সাংবাদিক মূলত 'জার্মান চর'। কুর্দি সন্ত্রাসীদের হয়ে কাজ করছিলেন তিনি। গত সপ্তাহে তার মুক্তি দাবি জানায় জার্মানি।

জার্মানিতে বসবাসরত তুর্কি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। দেশটিতে তাদের প্রভাব ও ব্যাপক। আগামী এপ্রিলের গণভোটকে সামনে রেখে তাদের সমর্থন আদায় করতে চান এরদোগান। ওই গণভোটের মাধ্যমে পূর্ণ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনে ফিরে যেতে চায় তুরস্ক। এতে এরদোগানের ক্ষমতা আরো সংহত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইস্তাম্বুলের এক র্যালিতে অংশ নিয়ে সমাবেশ বাতিলের প্রতিবাদে তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, 'জার্মানিতে আমাদের বন্ধুদের কথা বলতে দেয়া হয় না। তাদের এটা করতে দিন। আপনারা কি মনে করেন, তাদের কথা বলতে না দিলে গণভোটের ফলাফল 'হ্যাঁ' এর পরিবর্তে 'না' হয়ে যাবে? এরদোগান আরো বলেন, 'জার্মানি, গণতন্ত্রের জন্য তোমার কিছু করার নেই। তোমাদের বর্তমান আচরণ অতীতের নাৎসি আচরণের চেয়ে ভিন্ন কিছু না।' গত বছরের জুলাইয়ে তুরস্ক সেনাঅভ্যুত্থান চেপ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর

থেকে জার্মানির সাথে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না দেশটির। তুর্কি প্রশাসনের অভিযোগ, ওই অভ্যুত্থান চেপ্টার যথার্থ নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে বার্লিন। ইস্তাম্বুলের ওই সমাবেশে জার্মানির বিরুদ্ধে তুরস্কের শত্রুদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগও আনেন এরদোগান। তিনি বলেন, কুর্দি সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে অভ্যুত্থান চেপ্টার সংগঠকদের আশ্রয় দিচ্ছে বার্লিন। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও হুমকি দেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'আমরা আর কোনো নাৎসি দেশ দেখতে চাই না। আর কোনো ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ড দেখতে চাই না। আমরা ভেবেছিলাম, ওই যুগের শেষ হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা হয়নি।' এদিকে এরদোগানের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন জার্মান চ্যাম্পের অ্যাঞ্জেলি মারকেলের দল খ্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের উপপ্রধান জুলিয়া ক্লোয়েকনার। একে 'সংযমহীনতার চূড়ান্ত পর্যায়' বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

## ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ট্রাম্পের নতুন আদেশ ছয় দেশ নিষিদ্ধই থাকল, বাদ পড়ল ইরাক

দেশ ডেস্ক, ৭ মার্চ : সাত নয়, এবার মুসলিমপ্রধান ছয় দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগের নিষেধাজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা দেশগুলো থেকে বাদ পড়েছে ইরাক। গতকাল সোমবার এ-সংক্রান্ত নতুন এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন ট্রাম্প। ১৬ মার্চ থেকে এদেশটি কার্যকর হবে। নতুন আদেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছয় দেশ হলো ইরান, লিবিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। দেশগুলোর নাগরিকদের ওপর ৯০ দিনের জন্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে দেশগুলোর যেসব নাগরিক এরই মধ্যে ভিসা পেয়েছেন, যেসব অভিভাবসীর গিন কার্ড রয়েছে, যাঁরা কূটনৈতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যাঁদের আগে রাজনৈতিক আশ্রয় বা শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ

করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল রাখা হয়েছে। নতুন আদেশ অনুযায়ী, ১২০ দিন যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী কর্মসূচি বন্ধ থাকবে। তবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত শরণার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন। এ বছর ৫০ হাজারের বেশি শরণার্থী নেওয়া হবে না। ইরাককে বাদ দেওয়ার ব্যাখ্যায় হোয়াইট হাউস বলেছে, দেশটির সরকার ভিসা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া এবং এ-সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় জোরদার করতে সম্মত হয়েছে। ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহ পর ২৭ জানুয়ারি মুসলিমপ্রধান সাত দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নির্বাহী আদেশ জারি করেন ট্রাম্প। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে প্রতিবাদ জানায় মানুষ। নিষিদ্ধ দেশগুলো থেকে আসা বহু লোককে আটকে দেওয়া হয় বিমানবন্দরগুলোতে।

## আফগান সীমান্তে সন্ত্রাসী হামলায় ৫ পাক সেনাসহ নিহত ১৫

দেশ ডেস্ক, ৭ মার্চ : পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত এলাকায় তিনটি পাকিস্তানি সীমান্ত চৌকিতে হামলা করেছে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীরা। এ সময় সেনা-সন্ত্রাসী গোলাগুলিতে নিহত হয়েছেন পাকিস্তানের পাঁচ সেনাসহ অন্তত ১৫ জন। গতকাল সোমবার দেশটির সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, রোববার গভীর রাতে মোহাম্মদ এজেসি এলাকাসংলগ্ন সীমান্তের তিনটি নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা চালায় সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীরা। তারা সীমান্তের ওপার (আফগানিস্তান) থেকে এসে এ হামলা পরিচালনা করে। পাকিস্তানি সেনাদের কার্যকর উপস্থিতি, সতর্ক প্রহরা ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের উদ্যোগটি ব্যর্থ করে দেয়া হয়। এ সময় সেনা-সন্ত্রাসী গোলাগুলিতে মারা যান পাঁচ সেনাসদস্য। হত্যা করা হয় অন্তত ১০ সন্ত্রাসীকে। তবে নিহত সন্ত্রাসীদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি তারা কোন সংগঠনভুক্ত তা-ও জানানো হয়নি। সীমান্তে নিরাপত্তা চৌকিতে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ও সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া।



**দেশ**  
WEEKLY DESH

জেএমজি কার্গোর হিপ্রো, লুটন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ওল্ডহাম সহ সকল শাখায় পাচ্ছেন সাপ্তাহিক দেশ

**ফ্রি**

- Cargo and excess baggage specialist
- Fast and reliable cargo service
- Worldwide cargo
- Delivery safely and on time
- Door to door service

**020 7247 7770**  
**020 7247 8878**

**www.jmgcargoandtravel.com**

JMG Birmingham Office:  
Moynul Islam - 07877 487 492

JMG Manchester Office:  
Zahangir Ahmed - 07891 620 145



# আড়িপাতার অভিযোগ ট্রাম্পের পতনের কারণ হতে পারে

দেশ ডেস্ক, ৭ মার্চ : সিআইএর একজন সাবেক বিশেষক বলছেন, ফোনে আড়িপাতার ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি 'বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, যাতে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন। ট্রাম্প দাবি করছেন যে, বারাক ওবামা তার টেলিফোনে আড়ি পেতেছিলেন। তবে এফবিআই ট্রাম্পের এ দাবি নাকচ করে দিয়েছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব স্যান স্পাইসার উল্লেখ করেন। অভিযোগ গুরুতর হলেও ট্রাম্প এ মর্মে কোনো প্রমাণ দেননি যে, তার ওপর নজরদারির জন্য ওবামা দায়ী ছিলেন। পেরিঞ্জ বলেন, ডিরেক্টর কমি যখন প্রেসিডেন্টের অভিযোগ নাকচ করলেন, তখন আমরা এমন একটি আত্মহোঁদীপক অনির্ধারিত স্থান পেলাম

দেশটির জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে অনুরোধ জানান। তবে কমির এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শনিবার এক টুইটে ওই অভিযোগ তুলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লেখেন, ভয়ানক! এইমাত্র জানতে পারলাম নির্বাচনে জয়লাভের মাত্র কিছু দিন আগে ওবামা ট্রাম্প টাওয়ারে আমার টেলিফোনে আড়ি পেতেছিলেন। কিছুই পাননি।

কতটা নিচে নেমে প্রেসিডেন্ট ওবামা খুবই শুদ্ধ একটি নির্বাচনপ্রক্রিয়ার মধ্যে আমার ফোনে আড়িপাতার মতো কাজ করলেন। এটা নিশ্চয়/ওয়াটারগেটে মতো। খারাপ (অথবা অসুস্থ) মানুষ!



বিষয়টি আরো অনেক দূর গড়াতে পারে এবং এতে ট্রাম্প ক্ষমতা হারাতে পারেন বলে ওই সিআইএ কর্মকর্তা মনে করছেন। বিবিসির রেডিও ফোরকে এ কথা বলেন সিআইএর সন্ত্রাসবাদবিরোধী সাবেক বিশেষক আকি পেরিঞ্জ।

তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করেন যে, বারাক ওবামা এমন কিছু করেছেন যা সম্পূর্ণভাবে তার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী যা ১৯৭০-এর দশকের পর আর কখনো করা হয়নি। সে সময় এ ঘটনা নিশ্চয় শাসন আমলের সব ধরনের কেলেংকারির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।' পেরিঞ্জ বলেন, একজন সংবিধান সম্পর্কিত আইনজ্ঞ হিসেবে ওবামা 'কখনোই এমনটি করতে পারেন না।' গত রোববার এফবিআইএর পরিচালক জেমস কোমি বলেছেন, বিচার বিভাগকে অবশ্যই ট্রাম্পের এই দাবির একটা সুরাহা করতে হবে কারণ এফবিআই আইন লঙ্ঘন করেছে এতে কটাক্ষ করা হয়েছে।

ট্রাম্প টাওয়ারে কোনো ধরনের আড়িপাতার কথা অস্বীকার করেছেন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক পরিচালক। হোয়াইট হাউস ঘটনাটির তদন্ত করতে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত সম্পর্কিত ঘটনার ব্যাপারে 'অত্যন্ত বিবর্তকর রিপোর্টের' ভিত্তিতে ট্রাম্প এ অভিযোগ করেছেন বলে

যেখানে একজন শীর্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। বিষয়টি সত্যিই গুরুতর কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটি এমন এক বিষয় যা প্রেসিডেন্টকে নামিয়ে দিতে পারে। আবার এটা তেমন কিছু নাও হতে পারে। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময়ে ও পরে রাশিয়া সরকার, রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও রাশিয়ার লোকজনের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকলে মার্কিন সরকারের উচিত বিষয়টি একেবারে আগাগোড়া তদন্ত করা। তিনি আরো বলেন, এফবিআই যদি সত্যিই কিছু ব্যক্তির ওপর নজরদারি করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যবস্তু ছিলেন বৈধ আইনগত ব্যক্তির। যেমন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বা মস্কোয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির।

অভিযোগ প্রত্যাখ্যান এফবিআইর যুক্তরাষ্ট্রের গত নির্বাচনের মাসখানেক আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার ফোনে আড়ি পেতেছিলেন বলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে অভিযোগ তুলেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এফবিআই প্রধান জেমস কোমি। এদিকে ট্রাম্পের ফোনে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পক্ষ থেকে আড়ি পাতার ইস্যুতে কংগ্রেসনাল তদন্ত দাবি করা হয়েছে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে।

রোববার এক বিবৃতিতে কোমি বলেন, এ ধরনের অভিযোগ এফবিআইয়ের আইন ভাঙার বিষয়ে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা দেবে। তাই তিনি

জয় বাংলা

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১২ই মার্চ রবিবার

অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আবৃত্তি অনুষ্ঠান

## কবিতায় বাংলাদেশ

সময়ঃ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা

স্থানঃ ব্রাডি আর্টস সেন্টার

192-196 Hanbury St

London E1 5HU

জয় বঙ্গবন্ধু

FREE ENTRY FOR ALL THE FAMILY

অয়োজনেঃ বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, লন্ডন

Uday Sankar Das

Nadeem Qadir

Urmī Mazher

Smtity Azad

Munira Parvin

Sarnar Saha

Sala Uddin Shahin

Moinul Hossain Mula

Shahidul Islam Sagar

Shatarupa Chowdhury Anya

Tanjina Nur-I Siddique

Nazrul Islam Okib

## সৌদিতে এক মাসের মধ্যেই শ্রমিকদের পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ

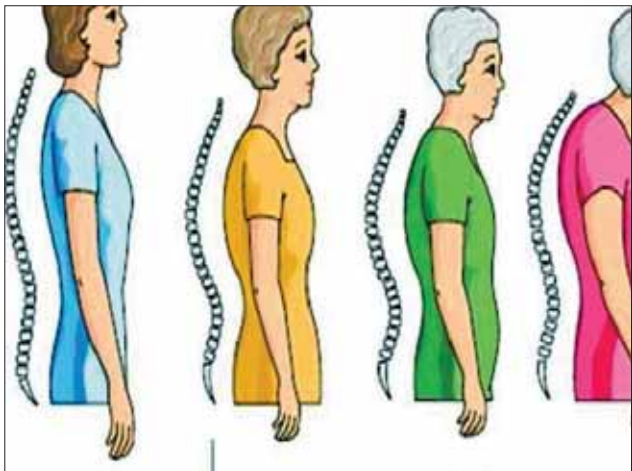
দেশ ডেস্ক, ৬ মার্চ : সৌদিতে এক মাসের মধ্যেই শ্রমিকদের পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শ্রম ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং তাদের মালিকদের কাছে থাকা শ্রমিকদের পাসপোর্ট এক মাসের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, মালিকেরা তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের পাসপোর্ট নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন না। কোনো মালিক তার প্রতিষ্ঠানের বিদেশী শ্রমিকদের পাসপোর্ট জব্দ করে রাখলে তাকে শ্রমিকপ্রতি দুই হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা দিতে হবে।

ওই ঘোষণার পরেও কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের শ্রমিকদের পাসপোর্ট নিজেদের কাছে জব্দ করে রেখেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র খালিদ আল খাইল জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং মালিক শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তিমূলক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১০ সালে এক গবেষণার পর জামিনদার প্রথা বিলুপ্তির আহ্বান জানায় দ্য ন্যাশনাল সোসাইটি ফর হিউমেন রাইটস (এনএসএইচআর)। সে সময় সংস্থাটি পরামর্শ দিয়েছিল যে, নিজের পরিবারের সদস্যদের ফোন করা এবং হজে অংশ নেয়ার জন্য কোনো শ্রমিকের তার মালিকের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। এনএসএইচআরের মহাসচিব খালিদ আল ফাখরি বলেছেন, শ্রমিকের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে রেখে দেয়া মানবপাচারের মতোই। পাসপোর্ট একটি ব্যক্তিগত দলিল। পাসপোর্ট নিয়ে নেয়ার অধিকার কারো নেই।



## হাড়ের ক্ষয় রোধে করণীয়



ডা. আবদুল গনি মোল্লা

ব্যায়াম করুন  
গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যায়াম হাড়ের বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা জোগায়। সুতরাং আজ থেকেই ভারোত্তোলন ব্যায়াম শুরু করুন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে তিনবার ২০-৩০ মিনিট ব্যায়াম করলেই যথেষ্ট। আর যদি আপনি আরও বেশি করতে পারেন, তাহলে আরও ভালো। হাড় গঠনকারী উপাদান গ্রহণ করুন এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে হবে। চেষ্টা করবেন দৈনিক এক হাজার থেকে এক হাজার ৫০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে। আপনার বন্ধুদেরও বলবেন। দুগ্ধজাত পণ্য ক্যালসিয়ামের চমৎকার উৎস। চর্বি নিয়ে শঙ্কিত হবেন না দুগ্ধজাত খাবারে চর্বি থাকে বলে সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন না। দুধ, দই, পনির প্রভৃতি খাবার স্বল্প চর্বি এবং চর্বিবিহীন দু'ভাবেই তৈরি করতে পারেন। দুধের চর্বি বাদ দিয়ে আপনি আসল পুষ্টি গ্রহণ করুন। কন্যাকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যান মাঝেমধ্যে কন্যাকে নিয়ে আপনি নিজেও চিকিৎসকের কাছে যাবেন। চিকিৎসক আপনার পারিবারিক ইতিহাস জেনে অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে কিছু ব্যবস্থাপত্র দেবেন। ভিটামিন-কে গ্রহণ করুন এই ভিটামিন হাড় গঠনকারী

অস্টিওক্যালসিন নামক প্রোটিনকে ত্বরান্বিত করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, হাড়ের জন্য ভালো ব্যবস্থা হলো দৈনিক ১০০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন-কে গ্রহণ করা। ভিটামিন-কে'র চমৎকার উৎস হলো স্পিনিজ, ব্রকলি, বাঁধাকপি, অ্যাসপ্যারাগাস এবং বিভিন্ন সবুজ শাকসবজি। ধূমপান বন্ধ করুন আপনার যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে, এখনই ছেড়ে দিন। গবেষকদের ধারণা, ধূমপান ইস্ট্রোজেনের বিপাক ক্রিয়াকে বৃদ্ধি করে, যার ফলে হাড়ের বৃদ্ধির উদ্দীপনা কমে যায়। ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ করুন এই খনিজ সত্যিকার অর্থে আপনার হাড়ের ওপরের অংশ তৈরি করে। আপনাকে প্রতিদিন ৪০০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ করতে হবে। ম্যাগনেসিয়ামের ভালো উৎস হলো বাদাম, শুকনো শিম, স্পিনিজ, গমের ভূণ, গমের ভূসি প্রভৃতি। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট খান ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে আপনি আপনার ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়াতে পারেন। তবে একবারে ৫০০ মিলিগ্রামের বেশি গ্রহণ করবেন না। ক্যালসিয়াম দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাবেন। তবে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গ্রহণ করবেন।

- অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নটোর, আগারগাঁও, ঢাকা

## ফোবিয়া : মনের যতো ভয়

ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ

শায়লার কল্পিত নাম বয়স একুশ বছর। ছোটবেলা থেকেই তার প্রচণ্ড মাকড়সাতীতি। যে ঘরে একটি ছোট মাকড়সা দেখা যাবে সেই ঘরে তাকে কোনোভাবেই ঢোকানো যাবে না। এমনও হয়েছে, সে কারও বাসায় বেড়াতে গিয়ে মাকড়সার জাল দেখে ছিটকে বেরিয়ে চলে এসেছে। এমনকি মাকড়সার ছবি দেখে সে প্রায়ই চিৎকার করে ওঠে। সাক্ষরের সমস্যা আরেকটু অন্য ধরনের। তার বয়স প্রায় ত্রিশ। তিনি উঁচু জায়গা থেকে নিচে তাকাতে ভয় পান। বড় বি'িংয়ের ছাদ তো দূরের কথা জানালার কাছেও তিনি যান না। চার-পাঁচতলার ওপর কারও বাসায় তিনি দাওয়াত খেতে যান না, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে অফিস বারো তলায় দেখে তিনি ইন্টারভিউ না দিয়ে নিচ থেকেই ফেরত এসেছেন।



ভীতি মানুষের একেবারে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তবে এই ভীতি যদি অযৌক্তিক হয়, তখন সেটাকে বলা হয় ফোবিয়া বা অযৌক্তিক ভীতি। ফোবিয়ার উপযুক্ত কারণ নেই, তবুও বিশেষ কিছু পরিস্থিতি বা বস্তু বা প্রাণী থেকে অযৌক্তিক ভয় পাওয়া- যেমন টিভিতে সাপ দেখে ভয় পেয়ে

চিৎকার করা, উঁচু জানালা থেকে বাইরে তাকালে আতঙ্কিত হয়ে পড়া ইত্যাদি। আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে- যেসব বিষয়ে ব্যক্তির অযৌক্তিক ভয় আছে, সেই বিষয় বা পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা- যেমন যিনি মানুষের ভিড় বা খোলা জায়গায় ভয় পান, তিনি দাওয়াতে যান না, বাজারে যান না, বন্ধ জায়গায় ভয় পান, তিনি সবসময় ঘরের দরজা খোলা রাখেন, লিফটে ওঠেন না। আর কখনও যদি এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়েই যান, তখন তার মধ্যে উৎকণ্ঠা বা অ্যাংজাইটির লক্ষণগুলো তৈরি হয় যেমন- রক্তচাপ পরিবর্তন হওয়া, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসা, বুক ধড়ফড় করা, ঘাম হওয়া, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা, চিৎকার করা, অস্বাভাবিক আচরণ করা, মুখের ভেতর শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। শৈশবের ঘটনা দুর্ঘটনা, একজন মানুষের বেড়ে ওঠা, তার মনের গড়ন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি কারণে ফোবিয়া হতে পারে। সাধারণভাবে ফোবিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়- সূনির্দিষ্ট ফোবিয়া বিশেষ বস্তু বা বিশেষ পরিস্থিতির প্রতি অহেতুক অযৌক্তিক ভয়, যেমন কোনো বিশেষ প্রাণী বা পোকাকার প্রতি ফোবিয়া, সাপের ছবি দেখে উদ্ভিগ্ন হওয়া, উঁচু জায়গায় উঠে ভয় পাওয়া ইত্যাদি। সামাজিক ফোবিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান, সভা, দাওয়াতে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে, নিজেকে প্রকাশ করতে ভীষণভাবে অস্বস্তিবোধ করে, সে কারণে সে সামাজিকতা এড়িয়ে চলে। এগোরাফোবিয়া উন্মুক্ত খোলা জায়গা, জনবহুল এলাকা, বাজার, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, ফলে

সে এগুলো এড়িয়ে চলে। ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ভয় পায়, সেটাই ফোবিয়া। যেমন সাপকে সবাই ভয় পায়, কিন্তু সাপের ছবি বা ভিডিও দেখে অযৌক্তিক ভয় পাওয়াটাই ফোবিয়া। ফোবিয়ার চিকিৎসায় প্রধানত সাইকোথেরাপি-কগনিটিভ থেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপি ইত্যাদির সঙ্গে উৎকণ্ঠাবিরোধী ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। একটু ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। যে বিষয় বা পরিস্থিতির প্রতি ফোবিয়া আছে সেটিকে এড়িয়ে না চলে ধাপে ধাপে সেটির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করতে হবে, প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ কিছু ফোবিয়া : উচ্চতাভীতি - অ্যাক্রোফোবিয়া বন্ধজায়গার ভীতি- ক্লস্ট্রোফোবিয়া পানিভীতি : হাইড্রোফোবিয়া/একুয়াফোবিয়া মাকড়সাতীতি : অ্যারাকনোফোবিয়া সাপ ভীতি : অফিডিয়ো ফোবিয়া কুকুর ভীতি : সাইনোফোবিয়া সামাজিক ভীতি : সোস্যাল ফোবিয়া বড় খোলা জায়গা বা ভিড়ের প্রতি ভীতি : এগোরাফোবিয়া বজ্রপাত ভীতি : অ্যাক্সিডোফোবিয়া জীবাণুভীতি : মাইসোসোফোবিয়া মানুষের সামনে কথা বলার ভীতি : গ্লুসোসোফোবিয়া যেকোনো পাখি ভীতি : অর্নিথোফোবিয়া রক্তভীতি : হেমাফোবিয়া অঙ্ককারভীতি : নিস্ত্রোফোবিয়া চুলভীতি : চ্যাটোফোবিয়া- সহকারী অধ্যাপক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

## ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে করণীয়

ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। রক্তের শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখতে ও সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য ডায়াবেটিস অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে- ডায়েট করা : রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা। এ ছাড়াও এই অভ্যাস ডায়াবেটিস-সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। যেসব মানুষের টাইপ-২ ধরনের ডায়াবেটিস রয়েছে, তাদের কার্বো-হাইড্রেড ও চর্বির প্রতি খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা উচিত। মোট প্রোটিনের পরিমাণ নিরীক্ষণ করা ও ক্যালরি হ্রাসের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। ব্যায়াম : একজন ডায়াবেটিক রোগীর দৈনিক অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। একজন ডায়াবেটিক রোগীর হাঁটার মতো মধ্যপন্থী ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের ফলে শরীরের ইনসুলিনের মাত্রা উন্নত হয়, রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায় এবং শরীরের শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। তাই ডায়াবেটিক রোগীদের অবশ্যই প্রতিদিন ব্যায়াম করার অভ্যাস করা উচিত। ওষুধ : ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের পরও যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে একজন ভালো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মৌখিক ওষুধ সেবন করা উচিত। কিছু ওষুধ রয়েছে, যা শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অগুণাশয় উদ্দীপিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু এসব ওষুধের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এসব ওষুধ সেবনের ফলে ওজন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ওষুধ তখনই সেবন করুন, যখন ডাক্তার এতে সম্মতি দেন। ৪. ইনসুলিন : অনেক ডাক্তার ইনসুলিন নেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। টাইপ-২ ডায়াবেটিক রোগীদের অবশ্যই ইনসুলিন নেয়ার কথা বলা হয়।

## ডায়াবেটিসের স্টার্ট চিকিৎসা ইনসুলিন প্যাচ

ডা. শাহজাদা সেলিম

ডায়াবেটিস চিকিৎসার প্রধানতম ওষুধ হলো ইনসুলিন। প্রতিদিন ইনজেকশন দিয়ে ইনসুলিন নেওয়ার ব্যাপারটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীরা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। আবার এমন অনেক ক্ষেত্রে আছে যখন ইনসুলিনের কোনো বিকল্প থাকে না। ইনসুলিন দিয়ে ডায়াবেটিসের চিকিৎসার ব্যয়ও অত্যধিক। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক গবেষণা চলছে। বেশ কিছুদিন আগে ইনহেলার ইনসুলিন বাজারজাত করার পরে সবাই অনেক আশান্বিত হয়েছিল। কিন্তু সেটিও বেশি দিন টেকেনি। ২০১৪ সালে আবার ইনহেলার ইনসুলিন বাজারজাত করা হয়েছে। এটির ফল আশাশ্রম। কিন্তু তার চেয়েও আকর্ষণীয় ও ইনজেকশন নয় এমন ইনসুলিন হাতের নাগালে এসে গেছে। এটি হলো স্টার্ট প্যাচ- যা ত্বকের ওপরে স্থাপন করা অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা আপনি মেপে প্রয়োজন মতো ইনসুলিন নিঃসরণ করবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এর ফলে কোটি কোটি ডায়াবেটিস রোগী কষ্টদায়ক ইনজেকশন নেওয়ার ঝুঁকি-ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে পারবেন। অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তির এই স্টার্ট প্যাচ অনেকটা প্রাস্টিকের মতো চামড়ার সঙ্গে লেগে থাকে এবং এটি আকারে ডাকটিকিটের মতো ছোট। এর সঙ্গে যুক্ত আছে শত শত সূক্ষ্ম সূঁচ বা মাইক্রোনিডল। মাইক্রোনিডলের সঙ্গে ইনসুলিন এবং গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য এনজাইম সংযুক্ত থাকবে। এই প্রযুক্তির মূল বিষয় হচ্ছে ছোট ছোট বৃদ্ধদের মতো 'ইনটেলিজেন্ট ন্যানো-পার্টিকল'। এই বৃদ্ধদের মধ্যে ইনসুলিন এবং গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য এনজাইম সংরক্ষিত থাকবে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'ইনটেলিজেন্ট ন্যানো-পার্টিকল' তা শনাক্ত করবে এবং প্রয়োজন মতো ইনসুলিন নিঃসরণ করবে। একটি স্টার্ট প্যাচ এক নাগাড়ে কয়েকদিন ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজন অনুসারে সময়মতো তা বদলে নেওয়া যাবে।

- সহকারী অধ্যাপক, এডভান্সড ইনোভেশনাল বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

# Kingdom Solicitors

## Commissioner for OATHS

our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650

t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD

FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT

DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2



## বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছেন কাশিফ

বর্তমানে পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট একাডেমির শিক্ষার্থী ১৫ বছর বয়সী কাশিফ কামালী। ইটনে পড়ার খরচ যোগানোর এত বিত্ত নেই পরিবারে। কিন্তু তুখোড় মেধা তাকে ইটনে পড়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। ৭৬ হাজার পাউন্ড সমমানের স্কলারশিপ নিয়ে কাশিফ মর্যাদাপূর্ণ ইটন স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন স্কুলে কাশিফের ক্লাস শুরু হবে। তিনি এখানে এ-লেভেলে গণিত, রসায়ন, ইংরেজি সাহিত্য, বায়োলজি ও ইতিহাস বিষয়ে পড়াশুনা করবেন। কাশিফই প্রথম কোনো বাংলাদেশি যে অভিজাত ইটন স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেলেন। কাশিফের এ সাফল্যে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের এগিয়ে চলার ইতিহাসে নতুন পালক যুক্ত হলো। বাংলাদেশে কাশিফের আদিবাড়ি জগন্নাথপুরের শাহারপাড়া গ্রামে। তিন ভাইবোনের মধ্যে কাশিফ দ্বিতীয়। তার বড় ভাইয়ের নাম ইহতিশাম (২১)। ছোটবোনের নাম তাসনিম।

ইটনে পড়ার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত কাশিফ কামালী। তবে নিজের শেকড় ভুলে না যাওয়ার প্রত্যয়ের কথাও জানিয়েছেন তিনি। কাশিফ বলেন, সারাজীবন ধরে আমার পরিবার আমাদের ভাই-বোনদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এই পরিবেশই আমি বড় হয়েছি। কাশিফ কামালি বলেন, ইটনে যারা পড়াশোনা করেন; তাদের মতো বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে আমি পরিচিত নই। ফলে এটা আমার জন্য বিরাট সুযোগ। আমি তা দু'হাত ভরে গ্রহণ করব। কিন্তু নিজেকে আমি বদলাবো না। আমি ভুলে যাবো না; আমার শেকড় কোথায়। নিজের এই অর্জনের জন্য সব কৃতিত্ব কাশিফ তার বাবা শাহকে দিয়েছেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও কাশিফের বাবা হিপ্রো বিমানবন্দরে কাজ করেন। তার বাবার জন্ম যুক্তরাজ্যে হলেও মায়ের জন্ম বাংলাদেশে। ডেইলি মেইলকে দেয়া সাক্ষাতকারে বাবাকে নিজের জীবনের 'নায়ক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কাশিফ। তার মতে, বাবাই তার মধ্যে নৈতিক শক্তির যোগান দিয়েছেন। এটাই তাকে সহযোগিতা করেছে এ পর্যায়

আসতে। কাশিফের পরিবারে এর আগে কেউ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করেননি। কাশিফ বলেন, আমার বাবার শরীরে অনেক আঘাত রয়েছে। তার হাঁটু ভাঙা ও পায়ে সমস্যা রয়েছে। এরপরও তিনি কাজ করতে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন। তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে কাজ করতে হবে। তিনি প্রতিদিন হিপ্রো বিমানবন্দরে অভিযান কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতে লন্ডন ঘুরে যেতেন। নিজের পরিবারের ভালো জীবনের জন্য তিনি সব সময় চেষ্টা করছেন। তিনিই আমার জীবনের নায়ক। কাশিফ এখন ফরেস্ট গেট কমিউনিটি স্কুলে পড়াশোনা করছেন। এই স্কুলের দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীই সুবিধাবঞ্চিত। স্কুলটি দেশটির জিসিএসই র্যাংকিং-এ সাক্ষ্যকালীন স্কুল বিভাগে ১৪তম স্থান অর্জন করেছে। সবগুলো পরীক্ষায় এ স্টার পাওয়া কাশিফ বলেন, ইটন একটি অসাধারণ স্কুল, সম্ভবত দেশের অন্যতম সেরা। তবে ফরেস্ট গেট স্কুলে শিক্ষকরা আমাকে যা শিখিয়েছেন তা অনেক বেশি।

এটনের শিক্ষার্থীরা সাধারণত রাজা-রানি, লর্ডস ও বিচারপতিদের সন্তান। এখানে (ফরেস্ট গেট) অনেক সামাজিক সমস্যা রয়েছে। অপরাধী চক্র, মাদক, দারিদ্র্য নিউহ্যাম এলাকার সাধারণ সমস্যা। ইটনের শিক্ষকদের এটা মোকাবেলা করতে হয় না। ১৪৪০ সালে ব্রিটিশ রাজা ষষ্ঠ হেনরি ইটন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে দেশটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি পড়াশোনা করেছেন। এর মধ্যে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং দেশটির বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসনও রয়েছেন। বরেন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পিবি শেলি, জর্জ ওরওয়েল, হিউ লরি ও ড্যামিয়েন লুইসও এ স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। স্কলারশিপ পেয়ে ফরেস্ট গেট স্কুল থেকে কাশিফের আগে আরেক শিক্ষার্থী ইটনে গিয়েছিলেন। ইশাক আইরিফ নামের ওই শিক্ষার্থী ২০১৪ সালে স্কুলটিতে ভর্তি হন। তিনি এখন স্কুল অব আফ্রিকান অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ বিষয়ে পড়াশোনা করছেন।

## সেফ এমপ্লয়েডদের জন্য দুঃসংবাদ

সেফ এমপ্লয়েড লোকজনের উপর ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স বিল বৃদ্ধির প্রস্তাবের কারণে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফিলিপ হ্যামন্ড বলেন, সেফ এমপ্লয়েড লোকের সংখ্যা 'নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে'। তিনি বলেন, যাঁরা নির্দিষ্ট চাকরি করে নিয়মিতভাবে ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স বিল দেন তাঁদের সাথে সেফ এমপ্লয়েডদের পরিচয় করা বিলের অনেক তফাৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি অন্যায্য। এ কারণে চতুর্থ ক্যাটাগরির ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স (এনআই) বিলের হার এই বছর ৯ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা হবে এবং ২০১৯ সালে গিয়ে এই হার ১১ শতাংশে নির্ধারণ করা হবে। বাজেট ঘোষণার সাথে সাথেই কনজারভেটিভ সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে নানা মহল থেকে। দলটি ভ্যালু এডেড ট্যাক্স (ভিএটি), ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কন্ট্রিবিউশন (এনআইসি) ও ইনকাম ট্যাক্স বৃদ্ধি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নির্বাচনের আগে। তবে সরকারের মন্ত্রীরা বলছেন, এনআই বৃদ্ধি না করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেটি এমপ্লয়েডদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেফ এমপ্লয়েডদের ক্ষেত্রে নয়।

এদিকে, বয়োবৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ইংল্যান্ডের সোশ্যাল কেয়ার বাজেটে তীব্র ঘাটতির কথা স্বীকার করে ফিলিপ হ্যামন্ড আগামী তিন বছরে অতিরিক্ত দুই বিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ দিয়ে বলেন, এই অর্থ ব্যবহার করে 'বিভিন্ন কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ নতুন কেয়ার প্যাকেজ গ্রহণ করতে পারবে'। চলতি বছরের শেষ নাগাদ সোশ্যাল কেয়ারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা ঘোষণা করবে বলেও জানান চ্যান্সেলার। এদিকে, লন্ডনকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে এর উন্নয়নে মেয়রের হাতে নতুন ক্ষমতা দেওয়ারও প্রস্তাব করেছেন ফিলিপ হ্যামন্ড। রাজধানী শহরের রাস্তা-ঘাট, রেলপথ ও আভ্যারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কের উন্নয়ন সাধন করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্রেস্টিট-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় লন্ডন মেয়র সাদিক খান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন বলে আশা করছে সরকার। বাজেট ঘোষণায় উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন খাত সম্পর্কে আরও বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বিজনেস রেইট: আধুনিক ডিজিটাল যুগে বিজনেস

রেইটকে নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেন চ্যান্সেলার। বাজেট প্রস্তাবে ফিলিপ হ্যামন্ড বলেন, যেসব পাব-এর রেইটেবল ভ্যালু ১শ হাজারের কম তাদেরকে ২০১৭ সালে বিজনেস রেইটের বিলে ১ হাজার পাউন্ড ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। বিভিন্ন কাউন্সিলকে ৩শ মিলিয়ন পাউন্ড সরকারী তহবিল বরাদ্দের ঘোষণা দিয়ে চ্যান্সেলার বলেন, যেসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কঠিন সময় পার করছে সেগুলোকে বেছে বেছে স্থানীয় কাউন্সিল নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রেইট রিবিফ দেবে ওই অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে।

শিক্ষা খাতও ভবিষ্যতে কারিগরি শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ট্যাকনিকেল কোয়ালিফিকেশনের জন্য 'টি-লেভেলস' চালু করা হবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে বছরে ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করা হবে। এর পর এই বিনিয়োগ ক্রমাগতভাবে আরও বাড়ানো হবে। এতে ১৬-১৯ বছর বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করবে এবং তাদের কোয়ালিফিকেশন অর্জনের অংশ হিসাবে তিন মাসের ওয়ার্ক প্লেইসমেন্ট গ্রহণ করবে। অন্যদিকে, আরও ১১০টি নতুন ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে সরকার। বর্তমানে ৫০০টি ফ্রি স্কুলে অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি আছে সরকারের। এছাড়া যেসকল ছাত্রছাত্রী ফ্রি স্কুল মিল পায় তাদের জন্য ফ্রি স্কুল ট্রান্সপোর্টের ঘোষণাও আছে বাজেটে। তামাক ও মদ : তামাক ও মদের উপর নতুন কোনো ট্যাক্স আরোপের ঘোষণা নেই বাজেটে, যদিও ধারণা করা হয়েছিল ট্যাক্স বাড়ানো হতে পারে। যেসব সিগারেটের প্যাকেটের মূল্য সর্বনিম্ন ৭.৩৫ পাউন্ড সেগুলোতে নতুন ট্যাক্স আরোপের প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে।

আঞ্চলিক বরাদ্দ: স্কটিশ সরকারের জন্য অতিরিক্ত ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ড, ওয়েলশ সরকারের জন্য অতিরিক্ত ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড আর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের নতুন নির্বাহী পরিষদকে অতিরিক্ত প্রায় ১২০ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দিয়ে চ্যান্সেলার ফিলিপ হ্যামন্ড বলেন, এর মাধ্যমে আমরা আবারও দেখাতে চাই যে 'ত্রৈকবন্ধ যুক্তরাজ্যই শক্তিশালী যুক্তরাজ্য'। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৯০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং মিডল্যান্ডসের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২৩ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বাজেটে।

## জয়-পরাজয়ের নেপথ্যে

নির্বাচনে বিএনপির একক প্রার্থী থাকলেও সিলেটের ওসমানীনগর ও সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর দুই উপজেলাতেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নিজ দলের নেতারা। আওয়ামী লীগের এ কোনদলের ফায়দা নিয়ে জয়ের মালা গলায় পরেছেন বিএনপি প্রার্থীরা। ওসমানীনগরে নৌকা ও ঘোড়াকে ডিঙিয়ে ধানের শীষ নিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ময়নুল হক চৌধুরী। আর জগন্নাথপুরে নৌকা ও আনারসকে পেছনে ফেলে ধানের শীষ নিয়ে বিজয় ঘরে তুলেছেন বিএনপি প্রার্থী আতাউর রহমান। দলে একক প্রার্থী হওয়ার সুবিধা পেয়েছেন তারা।

দুই উপজেলার মধ্যে ওসমানীনগরে মূল লড়াইয়েই আসতে পারেননি আওয়ামী লীগ প্রার্থী আতাউর রহমান। বিজয়ী প্রার্থী বিএনপির ময়নুল হক চৌধুরীর ভোটার অর্ধেকও তিনি নিজের বাঞ্ছা করতে পারেননি। তবে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী আখতারুজ্জামান চৌধুরী জগলু ছেড়ে কথা কহনি বিজয়ী প্রার্থীকে। ঘোড়া প্রতীক নিয়ে ময়নুল হকের একদম ঘাড়ের ওপরই নিঃশ্বাস ফেলেছেন জগলু চৌধুরী। ২ হাজার ১শ' ভোটার ব্যবধানে হার মানেন তিনি। নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী ময়নুল হক চৌধুরী দলীয় প্রতীক ধানের শীষে ভোট পেয়েছেন ২০ হাজার ৭৭৮টি, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জগলু চৌধুরী ঘোড়া প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১৯ হাজার ৬৭৮ ভোট, আওয়ামী লীগের মূল প্রার্থী আতাউর রহমান তার নৌকার বাঞ্ছা করতে পারেননি ৯ হাজার ৮০৯ ভোট, জাতীয় পার্টির প্রার্থী শিকির আহমদ লাঙ্গল নিয়ে পেয়েছেন ২ হাজার ৪২৪ ভোট। নির্বাচনে নিজেদের একক প্রার্থী থাকলে ফল যে উলটে যেতে পারত সেটা দিনশেষে ভালোই বুঝেছেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা। আবার কেউ বলছেন, আওয়ামী লীগের প্রার্থী বাছাইই ঠিক হয়নি। একসময়ের জনতা পার্টির নেতা আতাউর রহমানকে এখনো অনেকেই মনেপ্রাণে আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তাই তারা ভোট চেলেছেন বিদ্রোহীর বাঞ্ছা। আর সেটাই সুযোগ হয়ে ধরা দিয়েছে বিএনপি প্রার্থীর সামনে। দলীয় বিদ্রোহের কারণে ওসমানীনগর উপজেলা থেকে একেবারে শূন্য হতেই ফিরতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে। ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি প্রার্থী গয়াস মিয়া। অবশ্য টেলিভিশনের কারণে এ পদে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না। গয়াস মিয়া ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ২৯ হাজার ৭০৮ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ফেরদৌস খান তালা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২১ হাজার ১৪৭ ভোট। নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী থাকলেও তাকেও বিপুল ভোটে হার মানতে হয়েছে বিএনপি প্রার্থীরা কাছে। বিএনপি প্রার্থী মুসলিমা

আজার চৌধুরী ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৫ হাজার ৫৩৪টি। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী মুক্তা পারভীন নৌকা প্রতীকে ১৬ হাজার ৬০ ভোট পেয়েছেন। জগন্নাথপুরেও বিদ্রোহের কারণে হারতে হয়েছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে। অবশ্য এ উপজেলায় মূল লড়াইয়েই ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী সৈয়দ আকমল হোসেন। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মুক্তাদীর আহমদ মুক্তাকে তৃতীয় অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। দুজনের এ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে চেয়ারম্যানের পদটি দখল করেছেন বিএনপি প্রার্থী আতাউর রহমান। যিনি গেলবার হার মেনেছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আকমল হোসেনের কাছে। এবার জয়ী হয়ে প্রতিশোধ নিলেন আতাউর রহমান। নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আতাউর রহমান ধানের শীষে ভোট পেয়েছেন ২৯ হাজার ৯১৪টি, আওয়ামী লীগের মূল প্রার্থী আকমল হোসেন নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২৫ হাজার ১৯৮ ভোট, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মুক্তাদীর আহমদ মুক্তা আনারস প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১৩ হাজার ৬১৫ ভোট। ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়ে এ উপজেলায় আওয়ামী লীগের মুখ রেখেছেন বিজন কুমার দেব। নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি ভোট পেয়েছেন ২০ হাজার ২৪২ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী সোহেল আহমদ খান টুনু ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৫ হাজার ৩৩৮টি। নারী চেয়ারম্যান পদে অবশ্য বিএনপি প্রার্থীর কাছে হার মানতে হয়েছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে। বিএনপি প্রার্থী ফারজানা বেগম ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ২৮ হাজার ১৪৬ আর আওয়ামী লীগ প্রার্থী হাজেরা বারী নৌকা প্রতীক নিয়ে ২৩ হাজার ৮৩০টি ভোট পেয়েছেন।

দলে বিদ্রোহ নির্বাচনের আগে সংঘর্ষ সবমিলিয়ে ভোটার পরিবেশ উত্তেজনা হলেও শেষমেশ দুই উপজেলাতেই ভোট হয়েছে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনের আগে দুই উপজেলায় উত্তেজনা থাকলেও নির্বাচনের দিন সব উত্তাপ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। দুই উপজেলাতেই ভোটার উপস্থিতি ছিল কম। ওসমানীনগরে ভোট দিয়েছেন ৪০ ভাগ ভোটার। বাকি ৬০ ভাগ ভোটারই তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে ভোটকেন্দ্রে আসেননি। আর জগন্নাথপুরে ৫৯ ভাগ ভোটারই কেন্দ্রে হাজির ছিলেন না। নতুন উপজেলা ঘোষিত হওয়ার পর প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হওয়ায় ওসমানীনগরের ভোট নিয়ে প্রথম দিকে ভোটারদের বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের আগে সংঘর্ষে দুজনের প্রাণহানির ঘটনায় উৎকণ্ঠা ভর করে ভোটারদের মনে। যার প্রভাব পড়ে নির্বাচনের দিনে। অন্যদিকে প্রবাসীদের অংশগ্রহণ না থাকায় জগন্নাথপুরের নির্বাচন শুরু থেকেই অনেকটাই প্রাণ হারিয়ে ফেলেছিল। ভোটের দিন এরই প্রভাব পড়ে।



# বাংলা টাউন ক্যাশ এন্ড ক্যারি



**আমাদের এখানে রয়েছে ফ্রেশ মাছ, হালাল মাংস, তাজা শাক-সজিসহ গৃহস্থালী সকল পণ্য।**

CELEBRATING

## 20

TH ANNIVERSARY

**বাংলা টাউন ক্যাশ এন্ড ক্যারি আপনার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান দিয়ে থাকে।**

ফ্রি পার্কিংয়ের সুবিধা

**All major Credit & Debit Card welcome**



**67-77 Hanbury Street  
London E1 5JP  
T : 020 7377 1770**

FREE RAFFLE DRAW

REGISTER YOUR DETAILS AT THE STORE

1st PRIZE

BIMAN AIRLINE TICKET

2nd PRIZE

MINI IPAD

3rd PRIZE - DIGITAL CAMERA





## ড. আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদক  
মাসিক যাইতুন

প্রশ্নঃ মানুষ ছাড়া অন্যান্য পশু-পাখি বা জিনিসপত্রের নাম রাখা বা সেই নামে ডাকা জায়েজ আছে কি? দলীলসহ বিস্তারিত লেখার জন্যে অনুরোধ করছি।

উত্তরঃ হ্যাঁ, মানুষ ছাড়া নিজের যে কোন প্রাণী, পালিত পশু পাখি এমনকি নিজের যেকোন ব্যবহার্য জিনিস-পত্রের নাম রাখা ও সেই নামে ডাকা জায়েজ আছে।

তবে মনে রাখতে হবে, এমন নাম বা শব্দ দিয়ে ডাকা যাবে না, যার অর্থ খারাপ। নিজের জিনিসের দেওয়া নাম যদি খারাপ হয়, তার একটা প্রভাব নিজের ওপর পড়তে পারে আর এতে তো নিজের ইমান-আক্বীদা ও রুচির পরিচয় বহন করে।

আল্লাহ তায়ালার নিজেরও ৯৯টার বেশি নাম



# মাসআলা-মাসাইল

আছে। কিন্তু সবগুলোই সুন্দর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)রও একাধিক নাম ছিলো।

এ সম্পর্কে একটা ঘটনা বলি আপনাকে- একবার রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে একটা দুধেলা ছাগী আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কে এই ছাগীটা দুধ দুইয়ে দিতে পারবে? তখন এক লোক উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম কি? লোকটি বললেন- মুররা (মানে- তিতো বা টক)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন বসো। এবার তিনি আহ্বান করলেন অন্য কাউকে। এবার আরেকজন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার নাম কি? তিনি বললেন- হারব (মানে- যুদ্ধ)। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- তুমি বসো। এবার তিনি আবার আহ্বান করলেন- কে এই ছাগীর দুধ দুইতে পারবে? এবারও আরেকজন উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার নাম কি? তিনি বললেন- ইয়াইশ (মানে- বেঁচে থাকে)। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- ঠিক আছে- তুমি দুইয়ে দাও ছাগীটা। (মুয়াত্তা)।

এর মানে হলো- তিনি যার নামের অর্থ ভালো, বা যার নাম ভালো তাকে দিয়েই এই কাজটা

যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজেই মানুষকে সম্মানিত করেছেন সেখানে আমরা তাকে হেয় করা বা ছোট করা ঠিক হবে না। আল্লাহ যেন কোনো মৃত ব্যক্তিকে অসম্মান করাকেও নিষেধ করেছেন। ফলে জীবিত কাউকে গরু-ছাগল বা গাধা বলাটা অনুচিত।

করালেন। এছাড়া সহীহ ইবনে হিব্বানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (স) এর পালিত পশু ও ব্যবহৃত তৈজস পত্রেরও নাম ছিলো। যেমন তাঁর রূপাখঁচিত তরবারির নাম ছিলো যুল-ফিক্বার, তাঁর বর্মের নাম ছিলো বায়দা তাঁর একটা ঘোড়ার নাম ছিলো মুরতাজায়, আরেকটার নাম ছিলো সাকাব। তাঁর দুলদুল নামের একটা খচ্চর ছিলো, তাঁর উটের নাম ছিলো আল-ক্বাসওয়া, তাঁর গাধার নাম ছিলো ইয়াফুর, এমনকি তাঁর আয়নার নাম ছিলো আল-মিদাল্লাহ। এভাবে অন্যান্য সাহাবাদের জিনিসপত্রের নামও

ছিলো এবং তাঁরা এই নামে ডাকতেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, আমরা আমাদের যে গৃহপালিত জন্তু, গবাদি পশু-পাখিদের নাম দিতে পারি, জিনিসপত্রের নামও দিতে পারি। তবে নাম যেন ভালো হয়। বিশেষ করে, বাচ্চারা এই ধরণের নাম দেওয়াকে খুবই পছন্দ করে। আমার মেয়েরা তাদের ব্যবহৃত জিনিসের নাম দিয়েছে ও সেই নামে ডাকে ও খোঁজে। যেমন তাদের বালিশের নাম আছে, লেপের নাম আছে। তাদের ব্যাগের নিজস্ব নাম আছে। আমার কাছে এটা খুব মজার লাগে। দেখুন তো, আজ থেকে ঘরে এর কিছু প্রচলন করতে পারেন কি-না?

প্রশ্নঃ কোন মানুষকে গরু বা গাধা বলা ঠিক কি-না? যেমন আমরা বলি- তুই একটা গরু বা গাধা বা ছাগল ইত্যাদি?

উত্তরঃ আমার আগের প্রশ্নোত্তরে এর কিছুটা উত্তর এসে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ বলেছেন যে, আমি বনী আদমকে বা আদমের সন্তানদেরকে অনেক সম্মান দান করেছি (সূরা আল-ইসরাঃ ৭০), তিনি আরো বলেছেন যে- আমি মানুষদের সর্বোত্তম অবয়বে তৈরি করেছি (সূরা আত-তীনঃ ৪)।

যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজেই মানুষকে সম্মানিত করেছেন সেখানে আমরা তাকে হেয় করা বা ছোট করা ঠিক হবে না। আল্লাহ যেন কোনো মৃত ব্যক্তিকে অসম্মান করাকেও নিষেধ করেছেন। ফলে জীবিত কাউকে গরু-ছাগল বা গাধা বলাটা অনুচিত। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় হাস্যোচ্ছলে বা রূপক অর্থেও বলি। কিন্তু এটা না বলা উচিত। আমাদের রাসূল (সাঃ) বা সাহাবায়ে কেয়াম ও উলামায়ে কেয়ামের কাছে থেকে আমরা এই ধরণের কোন আমল দেখিনি না শিখিনি। আমরা যদি কেউ এই ধরণের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকি, আজ থেকে সেটা পরিহার করি। কারণ এখানে ভালো কিছু নেই। আমরা সবাই কিন্তু কম বেশি ভুল করি, কম বেশি বোকা। তাই বলে আপনাকে আমাকে যদি কেউ গরু-গাধা বা ছাগল বলে সেটা কেমন শোনাবে? আমাদের মনে কেমন লাগবে? যেটা আমরা নিজের জন্যে পছন্দ করি না সেটা অন্যের জন্য কেন করব। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, তোমার ভাইয়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করো যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো।

## ঈমানের পরিচয়

### মো: মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

ঈমান হচ্ছে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, জিহ্বা দিয়ে বলা আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তা কাজে পরিণত করা। রাসূল সা: বলেছেন, 'ঈমান হচ্ছে- অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, জিহ্বা দিয়ে বলা আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে তা কাজে পরিণত করা' (আশ-শরিয়াহ, ১৩১ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈমান হচ্ছে মনন, বলা ও করা। আর সব কাজই ঈমান নামের শামিল।

ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেয়াম এবং তাদের পরবর্তী তাবেঈনদের ইজমা আছে (আকিদাতুল মুসলিমিন ২য় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)। এ জন্যই মনে হয় আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের ৭০টি আয়াতে ঈমান ও আমলের কথা মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন (কিতাবুশ শারিয়াত, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈমান যখন বিনা কাজে শুধু কথাতো হবে তখন তা কুফরি হবে। আর যখন তা শুধু কথা ও কাজে হবে বিনা মননে তখন তা মুনাফিকি হবে। আর যখন তা সূনাত মোতাবেক না হয়ে কেবল কথা ও কাজ এবং

নিয়ত অনুযায়ী হবে, তখন তা বিদআত ও মনগড়া হবে (কিতাবুল ঈমান, ১৫২ পৃষ্ঠা)।

এখন কোনো মুসলিমের মাঝে যদি ইসলামের কোনো একটি ইবাদত দেখা না যায় তাহলে এটি বলা খুবই কঠিন সেই ব্যক্তি সত্যিই মুসলমান কিনা। তবে কোনো ব্যক্তিকে যদি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে দেখা যায়, জাকাত দিতে দেখা যায়, যদি দেখা যায় সে ইসলাম যে কাজগুলো করতে নিষেধ করেছে সেগুলো থেকে বিরত থাকে, তা হলে নিশ্চিতরূপে বলা যায় সে একজন মুসলিম।

ঈমানের মূল ঈমানের মূল ছয়টি। সেগুলো হচ্ছে- আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান, তাঁর ফেরেশতামঞ্জীর প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান। কুরআনুল কারিম এবং সহিহ হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী উক্ত ঈকনসমূহের প্রত্যেকটির প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিকে অস্বীকার করবে, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'রাসূলের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে অহি অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে তিনি এবং মুমিনগণ মনে-

প্রাণে বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা সবাই ঈমান এনেছেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতামঞ্জীর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তাঁরা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কাছে মা চাই এবং আপনারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে' (আল কুরআন, সূরা বাকারা-২৮৫)।

তাছাড়া রাসূল সা:-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ঈমান হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতামঞ্জীর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা' (সহিহ মুসলিম)।

ঈমানের ধ্বংস

ঈমান ধ্বংসের কারণ ১০টি : ১. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা।

২. নিজের ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতা সাব্যস্ত করে তাদের

ওপরেই ভরসা রাখা। ৩. মুশরিককে মুশরিক বা কাফেরকে কাফের না বলা বা তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করা কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক ভাবা। ৪. এ বিশ্বাস করা যে, অন্যের আদর্শ নবী সা:-এর আদর্শের চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ। কিংবা এ বিশ্বাস করা যে, অন্যের বিধান নবী সা:-এর বিধান অপো অধিক উত্তম। ৫. রাসূল সা: আনীত কোনো বস্তুকে ঘৃণার চোখে দেখা। এ অবস্থায় সে কাফের বলে গণ্য হবে যদিও সে ওই বস্তুর ওপর বাহ্যিকভাবে আমল করে। ৬. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে বা তার পুরস্কার কিংবা শাস্তিকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। ৭. জাদু-টোনা করা। ৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা। ৯. ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম মানলে জান্নাত পাওয়া যাবে এটি ভাবা। ১০. সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা।

লেখক : প্রভাষক, টিভি আলোচক, প্রাবন্ধিক

## মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh

65 New Road, London E1 1HH.

Email: kalamahsan@hotmail.com



তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
১০ মার্চ	শুক্রবার	৪:৪৬	৬:২৩	১২:১৬	৪:০২	৬:০০	৭:২২
১১ মার্চ	শনিবার	৪:৪৩	৬:২০	১২:১৫	৪:০৪	৬:০১	৭:২৩
১২ মার্চ	রবিবার	৪:৪১	৬:১৮	১২:১৫	৪:০৫	৬:০৩	৭:২৫
১৩ মার্চ	সোমবার	৪:৩৯	৬:১৬	১২:১৫	৪:০৭	৬:০৫	৭:২৬
১৪ মার্চ	মঙ্গলবার	৪:৩৭	৬:১৪	১২:১৫	৪:০৮	৬:০৭	৭:২৮
১৫ মার্চ	বুধবার	৪:৩৪	৬:১১	১২:১৪	৪:০৯	৬:০৮	৭:২৯
১৬ মার্চ	বৃহস্পতিবার	৪:৩২	৬:০৯	১২:১৪	৪:১১	৬:১০	৭:৩১



# সেই শ্রীলঙ্কাতেই মুশফিকের বৃত্তপূরণ

# একসঙ্গে দুই বন্ধু

ঢাকা, ৭ মার্চ : সংবাদ সম্মেলনে দু-তিনটি প্রশ্নের পর অমোঘ সেই প্রশ্নটি উঠল। মুশফিক, এই টেস্টে আপনি তো আর উইকেটকিপার নন, তো কেমন উপলব্ধি হচ্ছে আপনার? ডায়ালগে একা বসে বাংলাদেশের অধিনায়ক। দৃষ্টির উজ্জ্বল্য নিভে গেল দপ করে। মুখে জোর করে আটকে রাখা হাসি। নিচে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার খালেদ মাহমুদ যেন উৎসুক শ্রোতা ও দর্শকের যুগল ভূমিকায়।

মুশফিকের বুকের মধ্যে কিছু ঢেউ ভাঙচুর হয়ে যেন শান্ত হয়ে আছড়ে পড়ল, 'একটু অন্য রকম তো লাগবেই।' এত দিন ধরে কিপিং করেছি... 'সম্পূর্ণরূপে বাক্যেই প্রকাশিত হলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক, 'আমি এত দিন ধরে বলে এসেছি, কিপিং সব সময় আমাকে সাহায্য করত। উইকেটের পেছনে থেকে বুঝতে পারতাম উইকেটের আচরণ কেমন। এটা আমার ব্যাটিংয়েও কাজে লাগত। কিন্তু দল থেকে আমাকে যা করতে বলা হবে, তা তো করতেই হবে। আমি খুশি। চেষ্টা করব, ওপরে খেলে দলের জন্য যতটা পারি অবদান রাখতে।' তার মানে মুশফিকই পরিষ্কার করে দিলেন, স্বেচ্ছায় তিনি উইকেটকিপিং ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেননি। টিম ম্যানেজমেন্ট চেয়েছে বলেই সরে দাঁড়িয়েছেন। হয়তো আরও ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে বলেই তিনি এটা মেনে নিয়েছেন।

তার মানে তাঁর ব্যাটিং প্রতিভা ও সামর্থ্য কাজে লাগানোর জন্যই এই সিদ্ধান্তটি হয়নি। গত দুটি সফরে এবং নিকট অতীতে উইকেটকিপিংয়ে যে ভুলগুলো তাঁকে সমালোচনার ছল ফোটাচ্ছিল, সেসবও বিবেচনায় এসেছে। তাহলে মুশফিকের রহিম এখন অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান। ব্যাটিং ও অধিনায়কত্ব মিলিয়ে বাংলাদেশের

পারফরম্যান্সের লেখচিত্রকে তিনি ওপরের দিকে তুলে নেন। ঠিক যেমনভাবে শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা এবং নিউজিল্যান্ডের ব্রেভন ম্যাককালাম ওপরের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের দলকে। মুশফিককে সাঙ্গাকারা ও ম্যাককালামের মতোই হতে হবে।



অ্যাডাম গিলক্রিস্ট বা মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো হতে চাইলে হবে না। সে যতই তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলুন, উইকেটের পেছনে থাকলে ব্যাটিংয়েও একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ত। যা-ই হোক, হাতের গ্লাভস খুলে ফেলার মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কাতেই একটা বৃত্তপূরণ হয়ে যাচ্ছে মুশফিকের। এই শ্রীলঙ্কাতেই টেস্ট উইকেটকিপার হিসেবে অভিষেক। দীর্ঘদিনের কাভারি খালেদ মাসুদকে সরিয়ে মুশফিক উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন পি সারা ওভালের টেস্টে। তারিখ ৩ জুলাই, ২০০৭। সেই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেই খেলেছিলেন ৮০ রানের এক বলমলে ইনিংস। যে দেশের মাটিতে ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল যৌথ ভূমিকায়, সে দেশের মাটিতেই প্রায় নয় বছর পর ভূমিকা বদল। কী অভূত! নিয়তি কখনো কখনো এমন ঘটনাচক্র সাজিয়ে রাখে।

মুশফিক তাঁর ৫২ টেস্টের ক্যারিয়ারে মাত্র পাঁচবার উইকেটের পেছনে দাঁড়াননি। তবে সেসব ক্ষেত্রে ব্যাটিংয়ের শক্তি বাড়ানো কিংবা গ্লাভস হাতে তাঁর ভুলচুকগুলো বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। ২০০৫ সালে লর্ডসে ইতিহাসের অন্যতম কনিষ্ঠ খেলোয়াড়

দেশের মাটিতে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টানা তিন টেস্টে উইকেটের পেছনে দাঁড়াতে পারেননি আঙুলে চোটের কারণে। আর এই তিন টেস্টে যিনি হাতে পরেছিলেন গ্লাভস, সেই লিটন দাসের হাতেই দায়িত্ব সঁপে দিয়ে সরে যাচ্ছেন মুশফিক। কাল গল স্টেডিয়াম মাঠের মাঝখানে যখন অনুশীলন শেষ করে গ্লাভস-প্যাড আর ব্যাট বুক জড়িয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরছেন লিটন, মুশফিকের দৃষ্টি তাঁকে যেন খুঁজে ফিরল অপাঙ্গে। তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা-ব্যাপারটি ঠিক তেমন নয়। অধিনায়ক তাঁর নতুন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের পদক্ষেপের মধ্যে হয়তো আত্মবিশ্বাসই খুঁজে পেতে চাইলেন। টেস্ট ক্রিকেটে ক্রমোন্নতির ধারায় বাংলাদেশ একজনই আত্মবিশ্বাসী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানই তো চায়। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে একঝলক বাক্য বিনিময়কালে লিটনকে আত্মবিশ্বাসীই মনে হলো, 'অবশ্যই এই সিরিজে ভালো করতে চাইব। এটা আমার নতুন শুরু।' লিটনের মতো নতুন শুরু যে চায় গোটা বাংলাদেশও।

## তুষার-আলো জ্বলছেই



ঢাকা, ৭ মার্চ : শাহরিয়ার নাফীসের সোজাপটা কথা। তুষার ইমরানকে দেখে তাঁরা শিখছেন। তাঁর কাছ থেকেই নিচ্ছেন অনুপ্রেরণা। সেটারই ফল বিকেএসপিতে ওয়ালটন মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে বিসিএলের শেষ রাউন্ডের ম্যাচের দ্বিতীয় দিন শেষে প্রাইম ব্যাংক দক্ষিণাঞ্চলের ৮ উইকেটে করা ৭০১ রান। শাহরিয়ারের ১৭০ রানে অপরাধিত থাকাও কি নয়!

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৬ বছরের অভিজ্ঞতার আলোয় আলোকিত এবার তুষার ইমরান। জাতীয় লিগের শেষ তিন ম্যাচে সেঞ্চুরি করার পর বিসিএলেও আছেন উভুঙ্গ ফর্মে। এক ম্যাচ আগে বিসিবি উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। কাল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরি করলেন দক্ষিণাঞ্চলের এই ব্যাটসম্যান। মজার ব্যাপার হলো, উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে করা ডাবল

সেঞ্চুরিতে শাহরিয়ারের সঙ্গে ২১৫ রানের জুটি হয়েছিল তুষারের। কাল ওয়ালটনের বিপক্ষেও চতুর্থ উইকেটে ঠিক ২১৫ রানেরই জুটি হলো দুজনের। মহিরুহ হয়ে ওঠা এই দুই ব্যাটসম্যানের সামনে অসহায় হয়ে পড়া মধ্যাঞ্চলের চার বোলায় দিয়েছেন এক শর ওপরে রান। সবচেয়ে বেশি ২০২ রান দিয়েছেন শুভাগত হোম। অবশ্য সবচেয়ে বেশি ৩ উইকেটও গেছে তাঁরই দখলে।

শাহরিয়ার মুঞ্চ অগ্রজ সতীর্থের এমন ব্যাটিংয়ে, 'তুষার ভাই অসাধারণ খেলছেন। আজ (গতকাল) তো পায়ের মাংসপেশিতে টান পড়ায় বাজে শট খেলে আউট হয়ে গেলেন। নইলে কোথায় গিয়ে থামতেন কে জানে!' বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এর আগে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি ছিল শুধু অলক কাপালি ও মোসাদ্দেক হোসেনের। শাহরিয়ারের ডাবল সেঞ্চুরি একটি। দ্বিতীয়টির দেখা আজই পেয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। পাঁচ নম্বরে নেমে কাল দিন শেষে ১৭০ রানে অপরাধিত বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। আজ তাঁর ইনিংস আর ৩০ রান যোগ হলেই হয়তো ইনিংস ঘোষণা করে দেবে দক্ষিণাঞ্চল। তাতে ইনিংস ব্যবধানে জিতে শিরোপা জয়ের একটা সম্ভাবনা থাকে। পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এই রাউন্ড শুরু করেছে দক্ষিণাঞ্চল।

সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তাদের আগে আছে শুধু বিসিবি উত্তরাঞ্চল। শেষ রাউন্ডের ম্যাচেও দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত তারা ই এগিয়ে। তবে কাল দিনের শুরুটা ভালো ছিল না তাদের জন্য। ফতুল্লায় ইসলামী ব্যাংক পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম দিনে ৫ উইকেটে ৩০৫ রান করলেও কাল মাত্র ৬৯ রানে পড়ে যায় শেষ ৫ উইকেট। পূর্বাঞ্চলের পেসার আবুল হাসান এক ওভারেই তুলে নেন ধীমান ঘোষ ও ফরহাদ রেজার উইকেট।



ঢাকা, ৭ মার্চ : অধিনায়ক যা ইঙ্গিত দিলেন, তাতে আপনারা দুই বন্ধু তো একসঙ্গে খেলছেন?

মেহেদী হাসান মিরাজ প্যাড, গ্লাভস ও ব্যাট একসঙ্গে কীভাবে সামলাবেন ভেবেই পাচ্ছিলেন না। সদা হাস্যমুখর, হাসলে মিরাজকে দারুণ দেখায়। খানিক অবাক হওয়ার ভান করলেন বাংলাদেশের তরুণ অফ স্পিনার (অলরাউন্ডার না বললে মিরাজ অবশ্য আপত্তি করতে পারেন), 'তাই নাকি? মুশফিক ভাই নিশ্চিত করে বলেছেন এ কথা?' যখন বলা হলো অধিনায়ক যেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে নিশ্চিতই বলা যায়। 'আলহামদুলিল্লাহ! জানেন, কত দিন ধরে এটা আমি ভাবছি, কবে মোস্তাফিজের সঙ্গে টেস্ট দলে খেলতে পারব। সেই স্বপ্নটা তাহলে পূরণ হতে চলেছে।'

এই দুই বন্ধু বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান ও অফ স্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ। দুজন সেই অনূর্ধ্ব-১৬ দল থেকে সঙ্গী। ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিরাজই ছিলেন এগিয়ে। মোস্তাফিজের অধিনায়কও ছিলেন মিরাজ। কিন্তু ২০১৫ সালটাই এগিয়ে দেয় মোস্তাফিজকে। সেই যে পাকিস্তানের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে অভিষেক, তারপর ওয়ানডে ক্রিকেট ও টেস্ট ক্রিকেট দিয়ে ক্রিকেট পৃথিবীকে সাড়য়েরে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে দেওয়া। মিরাজ বন্ধু মোস্তাফিজকে অনুসরণ করেই এগোতে চেয়েছেন। অবশেষে তাঁর অভিষেক হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে এবং সেটিও আলোয় ভুবন ভরিয়ে দিয়ে। আজ গল টেস্টে দুই বন্ধু যখন একসঙ্গে খেলতে নামবেন, তখন মিরাজ আবার এগিয়ে থাকবেন। তাঁর এটি হবে পঞ্চম টেস্ট, মোস্তাফিজ খেলতে নামবেন তৃতীয় টেস্ট। মিরাজ অবশ্য কে এগিয়ে কে পিছিয়ে, ওসব নিয়ে ভাবেন না। তাঁর আনন্দ হচ্ছে বন্ধুর সঙ্গে টেস্ট খেলতে পারবেন ভেবে, 'কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার! ওর সঙ্গে খেলা মানে দারুণ ব্যাপার। একই সঙ্গে দুই প্রান্তে যদি বল হাতে নিতে পারি আমরা, তাহলে আরও ভালো হবে।'

শুধু মনের মধ্যে আনন্দ পুষে রেখেই বসে থাকছেন না মিরাজ, তাঁর আশাটা আরও বড়, 'দুই প্রান্ত থেকে দুর্দান্ত বোলিং করে দলকে আমরা এগিয়ে দেব।' অধিনায়ক মুশফিকের রহিম সংবাদ সম্মেলনে তাঁর তরুণ দুই বোলিং অস্ত্র সম্পর্কে কিন্তু এমন আশাবাদী করে গেছেন।

## বেঙ্গালুরু টেস্ট

# অবশেষে ভারতের দিন



ঢাকা, ৭ মার্চ : এভাবে রং বদলায় বলেই না এর নাম টেস্ট ক্রিকেট! দ্বিতীয় দিন শেষেই ভারতকে আর গোণায় ধরা হচ্ছিল না, তৃতীয় দিনের দুই সেশন পরেও সেটায় কোনো নড়চড় নেই। অস্ট্রেলিয়াকেই সম্ভাব্য জয়ী ভেবে নেওয়া হচ্ছিল তখন। মাত্র দুই ঘণ্টা; ব্যস, অতটুকু সময়েই মোড় ঘুরে গেল ম্যাচের। হঠাৎ করেই বেঙ্গালুরু টেস্টে চালকের আসনে স্বাগতিক দল। মাত্র ১২৬ রানে এগিয়ে থাকার পরও এমন বলা যাচ্ছে, কারণ ভারতের হাতে এখনো ৬ উইকেট।

চা-বিরতির সময়ও ভারতের ড্রেসিংরুমে ছিল অমাবস্যার অন্ধকার। রবীন্দ্র জাদেজাকে পাঁচে নামানোর ফাটকা বুমেরাং হয়ে ফিরেছে। জাদেজার আগেই এলবিডব্লু হয়ে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। রিভিউ নেওয়ার পরও বাঁচতে পারেননি অধিনায়ক, টিভি আস্পায়ারও ব্যাটে না প্যাডে-বল প্রথমে কোথায় লেগেছে, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। বোলার জশ হ্যাঞ্জলউড নিজেও যে দ্বিধাম্বিত ছিলেন, 'আমি প্রথমে কাঠের আওয়াজই শুনেছি। পরে উইকেটের পেছন থেকে আবেদন হলো, আস্পায়ারও আউট দিয়ে দিলেন।'

ওই জোড়া আঘাতে মাত্র ৩৫ রানে এগিয়ে বিরতিতে গিয়েছিল ভারত। সে দলটাই দিনের শেষে হাসতে পারছে প্রাণ খুলে। ৩৩ ওভার বল করেও চেতেশ্বর পূজারা ও অজিঙ্কা রাহানের রক্ষণে কোনো চিড় ধরাতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। 'উই' সিরিজ সর্বোচ্চ অপরাধিত ৯৩ রানের জুটিতে ম্যাচটাই প্রায় বের করে নিয়ে যাচ্ছেন দুজন। কৃতিত্বের বড় ভাগীদার অবশ্যই পূজারা। মাত্র ৪ রানে স্টিভ স্মিথের হাতে স্লিপে জীবন পাওয়া ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে কোণঠাসা করে দিয়েছেন তিনিই।

## ৫০ বছর ৭ দিন বয়সে পেশাদার ফুটবল! ম্যাথুজকে ছাড়িয়ে মিউরা



ঢাকা, ৭ মার্চ : জাপানের এক ফুটবলার হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেছেন ব্রাজিলের সান্তোসে। কাজুইয়োশি মিউরা তো জাপানের ফুটবলের রূপ বদলেরই অন্য নাম। তবে কাজুইয়োশি মিউরা-এত লম্বা নামটা বলে তাঁকে চেনানো কঠিন। ভক্তদের কাছে তো তিনি 'কিং কাজু'! যিনি মাঠে দুর্দান্ত কোনো গোল করলে বা দারুণ প্লে-মেকিংয়ে অংশ নিলেই নাচের এক বিশেষ মুদ্রা দেখিয়ে দেন,

'কাজু ড্যান্স'। পরশু অবশ্য কাজু নাচ দেখানোর সুযোগ পাননি 'কিং কাজু', তবে মাঠে নেমেই ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। ভি-ভ্যারেন নাফাসাকির বিপক্ষে ইয়োকোহামার জার্সিতে নামা কাজুর বয়স ছিল ৫০ বছর ৭ দিন। এতেই ভেঙে গেল অর্ধশতাব্দী পুরোনো এক রেকর্ড। ১৯৬৫ সালে বুটজোড়া তুলে রাখার দিনে সাবেক ইংলিশ উইঙ্গার স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজের বয়স ছিল ৫০ বছর ৫ দিন। সবচেয়ে বেশি রেকর্ড এখন কাজুর। এমন এক রেকর্ড গড়ার পরও বিনয় ঝরে পড়ছে ১৯৯৮ বিশ্বকাপ খেলা স্ট্রাইকারের, 'ম্যাথুজ একজন কিংবদন্তি খেলোয়াড়। তাঁকে টপকে গেছি, এমন কিছু মনে হচ্ছে না। হয়তো অনেক দিন খেলার হিসেবে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছি, কিন্তু তাঁর পরিসংখ্যান কখনো ছুঁতে পারব না আমি।' চুলে পাক ধরেছে, নাচের ভঙ্গিতেও আগের সেই মসৃণ ভাবটা থাকে না। তবু থামতে রাজি নন কাজু। তা আর কত দিন খেলবেন? ৬০ বছর পর্যন্ত খুবই সম্ভব মনে করছেন কাজুইয়োশি মিউরা। এএফপি।



## বাজপাখির জন্য বিমানে আসন

দেশ ডেস্ক : দীর্ঘ বিমানযাত্রা যেন কষ্টকর না হয় সে জন্য নিজের পোষা বাজপাখিদের জন্য বিমানের ৮০টি আসন সংরক্ষণ করলেন সৌদি আরবের এক রাজকুমার। সম্প্রতি রেডিওট ওয়েবসাইটের একটি ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা গেছে, যাত্রীঠাসা বিমানের ৮০টি আসন দখল করে বসে রয়েছে চোখ বাঁধা বাজপাখির ঝাঁক। এগুলোর পা আসনের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে।

রেডিওটের এক ইউজার অনলাইনে ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আমার বন্ধু বিমানের ক্যাপ্টেন ছবিটি পাঠিয়েছেন। সৌদি রাজকুমার তার পোষা ৮০টি বাজপাখির জন্য বিমানের আসন বুক করেছেন।’ সৌদি আরবের জাতীয় পাখিকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সফরের অভ্যাস নতুন নয়। এর জন্য বাজপাখিদের নামে খ্রিন পাসপোর্ট মঞ্জুর করা হয়। এ পাসপোর্টের মাধ্যমে পাখিরা বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব,

পাকিস্তান, মরক্কো ও সিরিয়ায় ভ্রমণ করতে পারে। কাতার এয়ারওয়েজের ওয়েবসাইটেও উল্লেখ করা হয়েছে, ইকনমি কাসে একসাথে ছয়টি বাজপাখি ভ্রমণ করতে পারে। ফাইদুবাই সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিমানযাত্রায় প্রতিটি বাজপাখির জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণ করাই নিয়ম। দুর্ঘটনা এড়াতে আসনের ওপর কাপড় বিছিয়ে তাদের রাখাই দস্তুর। এ ব্যবস্থা এতিহাদ এয়ারওয়েজেও বহাল আছে। সূত্র : এই সময়

## দাঁত ঝকঝকে সাদা করতে

দেশ ডেস্ক : হাতের কাছেই কিছু প্রাকৃতিক উপাদান আছে যার সাহায্যে দাঁতের হলদে দাগ ধীরে ধীরে দূর করা যায়। যেমন বেকিং সোডা। আঙুলে সামান্য বেকিং সোডা নিয়ে দাঁতে ঘষতে হবে। এটি দাঁতের হলদে দাগ দূর করার পাশাপাশি মুখের ব্যাকটেরিয়া দূর করতেও সাহায্য করবে। তারপর ভালো করে মুখ ধুয়ে ফেললেই দেখা যাবে দাঁত কেমন ঝকঝকে সাদা হয়ে গেছে। এতে মুখের তিকারক জীবাণু দূর হবে। আরো রয়েছে লেবু। লেবুর রসের সাথে লবণ মিশিয়ে দাঁত ব্রাশ করা যেতে পারে। এক চিমটি লবণ ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস একসাথে মিশিয়ে সপ্তাহে দুইবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে। এতেও দাঁতে ঝকঝকে ভাব চলে আসবে। দাঁত সাদা করার আরো একটি উপাদান হলো কলার খোসা। কলার খোসার ভেতরের অংশ দিয়ে দাঁত মাজলেও দাঁত হয় ঝকঝকে পরিষ্কার ও দাঁতের হলদে ভাব দূর হয়ে যায়। ইন্টারনেট।

## মা-বাবার অযত্নে বেতন কাটা

দেশ ডেস্ক : ভারতের আসাম রাজ্যে একটি অভিনব আইন প্রণয়ন করতে চলেছে, যাতে সরকারি কর্মচারীরা মা-বাবার ঠিকমতো দেখাশোনা না করলে তাদের বেতন থেকে একটা অংশ কেটে নেয়া হবে। আসামের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এ সপ্তাহে তাদের রাজ্যের বাজেট পেশ করতে গিয়ে এ কথা ঘোষণা করেছেন এবং জানিয়েছেন, এ নতুন নিয়ম ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে চালু হবে। তিনি বলেছেন, ‘বয়স্ক মা-বাবার যত্ন নেয়া সন্তানের কর্তব্য। যদি কোনো সরকারি কর্মচারী তা না করেন; তাহলে সরকারই তার মাইনে কেটে নিয়ে ওই দায়িত্ব পালন করবে। কর্মচারীদের মাইনে থেকে যে টাকা কাটা হবে, তা তার মা-বাবার ভরণপোষণে ব্যয় করা হবে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ইদানীং এমন বহু অভিযোগ উঠেছে, যেখানে যথেষ্ট আর্থিক সম্ভবিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা অসুস্থ মা-বাবার দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এমন বহু অসহায় বাবা-মা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। তবে এ সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে আসাম সরকার যে অভিনব পন্থার কথা ভেবেছে, তা অন্য কোনো রাজ্যে কখনো প্রয়োগ করা হয়নি। তবে এতে কতটা কাজ হবে তা-ই দেখার বিষয়। বিবিসি।

## হেলথ টিপস : ক্যান্সার ঠেকাতে ফুলকপি

দেশ ডেস্ক : শীতকাল ফুলকপির মওসুম। ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে ফুলকপি। মূত্রথলি, প্রোস্টেট, স্তন ও ওভারির (ডিম্বাশয়) ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উপকারী বন্ধু এই সবজি। এতে প্রাকৃতিক কিছু উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলোই কাজ করে ক্যান্সার সেলের বিরুদ্ধে। প্রচুর ভিটামিন ‘সি’ ও ‘এ’র বসতি এই ফুলকপিতে। ভিটামিন ‘সি’ এবং ‘এ’ এই সময়ের অসুখগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যেমন- জ্বর, কাশি, সর্দি, টনসিলে ইনফেকশন। আর ভিটামিন ‘এ’ সবার চোখের জন্য খুব জরুরি। ছোট-বড় সবার জন্য বয়ে আনে সুফল। খাবার চিবাতে পারে এমন শিশুদের জন্য চাল-ডালের সঙ্গে ফুলকপি, মিষ্টিকুমড়া, কাঁটা ছাড়া কোনো ছোট মাছের খিচুড়ি ভীষণ উপকারী। উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিসের রোগীরা কোনোরকম ভীতি ছাড়াই খেতে পারেন এই সবজি। তবে যাদের কিডনিতে সমস্যা রয়েছে, তারা ফুলকপি পরিহার করুন। কারণ, এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ আমিষ। দুর্বল কিডনি অতিমাত্রায় আমিষ গ্রহণ করতে পারে না। ফুলকপিতে আছে প্রচুর পরিমাণে আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্যসহ পাকস্থলী, কোলন, পায়ুপথ ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এই সবজি আমাদের দেহে গয়ট্রিন নামে হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এই হরমোন গয়টার অসুখ তৈরি করে। তবে সবার নয়। যাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দুর্বল বা কোনো জটিলতা রয়েছে, তাদের ফুলকপি খাওয়া অনুচিত। গলগণ্ড, কিডনির রোগী ছাড়া ফুলকপি সবার জন্য যথেষ্ট উপকারী। ইন্টারনেট।

## মাসে শিশুর আয় ৬.৫ কোটি টাকা!

দেশ ডেস্ক : বয়স মাত্র পাঁচ বছর। আর পাঁচটা শিশুর মতোই সে স্কুলে যায়। লেখাপড়া করে, সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলার পাশাপাশি পরিবারের সাথে সময় কাটায়ে ছোট্ট রায়ান। কিন্তু এত কিছু পরেও মাস শেষে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা রোজগার করে শিশুটি। কিন্তু কী করে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠেছে সে? এমনিতে সে দুধের শিশু হলে হবে কি, ছোট্ট রায়ান নিজের ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে ইতোমধ্যে বানিয়ে ফেলেছে নিজের পরিচিতি। ইউটিউব চ্যানেল ‘রায়ান টয়েস রিভিউ’ ইতোমধ্যে পেয়েছে ৫.৫ মিলিয়ন দর্শক। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত

রায়ান ও তার পরিবারের সদস্যরা একত্র হয়ে এ ভিডিওতে নানা ধরনের খেলা নিয়ে কথা বলে। বিভিন্ন রুগ, খেলার সরঞ্জাম ও ভিডিওর মাধ্যমে চ্যানেলটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। আর এ কাজের মাধ্যমে বহু দর্শকের মন জয় করেছে ছোট্ট রায়ান। এই খুদের একটা সময় বড় দুঃখ ছিল। তারও অন্য বাচ্চাদের মতো ইউটিউবে নিজেকে দেখার শখ ছিল। আর সেই শখ পূরণ করতেই তার বাবা-মা ইউটিউব চ্যানেল খোলার সিদ্ধান্ত নেন। আর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায় আদরের রায়ান। ইন্টারনেট। কলামে

## পাখির কথারও অর্থ আছে

দেশ ডেস্ক : মানুষের মতো পরিপূর্ণ বাক্যে কথা বলতে পারে পাখিও, এমন দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। নোচার কমিউনিকেশনসে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, জাপানি টিট প্রজাতির পাখিরা যোগাযোগে কিছু বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে। গবেষকেরা জানিয়েছেন, শব্দ বিন্যাস যোগাযোগের ক্ষেত্রে আচরণগত জটিলতা সৃষ্টি করে। ভাষার মূল ভিত্তি হলো কিছু শব্দের মিলনে পরিপূর্ণ বাক্য তৈরি করা। গবেষণায় আগেই দেখা গেছে, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীরা মনের ভাব প্রকাশে কিছু অনর্থক শব্দ তৈরি করে। কিন্তু পরিপূর্ণ শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা জটিল প্রক্রিয়া, যা মানুষের জন্য সহজ। জাপান, জার্মানি এবং সুইডেনের গবেষকেরা জোরালোভাবে দাবি করেছেন, টিট পাখিদের বিচিত্র কণ্ঠের আওয়াজে রয়েছে শব্দ বিন্যাস। আপসালো ইউনিভার্সিটির ড. ডেভিড হুইট ক্রফট জানান, এ গবেষণা থেকে বোঝা যায়, শব্দ বিন্যাস ক্ষমতা শুধু মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান নয়, পাখিরাও শব্দ বিন্যাস করতে পারে। যোগাযোগ সম্পন্ন করতে জাপানি টিট পাখি বিভিন্ন রকম ডাক দেয়। ছোট প্রজাতির টিট পাখিরা যখন বিপদ বুঝতে পারে বা শিকারির উপস্থিতি বুঝতে পারলে তারা বিভিন্ন রকম ডাক দেয়। এসব ডাক কোনোটির একটি অর্থ আবার কোনোটি কয়েকটি শব্দের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর জানিয়েছে, প্লে-ব্যাক পরীক্ষায় দেখা গেছে- কোনো ‘বিপদ উপলব্ধি করতে পারলে’ তারা ‘এবিসি’ ব্যবহার করে। আবার কোনো খাদ্যের সন্ধান পেলে বা সঙ্গীকে ডাকতে তারা ‘ডি’ ব্যবহার করে। কোনো শিকারির উপস্থিতি বোঝাতে এ দু’টির সমন্বয় করে ‘এবিসি-ডি’ শব্দ বিন্যাসে ডাক দেয়। এ বিন্যাসে ডেকে তারা অন্য সঙ্গীদের সতর্ক করে দেয়। কিন্তু কৃত্রিমভাবে এ শব্দ বিন্যাস উর্গিয়ে দিলে তারা এর কোনো জবাব দেয় না। টিট পাখির এ শব্দ বিন্যাসের ক্ষমতা জানতে পারলে মানবজাতির বিবর্তন সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন হুইট ক্রফট।

## এক ফ্রেমে পরিবারের ৫০০ সদস্য

দেশ ডেস্ক : চীনের একটি পরিবারের পাঁচ শতাধিক সদস্য একত্র হয়েছিল পারিবারিক একটি ছবি তোলা উদ্দেশ্যে। দেশটির পূর্বাঞ্চলের বিজিয়াং প্রদেশের শিশে গ্রামের রেন পরিবারের সদস্যরা চীনা নববর্ষ উপলক্ষে গত সপ্তাহে এক পারিবারিক পুনর্মিলনীতে জড়ো হয় এবং একই ফ্রেমে ধরা হয় সবাইকে। কয়েক পুরুষ ধরে চীনের পূর্বাঞ্চলে বিজিয়াং প্রদেশের শিশে গ্রামে বসবাস করছে রেন পরিবার। গত সপ্তাহে চীনা নববর্ষ উপলক্ষে তারা একটি পারিবারিক পুনর্মিলনীর আয়োজন করে। সেখানেই একত্রিত হয় পরিবারটির ৫০০-এর বেশি সদস্য। পরিবারের সবাইকে একই ফ্রেমে বাঁধতেই তাদের ওই উদ্যোগ। পরিবারের সেই ছবিটি তোলেন ব্যাং লিয়ানজং নামে একজন

আলোকচিত্রী। একটি ড্রোন ব্যবহার করে ছবিটি তুলতে হয়েছে তাকে। ব্যাং লিয়ানজং বিবিসিকে জানান, ৮৫১ বছর আগেও রেন পরিবারের পূর্বপুরুষদের খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আট দশক ধরে পরিবারটির ফ্যামিলি ট্রি বা বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হন পরিবারটির বয়স্ক সদস্যরা। বংশপরম্পরাটি হালনাগাদ করার জন্য পরিবারটির বর্তমান সদস্যদের মধ্য থেকে কমপক্ষে দুই হাজারজনকে একত্র করার চেষ্টা করেন তারা। পরিবারের বয়স্কদের ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ পর্যন্ত বেইজিং, সাংহাই, জিনজিয়ান ও তাইওয়ান থেকে ছুটে আসেন ৫০০-এর বেশি সদস্য। তাদের দিয়েই হালনাগাদের কাজটি সফলভাবেই করা হয় বলে জানান ইয়াশান ঝাও। বিবিসি।

## খরগোশের জীবনবাজি!

দেশ ডেস্ক : মানবসমাজে একজন মা সন্তানের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করেন। এমনকি উৎসর্গ করতে পারেন জীবনও। তবে জীব জগতের অন্য অনেক প্রাণীর বেলায়ও বিষয়টি এতটা সত্য, তা জানেন ক’জন! সন্তানের জন্য জীবনবাজি রেখে ওই কথাটিই যেন জানান দিলো মা-খরগোশ। ভাইরাল হয়ে যাওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সন্তানকে বাঁচাতে বিষধ সাপের সাথে এক অসম লড়াইয়ে নেমেছে খরগোশটি। আর সন্তান-ম্নেহের কাছে হার মেনে চম্পট দিতে বাধ্য হয় বিষধ সাপ। ভিডিওটি শ্রীলঙ্কার কোনো এক স্থানের। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ছোট খরগোশ শাবককে নিজের কবলে নেয় কালো রঙের বিষধ সাপ। সাপটির কবলে পড়ে ছোট খরগোশটি অসহায় হয়ে যায়। ছটফট করার মতো তার নেই। নিজের লেজে পেঁচিয়ে বিশালাকার সাপটি ভখন খরগোশ শাবকটিকে গিলে খাওয়ায় প্রস্তুত নিচ্ছে। একটু পরই দেখা যায়, বাচ্চা খরগোশটির মা কোথা থেকে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাপটির ওপর। এ আচমকা আক্রমণে বিষধর জীবটি তার কবল থেকে ছেড়ে দেয় ছোট্ট খরগোশটিকে। কিন্তু কালসর্প অত সহজে হার মানতে রাজি নয়। আবার ঘুরে আক্রমণ করে মা-খরগোশকে। শুরু হয় এক অসম লড়াই। সাপের অস্ত্র বিষাক্ত ছোবল, আর খরগোশের অস্ত্র তার সন্তান-ম্নেহ। এ অসম লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয় সাপটি। মা-খরগোশের ধারাল দাঁতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে দ্রুতবেগে পালায় সাপটি। ইন্টারনেট।

## অ্যান্টাসিড খাবেন কখন

দেশ ডেস্ক : কাজের চাপে বদলে যাচ্ছে লাইফস্টাইল। দিনভর ব্যস্ততা। বেশির ভাগ সময় পেট থাকে খালি অথবা খাওয়া হয় ফাস্টফুড। এতে দেখা দেয় অ্যান্টিসিড। পানি পানেও পেট ফাপা দূর হয় না। টেকুর ওঠে, গলা-বুক জ্বালাপোড়া করে, বুক ব্যথা হয়। এ রকম অবস্থায় অনেকেই নিজের ডাক্তারি নিজেই করেন। হাতের কাছে থাকে অ্যান্টিসিড। সেটিই খেয়ে নেন। বিষয়টি একবার ভেবে দেখা উচিত। অতিরিক্ত অ্যান্টিসিড গ্রহণে কিডনির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আর কিডনির অসুস্থতায় খুলে যায় আরো বড় কোনো অসুখের দরজা। এমনটিই বলছেন চিকিৎসকেরা। অ্যান্টিসিডে রয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। শরীরে মাত্রাতিরিক্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেট অ্যান্টিসিডটি কমানোর চেয়ে বরং বাড়িয়ে দেয়। সেই সাথে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায় কয়েক গুণ। অ্যান্টিসিডের অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডও কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ায় এবং রক্তে ফসফেটের পরিমাণ কমায়। এতে অ্যালুমিনিয়াম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু তা-ই নয়, দিনের পর দিন অ্যান্টিসিড ব্যবহারে ঘটতে পারে হার্ট অ্যাটাকের মতো ঘটনা। দীর্ঘস্থায়ী মাথার যন্ত্রণা এবং হাড়ের রোগও হতে পারে অতিরিক্ত অ্যান্টিসিড গ্রহণে। এতে পেশির তি, আলসার ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে। তাই অ্যান্টিসিড হলেই যথেষ্ট অ্যান্টিসিড গ্রহণ না করে গোড়া থেকেই নির্মূল করতে হবে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা। বাড়াবাড়ি হলে নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ। ইন্টারনেট।

## ৯০ বছরের কাগজের বাড়ি

দেশ ডেস্ক : এলিস স্টেনম্যান নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যক্তি সংবাদপত্রের কাগজ দিয়ে বিশালাকারের বাড়ি নির্মাণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার স্টেনম্যান ১৯২২ সালে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে একটি বাড়ি নির্মাণের চিন্তা করেছিলেন। পরে নির্মাণ করেন এ কাগজের বাড়ি। পত্রিকার কাগজের তৈরি বাড়িটি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রকপোর্টে। বাড়িটি নির্মাণের সব কিছুতেই খবরের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি বাড়ির মালিক এর নামও রেখেছেন ‘পেপার হাউজ’। একতলা এ লাল রঙের বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে পার্কিংয়ের জায়গা। বামে মোড় নিলেই চোখে পড়বে খুব সাধারণ একটি কাঠের কক্ষ। তবে তা নির্মিত হয়েছে সাধারণ কাগজ দিয়ে। অন্য আর দশটা সাধারণ বাড়ির মতোই কাঠের খুঁটি, একচালা ছাদ এবং মেঝে ইত্যাদি দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে

স্টেনম্যানের মাথায় নতুন বুদ্ধি খেলে। তিনি পুরনো খবরের কাগজ এক পরতের ওপর আর এক পরত আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়াল তৈরি করেন। তাতে সুন্দর করে বার্নিশ করে তার ‘পেপার হাউজ’ নির্মাণ করেন। বাড়ির দেয়াল বানানোর পাশাপাশি পরে চেয়ারসহ অন্যান্য জিনিসও কাগজ দিয়ে তৈরি করেন। এমনকি জানালার পর্দা ও দেয়ালের ঘড়িতেও সংবাদপত্রের কাগজ ব্যবহার করেন তিনি। শুধু পিয়ানো এবং ফায়ার প্লেসের ইটগুলো ছাড়া সবই কাগজ দিয়ে তৈরি। এমনকি বাড়িতে ব্যবহৃত আঠাও নিজে তৈরি করেন ঘরে বসে। দুই বছরে স্টেনম্যান কাগজের বাড়ি নির্মাণ শেষ করেন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। প্রায় এক লাখ সংবাদপত্রের কাগজ ব্যবহার করে বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

## যে মুরগির রক্তও কালো!

দেশ ডেস্ক : ‘অ্যামাম কেমার্নি’ এক বিরল প্রজাতির মুরগি। গোটা শরীর কুচকুচে কালো। কালো ছাড়া অন্য কোনো রঙের ছিটেফোঁটাও নেই গায়ে। বিরল প্রজাতির এই মুরগির দেখা পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়ায়। সোস্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল এখন ওই মুরগি। পালক, ঠোঁট, চোখ থেকে পায়ের নখ- এই প্রজাতির মুরগির সব কিছুই কালো। এমনকি তার চামড়া, জিহ্বাও কালো। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন তাদের রক্তের রঙও কালচে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই প্রজাতির মুরগির শরীরের সব অঙ্গসহ হাড় ও কালো।



# ‘ভোটের আগে গ্যাস চাই, নইলে এবার ভোট নাই’



আহমেদ ইকবাল চৌধুরী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের সিলেট। সিলেটকে নিয়ে সিলেটবাসীর স্বপ্নের অন্ত নেই। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মহিমায় মহিমাম্বিত সিলেটে কী নেই। তেল, গ্যাস, চা, বৈদেশিক মুদ্রা, পর্যটন শিল্প, নান্দনিক শপিংমল, বড় বড় অট্টালিকাসহ সবই আছে সিলেটে। নেই শুধু সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং নিজেদের আধিকার আদায়ে গণসচেতনতা। সিলেটবাসী বিভাগ পেয়েছিল অনেক আন্দোলন করে। নব্বই’র দশকে সিলেট বিভাগ আন্দোলনে সিলেট গণদাবি পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে সিলেটবাসী তাদের নায্য দাবি আদায় করে নিয়েছিল। তার পরে বাংলাদেশে আরও অনেক বিভাগ হয়েছে, কিন্তু তাদের এত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। সিলেটবাসী দিতে সবার আগে, কিছু পেতে সবার পিছে।

সিলেটবাসী নানা সমস্যায় জর্জরিত। গ্যাস, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে। সিলেটের গ্যাস নিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হচ্ছে অথচ সিলেটবাসী সেই আদিম পদ্ধতিতে রান্নার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ২৫ বছর আগে

কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র থেকে যখন বড় বড় পাইপ দিয়ে সিলেটের গ্যাস অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন সিলেটীদের বলা হয়েছিল, পর্যায়ক্রমে সিলেটের সর্বত্র গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে। এক এলাকার সম্পদ অন্য এলাকার উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে এতে কারও আপত্তি নাই, কিন্তু যে মানুষটি তার একমাত্র অবলম্বন একখণ্ড জমি তা দিয়ে দিল দেশের জন্য, যার বাড়ির মধ্যখান দিয়ে বড় গর্ত করে, ফসল নষ্ট করে গ্যাস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অথচ তাকে একবেলা রান্না করার জন্য টোকাই এর মতো কাঠ কুড়াতে হচ্ছে- তার জন্য কি একটু করুণা হয়না? গ্যাস সংযোগ পাওয়া এখন আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কী!

বাংলাদেশ সরকার বাসা বাড়িতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। কোন দেশে যখন জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকে, জনগণের ভোটে যখন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সেই সরকার কেবলই যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে দেশের জনগণের অধিকার ও সুযোগ সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের এ সিদ্ধান্তে কত পার্সেন্ট লোক উপকৃত হবে তার সঠিক পরিসংখ্যান আমার জানা নেই, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, গুটি কয়েক শিল্পদ্যোক্তার জন্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সুবিধাবঞ্চিত করা কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিচারের ভার জনগণের উপর ছেড়ে দিলাম।

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তো বলেই দিয়েছেন যে, যাদের গ্যাস সংযোগ রয়েছে তাদের গ্যাস সংযোগও বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাঙালিরা ইংরেজ ও পাকিস্তানীদের পরাজিত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে এলেও নিজ দেশীয় নব্য রাজাদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। কল-কারখানায় নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ প্রত্যেক বাংলাদেশীর প্রাণের আকুতি, কারণ বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্প বর্তমানে আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু সাধারণ জনগণকে বঞ্চিত করে একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা কোন জনকল্যাণকর সরকারের কাজ নয় এবং সেই সরকারকে জনগণের সরকার বলা যায় না।

সরকার চাইলে শিল্পের জন্য আলাদা গ্যাস আমদানী করে প্রয়োজনে ভূতুকী দিয়ে রপ্তা শিল্প কারখানা বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আর আমাদের দেশে অনেক শিল্পপতি রয়েছেন যারা নিজ উদ্যোগে গ্যাস আমদানী বা গ্যাসক্ষেত্র পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন। সরকার শুধু আমলাতান্ত্রিক

জটিলতা দূর করে ব্যবসায়ীদেরকে আস্থার ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলে শিল্পের জন্য গ্যাস আমদানীতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার অভাব হবে না। কারণ পুরো বিনিয়োগটাই ব্যবসায়ীরা তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে পুষিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষকে গ্যাস সিলিভার ব্যবহারে যে জটিলতা, হয়রানি, মজুতদারী ও লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি করে সংকট সৃষ্টিসহ নানা ভোগান্তির শিকার হতে হন, তার প্রতিকার পাওয়ার বা ক্ষতি পুষিয়ে নেবার কোন জায়গা নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমাদের সমাজের রক্তে রক্তে প্রবেশ করেছে। আসলে সব কিছুর মূলে রয়েছে উচ্চবিত্তের স্বার্থ সংরক্ষণ। গ্যাস আমাদের জাতীয় সম্পদ, আর এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি সাধারণ জনগণেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। গ্যাস ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। গ্যাসের মূল্য মিটার দিয়ে নির্ধারণ করা হয় না, বিধায় ২৪ঘন্টা চুলায় আগুন জ্বালানো থাকে। একটি প্রবাদ আছে ‘সরকারী মাল, দরিয়া ময়্যা

ঢাল’ এ ধরনের মনোবৃত্তি আমাদের সমাজে কাজ করে, তা পরিহার করে সরকার ও জনগনকে একসাথে কাজ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে: যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি আগুগুহে তার, দেখিবেনা আর নিশাতে প্রদীপ বাতি। সরকার প্রয়োজনে বিদ্যুতের মত মিটার লাগিয়ে গ্যাসের সদব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বিলেতে সাংবাদিক ইসহাক কাজলের একটি টিভি সাক্ষাৎকার দেখেছিলাম, তখন থেকে লেখবো লেখবো ভেবে আর লেখা হয়নি। জনাব কাজলের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও তার সিলেটা জাতীয়তাবাদ এবং সিলেটকে নিয়ে ভাবনা দেখে সত্যিই অভিভূত হলাম। তিনি সিলেটবাসীকে নিজেদের দাবি দাওয়ার ব্যাপারে সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার আকুতি জানিয়েছিলেন এবং এ আন্দোলনে সকল প্রবাসীকে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রবাসীদের সারাজীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চিত অর্থে তৈরি স্বপ্নের সিলেটের বাড়ি আজ দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দল মত নির্বিশেষে সিলেটবাসীকে নিজেদের অধিকার আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সরকার পরিচালনায় সিলেটা নেতা-নেত্রীর অংশীদারিত্বের কখনও অভাব ছিল না, এখনও নেই। সিলেটের জন্য আরও একজন সাইফুর রাহমানের বড় প্রয়োজন, যিনি সিলেটবাসীর মনের ভাষা বুঝতে পারেন, যার স্পর্শে ঐতিহ্যবাহী সিলেট হবে আলোকিত।

সিলেটবাসী মরহুম এম সাইফুর রাহমান, মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদের বড়ই শূন্যতা অনুভব করছে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সিলেটের সুযোগ্য সন্তান, তাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। আশা করবো তিনি সিলেটের এই বড় বড় দালালগণের দিকে সুদৃষ্টি দিবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় সিলেট তথা গোটা বাংলাদেশের গ্যাস সমস্যার সমাধান করবেন। নইলে সময়ের বিবর্তনে মানুষ তার নায্য পাওনা আদায়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য, যা সিলেটের আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। সিলেটবাসী বলতে শিখেছে ‘ভোটের আগে গ্যাস চাই, নইলে এবার ভোট নাই’।

লেখকঃ ব্যাংক কর্মকর্তা, লন্ডন।

২৫ বছর আগে কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র থেকে যখন বড় বড় পাইপ দিয়ে সিলেটের গ্যাস অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন সিলেটীদের বলা হয়েছিল, পর্যায়ক্রমে সিলেটের সর্বত্র গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে।

# সাদামাটা গিনিপিগ



দেলোয়ার হোসাইন

সময়ের সচ্ছতায় আগামী পথ ধরে হেঁটে যায় মহাকালের সিঁড়ি। চরম বাস্তবতা আর নাগরিক যন্ত্রনায় হেলে গেছে আমাদের স্বাভাবিক জীবন। ভাবনার ওপাশে যে যুদ্ধের ময়দান রয়েছে এখানে আজ আমরা সহসাই যুদ্ধা হয়ে উঠছি। আমরা যুদ্ধ করি জীবনের সাথে, যুদ্ধ করি জীবিকার সাথে, যুদ্ধ করি নিত্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য... অথচ বেঁচে থাকার যুদ্ধে আমরা কতটা সফল সেটা বিচারযোগ্য। শাসনের বদলে যখন আমরা শোষিত হই তখন? তখন আমরা গিনিপিগ...! অযাচিত বেঁচে থাকা যেন নরকের অভিশাপ। আমাদের যন্ত্রনাগুলোর আঘাত আমরা প্রতিদিনই সয়ে যাই। আমাদের কোন আশ্রয় হয়না। আমরা অবাঞ্ছিত সবখানে। আমাদের দীর্ঘশ্বাসে মাঝে মাঝে আকাশটা কেঁপে উঠে। আলোতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা অন্ধকার দেখি, আমাদের চোখ তখন আমাদেরকে অপমান করে। আমাদের বুকে তাই অনেক

ব্যথা, ভাঙনের স্তীমরোলার কখন জানি আমাদের দিকে তেড়ে আসে। অনেক কেঁদেছি, কান্নারও অনেক রঙ দেখেছি। নিজেদেরকে অনেকভাবে শাসিয়েছি, বলেছি দেখ-না কী হয়। তবুও... মেঘের সাথে অনেক খেলেছি বলে এখন আর বৃষ্টি হতে চাইনা। নিজেকে রোজ বিবেকের আদালতে দাঁড় করাই। স্বচ্ছতাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি আর অপারগতাগুলো তুলে রাখি অভিমানে আদরে।

২. তোমাদের শৌখিনতার কাছে আমাদের ঘামের কোন মূল্য নেই। তোমাদের ভাবনার আকাশে যে রঙিন ঘুড়িগুলো উড়ে বেড়ায় এগুলো কখনই আমরা ছুঁতে পারিনা। আমাদের সে সাধ্য নেই। আমরা কেবল তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তোমরা শুধু কথা বলে যাও আর কথা দিয়ে যাও। আমরা এইসব কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের কিছুই করার থাকেনা। তোমাদের চোখ রাঙানি দেখে আমরা আঁতকে উঠি। ভয়ে আমাদের গলার পানি শুকিয়ে যায়। আমাদের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। আমরা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিই অন্য চরিত্রে। আমরা যে আমজনতা! নাগরিক দৌড়ে বরাবরের মতো বেহিসেবি খাতায় পড়ে রই। কেননা- আজ তোমরা আমাদের হাতে শিকল পরিয়ে দিয়েছ, স্বাধীনতার শিকল! স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এভাবে আর কতদিন চলবে? আমরা তো এমন স্বাধীনতা চাইনি। স্বাধীনতা যদি এই হয় তাহলে আজ আমরা কোথায় দাঁড়াবো? কী নিয়ে আমরা উল্লাস করবো? তোমাদেরকে দেখে কেবলই মনে হয় আমরা ক্রমশ পিছু হাটছি...

অথচ কথা ছিল সামনে এগিয়ে যাওয়ার। যেখানে মানুষ মানুষকে মানুষ মনে করবে। শ্রদ্ধায় মুয়ে পড়বে বিশ্বাসী পাহাড়। সম্পর্ক ছুঁয়ে যাবে সাবলিল মন। মুখের ভাষা হবে অন্তরের অভিধান। কাকে দোষ দিব? আমার নিজেকে?

আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনা আর লৌকিক অক্ষমতা সবকিছুকে আগলে আছে নিদারুন বাস্তবতা। বাজারে গেলে এখন আমরা দু’চোখে আগুন দেখি। এই আগুন আমরা সহ্য করতে পারিনা...

না-কি...! এই বলার স্বাধীনতাটুকুও যে আজ অদৃশ্য কোন ভয়ের ভাবনায় মুখ খুবড়ে বুকের ভিতর পড়ে থাকে। একদিকে কাঁটাটারে লাশ বুলে থাকে, অন্যদিকে পুলিশের বোটের তলায় গনতন্ত্র খাবি খায়। গুম খুনের আতংকে না ঘুমতে পারি, না ঘরের বাইরে বেরপতে পারি। তবুও গনতন্ত্রকামী পাপীদের মুখের ফুলঝুরি থামেনা।

৩. বাবা এখন বাজার থেকে খালি হাতে বাড়ি ফিরলে আমরা আর অবাক হইনা। ধর্ষিত কষ্টগুলো দিয়ে আমরা সন্তানেরা বাবার বাজারের ব্যাগটাকে ভরে রাখি। ঐদিকে আমাদের মা তাঁর চোখের সস্তা জলে ব্যাগটাকে ভাসিয়ে দেন অন্ধ

আবেগে। আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনা আর লৌকিক অক্ষমতা সবকিছুকে আগলে আছে নিদারুন বাস্তবতা। বাজারে গেলে এখন আমরা দু’চোখে আগুন দেখি। এই আগুন আমরা সহ্য করতে পারিনা...

৪. ক্ষমতা গিলে খাওয়া তোমাদের কথা শুনলে আজ আমাদের হাসি পায়, বড্ড হাসি পায়। তোমাদের কাছে আজও আমরা বোকা রয়ে গেলাম! আমরা অবুঝের মতো মাথাটা একদিকে কাত করে দাঁড়িয়ে থাকি, মাথাটা সূজা করার সময়টুকুও আমরা পাইনা তার আগে আমাদের মাথার উপর আকাশটা দেবে আসে...

তোমরা এক নিমেষেই দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ফেলো। তোমাদের এক ঈশারায় একটা সত্য মুহুর্তেই মিথ্যা হয়ে যায় আর একটা মিথ্যা সহসাই সত্যে পরিণত হয়। কেননা তোমাদের অভিধানে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আজ তাই আমরা সবকিছু সয়ে যাই অনুভূতিহীন আবেগে...

৫. এইতো জীবন। জীবনের নিয়মে চলছে ঘড়ির কাঁটা। মাস গুনে গুনে শেষ হয়ে যাচ্ছে ক্যালেন্ডারের পাতা। কিছু হোক বা না হোক তবু চারদিকে কেবল মানুষের কোলাহল। আর মানুষের ভিতরেই লুকিয়ে থাকে আগামীর কাভারী। মানুষের হাত ধরেই এইসব অন্ধকার একদিন দূর হয়ে যাবে। সেদিন দেশ ভরা শান্তি, ঘর ভরা সুখ আর মন ভরা ভালোবাসা নিয়ে মানুষ হাসবে বিজয়ের হাসি। আমরা তাই স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রতিদিন বিছানায় যাই। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমাই, ঘুমের মাঝেও স্বপ্ন দেখি। ঘুম ভেঙ্গে গেলেই আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করি। স্বপ্নের অনেক রঙ, স্বপ্নের কাছে তাই আমাদের অনেক ঋণ।

লেখকঃ কবি, সিলেট প্রতিনিধি সাপ্তাহিক দেশ



# প্রাণসংহারী রাজনীতির শেষ কোথায়

মহিউদ্দিন খান মোহন

ক্রসফায়ার শব্দটি বর্তমানে আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত ও পরিচিত পরিভাষা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ক্রসফায়ার হিসেবে উল্লেখ করে বিবৃতি দেয়, সংবাদ সম্মেলন করে। তবে এটি প্রকৃত ক্রসফায়ার নয়। দুইপক্ষের সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে যখন নিরীহ পথচারী বা কোনো সাধারণ মানুষ নিহত হয়, সেটি ক্রসফায়ার। কিছু কথিত ক্রসফায়ারের ঘটনার কথা উঠে এসেছে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে গত পনের বছরে দেশে রাজনৈতিক ক্রসফায়ারে সংঘটিত বেশ কিছু হত্যাকাণ্ডের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনাগুলো সবারই জানা। প্রতিটি ঘটনাই দেশব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল। প্রতিবেদনটিতে গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতদের সংখ্যাও তুলে ধরা হয়েছে। আইন ও শালিস কেন্দ্রের তথ্য মতে, চলতি বছরে গত এক মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে পাঁচজন। আর ২০১৬ সালে ৯০৭টি ঘটনায় ১৭৭ জন নিহত ও ১১ হাজার ৪৬২ জন আহত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংঘর্ষে মারা গেছে ১৩৪ জন। ২০১৫ সালে বিএনপি জোটের অবরোধকে কেন্দ্র করে ১৩৭ জনসহ মোট নিহতের সংখ্যা ১৫৩। ২০১৪ সালে রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়ে প্রাণ গেছে ১৪৭ জনের।

এসব ঘটনা জনমনে তীব্র সঞ্চারের পাশাপাশি একটি প্রশ্নেরও উদ্বেক করেছে। তা হলো— জাতীয় রাজনীতি এমন সহিংস হয়ে উঠল কেন? স্বাধীনতা-পূর্বকালে রাজনৈতিক সজ্ঞাত মূলত ছিল সরকারি বাহিনী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে; কিন্তু বর্তমানে তা রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং একই দলের নানা ঝগড়ের মধ্যে সংঘর্ষে স্থান করে নিয়েছে। রাজনীতি কলুষিত হওয়ার কারণেই আজ এ সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি।

রাজনীতি কোনো পেশা নয়, ব্রত। একসময়ে যারা জাতীয় রাজনীতি বা ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন, তাদের মানুষ সম্মানের চোখে দেখত। কারণ, তারা জানত, যিনি রাজনীতি করছেন তিনি দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণেই সময়, মেধা আর অর্থ ব্যয়

করছেন। যারা রাজনীতি করতেন তারাও এটা ভেবে তৃপ্তি পেতেন যে, তিনি দেশের মানুষের জন্য কিছু ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তার বড় প্রাপ্তি ছিল মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং মর্যাদা। পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাবো, সেসব মহান রাজনীতিকের ছবি, যারা আমাদের এ দেশ, এ দেশের মানুষের জন্য জীবনের মূল্যবান সময় অকাতরে ব্যয় করে গেছেন। ব্যক্তিস্বার্থ তাদের কাছে কখনো প্রাধান্য পায়নি। প্রতিপক্ষকে জড় বা পরাজিত করতে কেউ কেউ হয়তো কোনো কোনো সময় কূটচাল চলেছেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করা বা হত্যা করে পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়ার মতো ঘৃণ্য পন্থা কেউ অবলম্বন করেননি। বরং এমনও দৃষ্টান্ত আছে, পরস্পর যোরতর বিরোধিতায় লিপ্ত দুই রাজনৈতিক দলের নেতারা কোনো উপলক্ষে একত্রিত হয়ে মেতে উঠেছেন হাসি-ঠাট্টায়, খোশগল্পে।

কিন্তু এখন সে অবস্থা নেই। এখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠেছে শত্রুতা। এখন আর কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ নয়, দুশমন। সে 'শত্রু'কে সমূলে বিনাশ করে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করেন না। কাজের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করে প্রভাব বিস্তারের চিন্তা এখন অনেকের মধ্যেই নেই। এর পরিবর্তে দুর্বৃত্ত পুণ্যে নিজের শক্তি বৃদ্ধিকেই কেউ কেউ উত্তম পন্থা বলে বিবেচনা করে। তাদের কাছে সাধারণ মানুষ বা দলের নেতাকর্মীর চেয়ে সন্ত্রাসী মাস্তানের কদর বেশি। রাজনৈতিক অঙ্গনে এ প্রবণতা এখন এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, সেখানে ভালো মানুষ খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হয়।

'রাজনীতি' শব্দটি শুনলে মানুষ এখন ভ্রুকুঞ্চিত করে, নাক সিটকায়। সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতি এমন একটি কাজ, যা মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। এর আশুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় কত সংসার, কত জীবন! তাই 'রাজনীতি করি' বললে শুনতে হয়, 'ওপথে না যাওয়াই ভালো' অথবা 'ওপথ ছেড়ে দাও'। এই যে নেতিবাচক ধারণা, এ জন্য দায়ী রাজনীতিকদের অনেকেই। তারা তাদের কাজকর্মের দ্বারা জনমনে এমন ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেন, এ কাজটি শুধুই আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিছু লোক করে থাকে। অথচ রাজনীতি আমাদেরকে গণতন্ত্র দিয়েছে, স্বাধীন দেশ দিয়েছে, কথা বলার অধিকার দিয়েছে।

রাজনীতি কলুষিত হয়েছে। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তপনা, অনৈতিকতা রাজনীতিকে গ্রাস করেছে। তবে এখনো কিছু রাজনীতিক আছেন যারা দেশ ও জাতি নিয়ে ভাবেন, কথা বলেন।

রাজনীতি এখন আর রাজনীতিবিদদের হাতে নেই, চলে গেছে

66

দেশ ও জাতি নিয়ে যারা ভাবেন তারা অবশ্য বলেন, ভালো মানুষের অংশগ্রহণ কমে যাওয়াতেই রাজনীতি আজ প্রাণসংহারী রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু কেন ভালো মানুষেরা রাজনীতিতে আসছেন না তা কারো অজানা নয়। খারাপের আধিক্যই যে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছে তা না বললেও চলে।

ব্যবসায়ীদের হাতে— কথাটি অমূলক নয়। অনেকে বলেন, আগে ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে আসতেন, এখন রাজনীতিবিদরাই ব্যবসায়ী হয়ে যাচ্ছেন। এ 'ব্যবসায়' বিভিন্ন ধরনের। মনোমনয়নবাণিজ্য, পদবাণিজ্য, টেন্ডারবাণিজ্য, কমিশনবাণিজ্য, এমন কোনো 'বাণিজ্য' নেই যা কিছু রাজনীতিক করেন না। তারা সব দিক ম্যানেজ করতে পারদর্শী। ফলে হরেক রকম অনৈতিক কাজে লিপ্ত থেকেও তারা থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পত্রপত্রিকায় প্রায়ই খবর হয়-সংসদে কোরাম সঙ্কট। কেন সঙ্কট? কারণ মাননীয় সংসদ সদস্যরা গরহাজির। সংসদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপরের বক্তৃতা আর স্পিকারের কথা শোনার চেয়ে অনেক 'গুরুত্বপূর্ণ' কাজ তাদের পড়ে আছে। কী সে কাজ? এলাকায় বরাদ্দকৃত গম ভাগ করা, চেয়ারম্যান-মেম্বার কাকে বানানো যায় তা ঠিক করা; স্কুল, কলেজ, মাদরাসা কমিটিতে নিজের লোকদের জায়গা করে দেয়া, উন্নয়ন কাজের টেন্ডার নেগোসিয়েশন— কত কাজ তাদের! এসব ফেলে সংসদে বক্তৃতায় কানপাতার কোনো মানে তারা খুঁজে পান না। রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হবে, দুর্বৃত্তপনার হাত থেকে বাঁচাতে হবে, অবক্ষয়ের ধারা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে ইত্যাকার কথাবার্তা প্রায় শোনা যায়। কিন্তু কিভাবে এসব করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা

হয় না। দুর্বৃত্তপনায় রাজনীতির যে কুপ্রভাব সমাজের তৃণমূলে পড়ছে তার উৎসসন্ধানে যেতে হবে আগে। 'মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে'। তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্রের পচনও শুরু হয় ওপর থেকেই। ওপরের আশ্রয়-প্রশ্রয় আশীর্বাদ ছাড়া নিচের দিকে কেউ কি যা খুশি তা করতে পারে? মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, কারো গায়ে যদি একটি বড় রাজনৈতিক দলের জার্সি থাকে, তাহলে তার গায়ে আঁচড় কাটা প্রায় অসম্ভব। পত্রিকায় যখন ছবি ছাপা হয় 'মাননীয় মন্ত্রী' কিংবা সংসদ সদস্যের পাশে হত্যা মামলার আসামি আছে, তখন বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, পচনটা কিভাবে শুরু হয়েছে। সমাজে অগ্রহণযোগ্য মানুষেরা যখন সম্মানের আসন গ্রহণ করে, তখন দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতকারীদের নর্তন-কুর্দান বৃদ্ধি তো পাবেই। বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তার সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন— 'জনসেবার লক্ষ্য থেকে রাজনীতি যখন বিচ্যুত হয়, তখন রাজনীতি গণতন্ত্র থেকেও বিচ্যুত হয়'। তার এ মন্তব্য বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনীতি জনসেবার পরিবর্তে কিছু মানুষের 'আত্মসেবা'র মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মানুষ তাই রাজনীতিকে বলে 'সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা'। কারণ, রাজনীতির সাথে সম্পর্ক থাকলে সব জায়গায় অগ্রাধিকার পাওয়া যায় এবং সুবিধা আদায় সুবিধা হয়। রাস্তা-বেরাস্তা দিয়ে অর্থ আগমনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রাজনীতি এখন যেন এক পরশপাথর! এর স্পর্শে দুর্বৃত্ত হয়ে যায় সমাজসেবক ও জননেতা, কপর্দকহীন রকেট গতিতে হয়ে যায় কোটিপতি। রাজনীতির মূলনীতিই যেন 'দল কর, মাল কামাও'। নীতি-নৈতিকতার কোনো ঠাঁই এখানে নেই। যেহেতু জনসেবার চিন্তা মাথায় নেই, তাই জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা করারই বা প্রয়োজনটা কী? ফলে কী দলে, কী দেশে গণতন্ত্র দিন দিন হয়ে উঠছে সোনার হরিণ!

দেশ ও জাতি নিয়ে যারা ভাবেন তারা অবশ্য বলেন, ভালো মানুষের অংশগ্রহণ কমে যাওয়াতেই রাজনীতি আজ প্রাণসংহারী রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু কেন ভালো মানুষেরা রাজনীতিতে আসছেন না তা কারো অজানা নয়। খারাপের আধিক্যই যে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছে তা না বললেও চলে। তাহলে কি এ অবক্ষয়ের ধারা চলতেই থাকবে? আশাবাদীরা বলে থাকেন, সব কিছুই শেষ আছে। তেমনি আজকের দুর্বৃত্তপনার রাজনীতিরও অবসান ঘটবে। তবে সে জন্য জেগে উঠতে হবে রাজনীতির প্রধান নিয়ামক হিসেবে জনগণকেই। তারা যদি মন্দ মানুষগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলেই রাজনীতি হয়ে উঠবে পরিশীলিত ও স্বচ্ছ।

লেখক : সংবাদ ও সমাজকর্মী

# রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দৌড় কতদূর?

বদরুদ্দীন উমর

বাংলাদেশে এখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় আছে এ কথা বলে সরকারি দল ও তাদের জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রী থেকে নিয়ে চুনোপুটি পর্যন্ত সকলের গর্বের শেষ নেই। এ নিয়ে অহরহ তাদের নানা বচন শোনা যায়। এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় তাদের বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং জনহিতৈষী চরিত্রের কথা। অবশ্য এই তথাকথিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যে সুশাসনের ফলে দেখা যাচ্ছে, এমন নয়। এর জন্য জনগণকে অনেক অধিকারহীনতার বোঝা বহন করতে হচ্ছে। অনেক মূল্য জনগণকে দিতে হচ্ছে, যা কম নয়।

কিন্তু বাংলাদেশে এখন এক ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখা গেলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ার কারণে এটা দেখা যাচ্ছে এমনটা বলার উপায় নেই। আসলে এটা দেখা যাচ্ছে, সরকারবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলো সাফল্যের সঙ্গে দমন করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন অপ্রাসঙ্গিক করে। কাজেই এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সরকার টিকে থাকার পক্ষে কিছুকাল সহায়ক হলেও এর মধ্যে সামাজিক বিক্ষোভের শর্তও তৈরি হচ্ছে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকলেও তারা এক জিনিস নয়। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে সমাজেও স্থিতিশীলতা থাকবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। এ কারণে বাহ্যত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ইতিহাসে অনেক দেশে এ স্থিতিশীলতার অবসান ঘটতে দেখা যায় রাজনৈতিক বিক্ষোভের মাধ্যমে। যার ভিত্তি রচিত হয় সামাজিক অস্থিতিশীলতার দ্বারা। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে অন্য যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা দরকার তা হলো, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণি বা সরকারের লোকেরা যার যা ইচ্ছা বলা ও করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া বা নিতে না পারা। এর সরল অর্থ হলো, বাহ্য স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ভেতর থেকে তা ভেঙে পড়ার শর্ত তৈরি হতে থাকা।

বাংলাদেশের অবস্থা এদিক দিয়ে ভালো নয়। এর শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সড়ক পরিবহন ধর্মঘট ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি লোকদের কার্যকলাপ এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে প্রকৃতপক্ষে এখন উদ্বেহ হয়ে গেছে, তার অকাট্য প্রমাণ মালিক-সরকার-শ্রমিকদের যৌথ এক জাতীয় সংগঠন, যার কার্যকরী সভাপতি হলেন নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ সড়ক পরিবহন ধর্মঘট ডেকে দেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় সংকট তৈরি করে সাধারণ কর্মজীবী মানুষের ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন, সরকারি মহলেও এমনকি মন্ত্রীদের প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্যেও তার স্বীকৃতি আছে। মন্ত্রীর মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিজের বাসভবনে তাদের কথাকথিত সরকার-মালিক-শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ

66

বাংলাদেশে আজ সমাজের সর্বস্তরে যে ক্ষোভ বিরাজ করছে তার প্রতিফলনই প্রকৃতপক্ষে ঘটছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে। এই বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সরকার নিজেদের স্বার্থে করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ

থেকে ধর্মঘট ডাকলেন, তার ফলে জনজীবন নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হলো; কিন্তু তার পর সরকারের শীর্ষ মহল থেকে তার কাছে কোনো কৈফিয়ত যে আজ পর্যন্ত চাওয়া হলো না, কোনো আনুষ্ঠানিক সরকারি বিবৃতি পর্যন্ত দেখা গেল না, এর মধ্যে কেউ যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখেন, তাহলে তাকে বিস্ময়কর বলা ছাড়া উপায় নেই। কারণ এ থেকে বোঝার অসুবিধা নেই যে, সরকারের মধ্যেও শৃঙ্খলা বলে আজ আর কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ ইউনুস সম্পর্ক যেসব বক্তব্য জাতীয় সংসদে এবং সংসদের বাইরে দিয়ে থাকেন, তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করে অর্থমন্ত্রী গ্রামীণ ব্যাংকের দায়িত্ব দূরীকরণ কর্মসূচির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার পর একই অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে বিবৃতির মাধ্যমে তার ক্ষোভ প্রকাশ করাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত না চেয়ে এবং সেখানে তার সমালোচনা না করে যেভাবে এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও সরকারের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলার অভাব খুব স্পষ্ট। তার কোনো সমালোচনা সরকারি মহলে নেই। একে স্থিতিশীলতার পরিচায়ক বলে মনে করা এক বড় রকম বিস্ময় ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

সড়ক পরিবহন ধর্মঘট প্রসঙ্গে নৌ পরিবহনমন্ত্রীর যে আচরণ দেখা গেছে, এ বিষয়ে মন্ত্রীদের নিজেদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটা রিপোর্ট এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা খুব প্রাসঙ্গিক। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় রিপোর্টটি হলো নিম্নরূপ। এর থেকে পরিস্থিতির আসল চেহারা বোঝার কোনো অসুবিধা নেই। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, 'আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অনৈতিক পরিবহন ধর্মঘটে জনতাগোষ্ঠির জন্য নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানকে নিয়ে বিবৃতি সরকার। সরকারের বেশিরভাগ মন্ত্রী এ নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ। তাদের অনেকে ক্ষোভ আটকে রাখতে পারছেন না। প্রকাশ্যেই শাজাহান খানকে তুলোধোনা করছেন। সর্বশেষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মো. নাসিরের কণ্ঠেও ক্ষোভ। ধর্মঘট ডেকে মানুষের চরম দুর্ভোগের পেছনে ইহনদাতা হিসেবে শাজাহান খানকে আইনের আওতায় আনার ইঙ্গিতও দিচ্ছেন কেউ কেউ। মন্ত্রীদের অনেকে মনে করেন, দেশে যখন স্থিতিবাস্তব বিরাজ করছে, তখন ধর্মঘটের নামে গাভতলীতে রাতভর সহিংসতা হয়েছে। শুধু রাজধানীতে নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানেও অরাজকতা হয়েছে। সরকারের একজন মন্ত্রীর ইচ্ছা এ ধরনের জনবিরোধী কর্মকাণ্ড মেনে নেওয়া যায় না। নানাভাবে চেষ্টা করেও বিএনপি যেখানে সরকারকে বিপর্যস্ত করতে পারছে না, সেখানে শাজাহান খানে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে

সরকারকে জনগণের কাঁঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। সরকারকে যায়েলে বিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাই এখন থেকে ওই ব্যক্তির লাগাম টেনে ধরা না হলে ভবিষ্যতে এ জন্য সরকারকে মাংশ দিতে হবে।' (যুগান্তর, ৬.৩.২০১৭)।

এই রিপোর্টে সরকারি মন্ত্রীদের যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে এর থেকে কি প্রমাণিত হয় যে, খোদ সরকারের মধ্যে শৃঙ্খলা আছে? যেখানে শৃঙ্খলা নেই সেখানে 'স্থিতিশীলতার' অবস্থা যে নিতান্তই ভয়ঙ্কর, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু এসব ঘটনাই যে সরকারের দ্বারা প্রচারিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অবস্থা সংকটজনক এটা প্রমাণিত হয় না। সারাদেশে আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে আজ শৃঙ্খলার যে অভাব দেখা যাচ্ছে, সেটাও এ প্রসঙ্গে গুরুত্বের বিবেচনার বিষয়। এখন এমন কোনো দিন নেই যখন সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে এবং খোদ আওয়ামী লীগ সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের এবং এই সংঘর্ষে লোকজনের নিহত হওয়ার সংবাদ থাকে না। যে কোনো শাসক দলের পক্ষে এটা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। যে পরিস্থিতিতে এসব ঘটনা ঘটছে তাকে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার উপায় নেই। সে চেষ্টা কেউ করলে তাকে এক মহা অবাস্তব চিন্তা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা যে এক জিনিস নয়, এটা আগেই বলা হয়েছে। শেষ বিশ্লেষণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেভাবেই রক্ষিত হোক, তার থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, দেশে সামাজিক স্থিতিশীলতা আছে। কারণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রমাণ যত সহজে পাওয়া যায়, সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রমাণ তত সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজের অভ্যন্তরে যে অস্থিতিশীলতা থাকে, সেটাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অবসান ঘটায়, সেটা নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক বা অন্যভাবে হোক। বাংলাদেশে আজ সমাজের সর্বস্তরে যে ক্ষোভ বিরাজ করছে তার প্রতিফলনই প্রকৃতপক্ষে ঘটছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে। এই বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সরকার নিজেদের স্বার্থে করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর পরিণাম তাদের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

লেখক: সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল



গদ্য কাটুন

# হেলিকপ্টারের ধাক্কায় আহত পাখির খবর কী?

আনিসুল হক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচিত ছিলেন দয়ার সাগর বলে। তিনি অকাতরে দান-খয়রাত করতেন। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে পায়নি, এমন খুব কমই হয়েছিল। একবার একজন এসে তাঁর সামনে হাত পাতল-

কী চাও?

ভিক্ষা।

ভিক্ষা দেব কেন?

‘অনেক দিন মদ খাই না। পয়সার অভাবে মদ খেতে পারছি না, অবস্থা কী রকম শোচনীয় ভাবুন। পয়সা দিন। মদ কিনে খাব।’

‘না। মদ কিনে খাবে, এ জন্য আমি ভিক্ষা দিই না।’

‘না। তুমি কথা সত্য বলছ না। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে মদ খেতে টাকা দিয়েছিলে তুমিই। সে তো তোমার পয়সায় মদ গিলেছে।’

‘তুই একটা মেঘনাদবধ কাব্য লেখ। তোকেও টাকা দেব।’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। তিনি আমাকেও টাকা দেন। আমি একটা বই লিখেছিলাম, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের নির্দেশে। ছোটদের বিদ্যাসাগর। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে থেকে বইটি বেরিয়েছে। এই বই প্রতিবছর আমাকে টাকা দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমার উপকার করছেন। এখন আমি তাঁর কি নিন্দা-মন্দ করতে পারি?

একবার এক লোক এসে বলল, বিদ্যাসাগর মশাই, অমুকে তো দেখি খুব আপনার নিন্দা করছে।

বিদ্যাসাগর বিস্মিত। ‘অমুকে নিন্দা করছে আমার! না, করার তো কথা নয়। আমি তো তার কোনো উপকার করিনি।’

আমি এটা অনেক ভেবেছি। যার উপকার আপনি করেছেন, কদিন পরে প্রথম সুযোগে সে ছুরি হাতে পেয়ে এবং সামনে অনেক পিঠ পেয়ে ছুরিটা মারার জন্য আপনার পিঠটাকেই কেন বেছে নেয়।

আমার নিজের বানানো উত্তরটা হলো, আপনি আমার উপকার করেছেন। অকারণে একটা কৃতজ্ঞতার চাদর আমাকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখছে। তাতে আমার চলতে-

ফিরতে অসুবিধা হচ্ছে। আপনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমি সেই চাদর খুলে ছুড়ে ফেলি। তাতে আমার একধরনের স্বাধীনতা আসে। চিত্তের স্বাধীনতা। আরে বেটা, আমার কিছু উপকার করেছিলি বলে কি তুই আমার মাথা কিনে নিয়েছিস। আমি স্বাধীন। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির...

উপকারীর পিঠে ছুরি মারাই উপকৃতের কর্তব্য-এটা আমি আজ ৩০ বছর ধরে দেখে আসছি। ৩০ বছর আগে আমি একটা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে যোগ দিই। এরপর আরও কিছু সাপ্তাহিক, দৈনিক ঘুরে এখন একটা দৈনিক কাগজে কাজ করছি। যে তারকা আমাদের পত্রিকায় বেশি প্রচার পান, প্রথম সুযোগেই তিনি বলেন, ওই কাগজ তো আমার প্রচারই দিল না। যে রাজনীতিকনানাভাবে আমাদের পত্রিকার সমর্থন পান, শুধু ছবি কিংবা খবর ছাপা নয়, পারলে তাঁর বাগানের ফুলগাছে পানি দিয়ে ফুল ফুটিয়ে তার ছবিও ছেপে দেওয়া হয়, প্রথম সুযোগেই তিনি আমাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেন। বলেন, ওই কাগজ আমার কোনো প্রচার তো দেয়নি, ওই কাগজ... থাক, সেসব দুঃখের কথা।

সম্প্রতি একটা খবর দেখলাম। একটা হেলিকপ্টার যাচ্ছিল ঢাকা থেকে সিলেটের দিকে। সিলেটে বেঙ্গল আয়োজিত সংস্কৃতি উৎসবে যোগ দিতে ওই হেলিকপ্টারে যাত্রী হয়েছিলেন কয়েকজন দেশি-বিদেশি। পথে একটা পাখি এসে হেলিকপ্টারের সামনের কাচ ভেঙে ঢুকে পড়ে। এরপর পাইলট হেলিকপ্টারটিকে জরুরি অবতরণ করাতে বাধ্য হন। মোটামুটি একটা চষা খেতে হেলিকপ্টারটি জরুরিভাবে নেমে পড়ে। এরপর ঢাকা থেকে আরও দুটো হেলিকপ্টার আসে। যাত্রীদের ঢাকা নিয়ে যায়। তারপর পাখির আঘাতে আহত হেলিকপ্টারটিও ঢাকায় ফিরে যায়। শুনতে পেলাম পাখিসমাজে বিশাল বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। তারা বলছে, প্রথম আলোর শেষ পৃষ্ঠায় ২ মার্চ ২০১৭ বৃহস্পতিবার শরীফ খান লিখেছেন, পাখির নাম চা। দুটো উড়ন্ত চা পাখির ছবিও ছাপা হয়েছে। এটা করা হয়েছে পাখিসমাজের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রথম আলো পাখিদের বিরুদ্ধে যে অন্যান্য করেছে, এই সব চা পাখির খবর দিয়ে তা ঢেকে রাখা যাবে না। কারণ, প্রথম আলো খবর করেছে, ‘হেলিকপ্টারে ঢুকল পাখি, জরুরি অবতরণ।’ এই খবরে যাত্রী সাতজন ঢাকায় ফিরে গেছেন, তা বলা আছে। হেলিকপ্টারটিও ঢাকায় ফিরে গেছে তা

বলা আছে। কিন্তু পাখিটার কী হলো, তা বলা নাই। পাখিসমাজ ওই পাখির কুশল নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আর এই খবরের শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল: হেলিকপ্টারের ধাক্কায় পাখি আহত। পাখিসমাজে শোকের ছায়া। এরই মধ্যে বিক্ষুব্ধ পাখিসমাজ দাবি তুলেছে, আকাশ চিরকালই ছিল পাখিদের রাজত্ব। সেই আকাশে ঘন ঘন

চাইছে, কিন্তু আমার হাতে আছে মাত্র তিন ফাঁ। আচ্ছা ভারতের লোকেরা আমাদের সঙ্গে এমন করছে কেন? আমি বললাম, আজকে ডাক আসবে, আজকে অবশ্যই খবর পাব, কারণ আমি যাকে লিখেছি, তার জ্ঞান আর প্রতিভা প্রাচীন ঋষির মতো, উদ্যম একজন ইংরেজের মতো আর হৃদয়টা একজন বাঙালি মায়ের। আমি ঠিকই বলেছিলাম।

“এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। যাঁরা আমাদের উপকার করেন, তাঁদের মাথা চিবিয়ে খাওয়াই আমাদের কর্তব্য। ইশপের গল্প আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

হেলিকপ্টার ইত্যাদি চলাচল করায় পাখিদের নিরাপত্তা আজ হুমকির সম্মুখীন। অবিলম্বে বাংলার আকাশে সব ধরনের বিমান ও হেলিকপ্টারের চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

আর এই দাবি আদায়ের প্রথম কর্মসূচি হবে, প্রথম আলো পত্রিকার বিরুদ্ধে ‘নিপাত যাক নিপাত যাক’ আওয়াজ তোলা।

খুব স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক। প্রথম আলো বহুদিন থেকে তার শেষ পৃষ্ঠায় পাখিদের নিয়ে সচিত্র খবর পরিবেশন করে আসছে। তাই তার শোধ পাখিরা এভাবেই নিতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনভিজ্ঞতা তা-ই বলে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্স থেকে চিঠি লিখেছিলেন বিদ্যাসাগরকে,

প্রিয় বন্ধু, গত মাসের ২৮ তারিখ রোববার আমি বসে আছি আমার ছোট পড়ার ঘরটিতে, এই সময় আমার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এল আমার কাছে। বলল, ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে

কারণ, ঘটনাক্রমে পরেই তোমার চিঠি আর দেড় হাজার টাকা এসে পৌঁছাল।...

মাতাল ভিক্ষুকটি তো ভুল বলেনি। ঈশ্বরচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্তকে মদ খাওয়ার জন্য টাকা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছিলেন। ইশপের গল্প থেকে ‘বাহ ও বক’ কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রই বাংলায় লিখে প্রকাশ করেছিলেন।

‘একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।’ পুরস্কার পাবে, এই আশ্বাস পেয়ে এক বক তা বের করে দিল লম্বা ঠোঁট দিয়ে। কিন্তু পুরস্কার? বাঘ বলল, আমার হাঁ-য়ের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে তুই বের করে নিতে পারলি, এটিই তো বড় পুরস্কার। ভাগ, না হলে চিবিয়ে খাব।

বক তাড়াতাড়ি ভাগল। এই গল্প আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। যাঁরা আমাদের উপকার করেন, তাঁদের মাথা চিবিয়ে খাওয়াই আমাদের কর্তব্য। ইশপের গল্প আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

আনিসুল হক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

## সহজিয়া কড়চা

# ৭ মার্চের বার্তা ও তার শিক্ষা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

আমাদের কাছাকাছি বয়সের যাঁরা এবং সেদিন ঢাকায় ছিলেন, বিশেষ করে ওই দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বা তার আশপাশে ছিলেন, তাঁদের সেই দিনটির কথা অম্লান থাকবে আশ্চর্য্য। আজ থেকে ৪৬ বছর আগের সেই সাতই মার্চ। যেদিনটির পরে বাঙালি আর আগের মতো রইল না। আমূল পরিবর্তন আসে তার মনোজগতে। এক নতুন প্রত্যয়ে সে উজ্জীবিত হয়। যতটা সাহস তার আগে ছিল, ওই দিন থেকে আরও সাহসী ও প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিছুকাল যাবৎ ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর এবং ৭ মার্চের ভোরবেলা থেকে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণের রেকর্ড বাজানো হয়। সেই সঙ্গে কোথাও ভোজের আয়োজনও হয়। তা তেহারিই হোক বা অন্য কিছু হোক। কিন্তু ওই দিনটির তাৎপর্য ও শিক্ষা নিয়ে আদৌ কেউ ভাবেন কি না, সেটা সত্যিই এক বড় প্রশ্ন। ওই দিনটি ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্যে রয়েছে জাতীয় রাজনীতির বহু শিক্ষার উপাদান। যাঁরা একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতির

নির্মাতা, তাঁদের জীবন ও কর্ম থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্মের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে বহু কিছু। সেই শিক্ষা যারা নিতে চায় না, সেই জাতি হতভাগ্য। তাদের অতীত আছে, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই। বাংলাদেশের মানুষের আর কিছু না থাক, তাদের একটি গৌরবের অতীত রয়েছে।

প্রাচ্যের একটি বড় ধরনের বেইমান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ এক ঘোষণায় ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। সেটা

করেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর দাবিতে। সারা পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির একটি প্রত্নত্মূলক সভা হাটলি হোটেল পূর্বাণীতে। আমি সিকান্দার আবু জাফরের সমকাল অফিসে বসা ছিলাম। রাস্তায় হইচইয়ের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে দেখি বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ পূর্বাণীর দিকে যাচ্ছে। আমিও গেলাম। ক্ষুব্ধ বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক ও জনতার উদ্দেশ্যে বললেন: ‘জাতীয় সংসদের স্থগিতের

ঘোষণা এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি। একটি মাইনরিটি দলের একগুঁয়ে দাবির কারণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষিত হয়েছে। জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাই আমরা একে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে পারি না।’

যত বড় দলই হোক তার নেতা দলীয় নেতা থেকে জাতীয় নেতা হয়ে ওঠেন যখন অন্য দল ও ভিন্নমতের মানুষও তাঁর নেতৃত্বে আস্থা রাখেন। অন্যদিকে জাতীয় স্বার্থে খুব জনপ্রিয় নেতাকেও অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে হয়। ইয়াহিয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীন ঘোষণার প্রতিবাদে একটি গণতান্ত্রিক দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শান্তিপুর আন্দোলনের পথ বেছে নেন। ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে সাধারণ হরতাল আহ্বান করেন। এবং সেই ঘোষণা দিয়েই তিনি বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি মাওলানা ভাসানী, জনাব নুরুল আমিন, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ এবং জনাব আতাউর রহমান খানের সঙ্গে আলোচনা করব। আগামী ৭ মার্চ রেসকোর্সে এক গণসমাবেশে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’ [দৈনিক পাকিস্তান, ২ মার্চ ১৯৭১]

‘আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার’ ও ‘সাতই মার্চ’ কথা দুটি মানুষের কানে ঢুকে যায় এবং মুক্তিকামী

মানুষ গ্রহণে গুণতে থাকে রুদ্ধশ্বাসে। ৭ মার্চের আগের তিন-চার দিন জনগণের প্রস্তুতি চলে। ২ মার্চ ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। সামরিক জাভা সাক্ষ্য আইন জারি করে। জনগণ তা অগ্রাহ্য করে। মিছিলে মিছিলে উত্তাল সারা দেশ।

৩ মার্চ ছাত্রলীগ পলটন ময়দানে বড় জনসভা করে। সেখানে ছাত্রনেতার স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুকে চাপ দেন। কিন্তু তিনি একজন সংসদীয় নেতার ভূমিকা পালন করেন। ওই সভায়ও কবি শামসুর রাহমান ও আমি উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘এই কয়দিনের মধ্যে সরকারের মনোভাব যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে ৭ই মার্চ আমি আমার যা বলার তা বলব। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দাবি আদায় করতে চাই।’

৭ মার্চের সেই অবিস্মরণীয় জনসভায় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসক ও বাংলার জনগণকে যে বার্তা দেন তা হলো, ‘আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

আমরা সেই দিনগুলোতে যতটুকু দেখেছি ও শুনেছি, তাতে তিনি শুধু তাঁর নিজের দলের

“অধিকারহীন অবস্থায় সুগন্ধি বাসমতী চালের ভাত খাওয়ার চেয়ে মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হিসেবে মোটা ইরি চালের ভাতই হাজার গুণ ভালো। স্কুল, কলেজ, ব্রিজ, কালভার্ট, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য কোনো জাতি স্বাধীনতা চায় না।



# অদ্ভুত এই দেশে

## আসিফ নজরুল

আদালতের রায়ে চালক দণ্ড পাওয়ায় পরিবহনশ্রমিকেরা সারা দেশে যানবাহন বন্ধ করে দেন। আদালতের রায়ে চালক দণ্ড পাওয়ায় পরিবহনশ্রমিকেরা সারা দেশে যানবাহন বন্ধ করে দেন।

এ দেশে যন্ত্রদানব নামে একটা শব্দ আছে। এই যন্ত্রদানবেরা বিভিন্ন প্রজাতির। বাস প্রজাতির, ট্রাক প্রজাতির, কখনো গাড়ি প্রজাতিরও। বাস-ট্রাক অন্য কোনো ভাষায় দানব না, ইংরেজিতে 'মেশিন-মন্স্টার' না। তাহলে আমাদের দেশে এরা কেন দানব?

কারণ, আমাদের দেশেই কেবল এরা ছুটতে পারে দানবের মতো বেসামাল গতিতে। মানুষ-পশুপাখি যা সামনে থাকে খেঁতলে দিতে পারে। এরপর চোখের নিমেষে উধাও হতে পারে। দৈত্য-দানবের জন্য কোনো নিয়ম নেই, এদের জন্যও নেই। দৈত্য-দানবের বিচার নেই, তাদেরও নেই। দানবদের বিচার করা সম্ভব না। কিন্তু এই দানব তো আসলে নিজে নিজে দানব হয় না! তাকে দানবীয়ভাবে চালায় আমাদের মতো মানুষ। এই দানবের মালিকও থাকে মানুষ। মালিক-চালকদের জন্য আইন থাকে। যন্ত্রদানবকে কেমন অবস্থায় রাখতে হবে, কীভাবে তা চালাতে হবে, এসবের আইনও থাকে। তারপরও যন্ত্রদানবের চাপা পড়ে এ দেশে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় প্রতিবছর। কিন্তু এসব ঘটনায়ও যন্ত্রদানবের চালক-মালিকদের কোনো বিচার নেই কেন দেশে?

বলা হয়, এদের নাকি বিচারের জন্য তেমন আইন নেই দেশে। মোটর ভেহিক্যাল আইন নামে একটা আইন আছে বটে, কিন্তু তাতে সর্বোচ্চ শাস্তি মাত্র ছয় মাসের। মানুষ মারার মতো বিশাল কাজে এত তুচ্ছ শাস্তিতে আগ্রহ নেই তেমন কারও। তাই বিচার দূরের কথা, মামলাই হয় না এই আইনে অনেক ক্ষেত্রে।

কিন্তু এটা কি আসলে ঠিক? আসলে কি অন্য কোনো আইন নেই যন্ত্রদানবের চালক-মালিকদের বিচারের? মোটর ভেহিক্যাল অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ নামক আইনে দুর্ঘটনার জন্য শাস্তির বিধান আছে সর্বোচ্চ ছয় মাসের। কিন্তু এতে দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে কী শাস্তি হবে, তা বলা নেই। তাহলে যেসব দুর্ঘটনা মানবসৃষ্ট (যেমন: বেসামাল বেগে ত্রুটিযুক্ত গাড়ি চালানো) এবং যার ফলে মানুষের প্রাণহানি ঘটে, সেসব মৃত্যু নরহত্যা হিসেবে অন্য কোনো আইনে কি বিচারযোগ্য নয়?

আমার মতে, অবশ্যই তা বিচারযোগ্য। বিচারের জন্য আইনটি হচ্ছে আমাদের পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধিতে অপরাধজনিত নরহত্যা নামক যে অপরাধ রয়েছে, তা অবশ্যই সড়কে হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। নরহত্যা খুনের তুলনায় সামান্য লঘু অপরাধ। নরহত্যা ঘটানোর জন্য ইনটেনশন (অভিপ্রায়) থাকতেই হবে-এমন কোনো কথা নেই, নলেজ থাকলেও চলবে।

আমি যদি এমন কোনো কাজ করি, যা আমার জানামতে (নলেজ) কারও জীবনহানি ঘটতে পারে এবং আমি যদি সেই কাজ করে কারও মৃত্যু ঘটাই, তাহলেই তা নরহত্যা। ধরা যাক, আমি লাইসেন্স করা একটি পিস্তল নিয়ে ছাদে গিয়ে চারদিকে এলোমেলোভাবে গুলি করতে শুরু করলাম। এই গুলি লেগে অন্য একটি ভবনের একজন মারা গেল। আমি আদালতে গিয়ে বলতে পারি তাকে মারার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, এমনকি আমি তাকে চিনিই না। এ ক্ষেত্রে আমি কি শাস্তি এড়াতে পারব? পারব না। কারণ, আমার নলেজ ছিল বা জানা ছিল যে আমার কাজটি এতই ঝুঁকিপূর্ণ যে এতে যে কারও মৃত্যু হতে পারে। আইন অনুসারে এটা ঠাণ্ডা মাথার বা পরিকল্পনামাফিক খুন না হলেও অপরাধমূলক নরহত্যা। কাজেই এর শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। একই রকমভাবে আমি যদি ইচ্ছা করে বেসামাল স্পিড তুলে, ত্রুটিযুক্ত যান নিয়ে, ট্রাফিক নিয়মনীতি না মেনে রাস্তায় যন্ত্রদানব চালিয়ে দিই, তাহলে যেকোনো ব্যক্তি আমার চালানো যন্ত্রদানবে পিষ্ট হয়ে মারা যেতে পারে।

করে চলে রাজপথের ঘাতকদের। আমরা সচেতন হলে রাজপথের ঘাতকদের তবু হয়তো বিচার করা যাবে কখনো। কিন্তু এদের রক্ষাকারী দানবদের বিচার কখনো করা যাবে কি? মনে হয় না।

২. যন্ত্রদানবদের তবু চোখে দেখা যায়। তাই এই দানবের মালিক-শ্রমিককে খুঁজে বের করা যায়, এদের বিচারের প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু অন্য আরও দানব আছে দেশে, যাদের আমরা চোখে দেখি না, এদের মালিক-চালকদের চিনি না। এদের তাই বিচার নেই এ দেশে।

এ দানবেরা হুট করে কাউকে নিয়ে উধাও হয়ে যায় অচিন দেশে। দুই বছর আগে এমনভাবে বিএনপির নেতা সালাহ উদ্দিন আহমদ উধাও হয়েছেন বাংলাদেশে, কয়েক মাস পর চোখ খুলে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন ভারতের শিলংয়ে। কারা তাকে উধাও করেছে, কারা তাকে শিলংয়ে ফেলে গেছে, কিছুই তিনি মনে করতে পারেননি। এ দেশে এর আগে-পরে এমন ভৌতিক ঘটনা আরও ঘটেছে। এ বি সিদ্ধিকী উধাও হওয়ার কয়েক দিন পর

এ দেশে খাদ্যে ভেজাল দেয় দানব, রাস্তা বানাতে এক টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচ করে দানব, শেয়ার মার্কেট আর ব্যাংকের টাকা উধাও করে দানব, সাগর-রুনিকে হত্যা করে দানব।

এই নলেজ যেকোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের থাকার কথা। কাজেই এ ধরনের মৃত্যুতে আমার অপরাধ অপরাধমূলক নরহত্যা। এটা সাধারণ অবহেলাজনিত মৃত্যু হতে পারে না, এটা নিছক দুর্ঘটনাও হতে পারে না। আমাদের দেশে কখনো এভাবে সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালকদের বিচার হয়নি। মাত্র কয়েক দিন আগে তারেক মাসুদ আর মিশুক মুনীরদের প্রাণহানির ঘটনায় এমন একটি রায় হয়েছে প্রথমবারের মতো। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে সারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে পরিবহনশ্রমিক-মালিকেরা, এর পেছনে সরকারের একজন মন্ত্রীর ইচ্ছার কথা জানা যায়।

এদের কথা একটাই-যন্ত্রদানব দিয়ে হত্যা করলে বিচার করা যাবে না কারও। যন্ত্রদানবের চালকের না, মালিকের তো অবশ্যই না। এসব চালক-মালিকের ওপরে আছে আরও কিছু দানব। এই মহাশক্তিশালী দানবেরাই রক্ষা

ফিরে এসেছেন। তিনি কই ছিলেন, কারা তাকে উধাও করেছে, তা তিনি বলতে পারেননি। গত বৃহস্পতিবার রাতে হুম্মাম কাদের চৌধুরী ফিরে এসেছেন আচমকা। 'কে বা কাহার' তাকে ধানমন্ডির একটি মসজিদের সামনে ভোরের দিকে ফেলে গিয়েছিল। তারা কারা, তিনি জানেন না। তিনি এত দিন কই ছিলেন, কারা তাকে কয়েক মাস আগে তুলে নিয়েছিল, তাও জানেন না। কিছুই তাঁর মনে নেই!

কেউই যখন কিছু জানেন না, মনে করতে পারেন না, তখন এসব নিশ্চয়ই 'দৈত্য-দানবের' কাজ। এই রহস্যময় উধাওকারীদের ওপর তাই কোনো রাগ নেই উধাও থেকে ফিরে আসা ব্যক্তি বা তাঁর স্বজনদের। এ বি সিদ্ধিকী আর সালাহ উদ্দিন আহমদের পরিবারকে চিনি আমি। ঘটনাক্রমে তাঁদের দুজনের স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। আমি জানি, উধাও কারা করেছে।

এ নিয়ে খুব একটা জানার আগ্রহ তাঁদের নেই, এ নিয়ে কিছু বলার আগ্রহ তাঁদের একদমই নেই। তাঁরা বরং খুশি আছেন স্বজনদের ফিরে পাওয়ার আনন্দে।

গুম বা উধাও হওয়া ব্যক্তির স্বজনরা এখন তাই এসব দৈত্য-দানবের প্রতিরক্ষা করেন। কোনো এক রহস্যময় ভোর বা রাতে স্বজনকে ফেরত পেলে তাঁরাও নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন সবকিছু। কারা নিয়েছে, কারা ফেরত দিয়েছে, কোথায় ছিলেন-এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য হবে না। ফিরে যে এল বা হদিস যে হলো, তাতেই খুশি থাকবেন সবাই। তাঁদের খুশি হওয়ারও কথা। কারণ উধাও হলে সবাই ফেরত আসেন না এ দেশে। কেউ লাশ হয় ফেরত আসেন, অনেকে কোনোভাবেই না। এই উধাও হওয়া ব্যক্তিদের একবারই কেবল মানুষেরা উদ্ধার করেছিল, নারায়ণগঞ্জের সেই ঘটনায় দুই মানুষের সাজাও হয়েছে। কিন্তু বাকি সব ঘটনার জন্য দায়ী দৈত্য-দানব-অশরীরীরা। এই দৈত্য-দানবেরা হঠাৎ থালা দিয়ে নিয়ে যায় কিছু মানুষকে, কোনো এক অচিন দেশে বন্দী করে রাখা হয় তাঁদের। সেখানে তাঁরা থাকেন অচেতন অবস্থায় বা ঘোরের মধ্যে। সৌভাগ্যবশত তাঁরা কেউ কেউ ফেরত আসেন। কিন্তু কিছুই আর মনে করতে পারেন না। এরা দৈত্য-দানবই হবে! না হলে এদের কোনো হদিস মেলে না কেন? কেন এদের স্পর্শ করতে পারে না মানুষের আইন-আদালত?

৩. শুধু কি উধাও বা গুমকারী দানব? অন্য প্রজাতির আরও কিছু দানব আছে এ দেশে। যেমন প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী দানব। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ভয়াবহ অপরাধের জন্য মাঝে মাঝে মলিন মুখের দু-একজন ছোটখাটো মানুষ গ্রেপ্তার হন বটে। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস তাতে থামে না কখনো। কারণ, এসব নিশ্চয়ই দানবের কাজ। এই দানবদের আমরা চিনি না, এদের মালিক-চালকদের তাই চিনি না।

চিনি না সাইবার ক্রাইম দানবদেরও। এ দেশে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর নামে ফেসবুকে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে খারাপ কিছু লিখলেই গ্রেপ্তার হয় যেকোনো মানুষ। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের বাইরে থাকা সমাজের অন্য সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়ে পৈশাচিক কিছু লিখলেও তার বিচার হয় না কখনো। যে পুলিশ-গোয়েন্দা সরকারের কারও সম্পর্কে কিছু লেখামাত্র গ্রেপ্তার করতে পারে দৌষীদের, অন্যদের নিয়ে কিছু লিখলে তা কখনো করতে পারে না কেন? নিশ্চয়ই তাহলে অন্যদের সম্পর্কে লেখে দৈত্য-দানবেরা! এই দৈত্য-দানবের হদিস পাওয়ার ট্রেনিং নেই পুলিশ-গোয়েন্দার নেটরুকে!

আরও নানান দানব থাকে এ দেশে! এ দেশে খাদ্যে ভেজাল দেয় দানব, রাস্তা বানাতে এক টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচ করে দানব, শেয়ার মার্কেট আর ব্যাংকের টাকা উধাও করে দানব, সাগর-রুনিকে হত্যা করে দানব। এত দানব দেশে থাকলে মানুষের অধিকার থাকে কীভাবে? দানব বধ করার রাষ্ট্র কবে হবে এ দেশ?

আসিফ নজরুল: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

## ৩১ নং পৃষ্ঠার পর ....

নেতাদের সঙ্গে নয়, ভাসানীসহ অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তার প্রমাণ ৯ মার্চ পলটন ময়দানে ভাসানীর জনসভা। বিশাল ওই জনসমাবেশ থেকে মাওলানা বলেন, '২৫ মার্চের মধ্যে ইয়াহিয়া খান এ দেশের মানুষের দাবি মেনে নিয়ে বিদায় না নিলে শেখ মুজিবুর রহমান ও আমি এক হয়ে স্বাধীনতার জন্য সর্বাঙ্গিক সংগ্রাম শুরু করব। আমি মুজিবকে চিনি, আপনারা তাঁকে অবিশ্বাস করবেন না।'

৭ মার্চ থেকে বাঙালির মধ্যে একটি ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি হয়। দেশ চলছিল শেখ মুজিবের নির্দেশে। সব শ্রেণি ও পেশার মধ্যে সৃষ্টি হয় সংহতির। আনসার, পুলিশ, ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈন্য ও অফিসারদের মধ্যে স্বাধিকারবোধের জন্ম হয়। খালেদা জিয়ার বিএনপি ৭ মার্চ কেন পালন করে না, আমার বোধগম্য নয়। এই দিনটি জিয়াউর রহমানের জীবনের গতি বদলে দেয়-তা তো তিনি নিজেই বলে গেছেন। পয়লা মার্চের পরে মেজর জিয়া ও অনেক বাঙালি সেনা কর্মকর্তার মনে হয়েছিল, 'কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে।' তাঁর ভাষায়, 'সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে।... ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো।' [সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৬ মার্চ ১৯৭৪]

সেদিন বঙ্গবন্ধু সব শ্রেণি-পেশার মানুষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী,

## ৭ মার্চের বার্তা ও তার শিক্ষা

কূটনীতিবিদ, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য-সবার মধ্যে একটি আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সেটাই তাঁর প্রধান গুণ। জনগণও পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। নেতা জনগণের আবেগকে ধারণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি যাঁরা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেন, তাঁরা একটু খেয়াল করে শুনলে বা পাঠ করলে লক্ষ করবেন ওই ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য একটি বাক্যও ছিল না। সেখানে পুরোটাই বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মুক্তির কথা। শেখ মুজিব যদি ইয়াহিয়ার কাছে দাবি করতেন বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকারের আপাতত প্রয়োজন নেই, আপনি এই প্রদেশে আর তিনটি হাসপাতাল, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতটি কলেজ এবং যমুনার ওপর একটি ব্রিজ বানিয়ে দেন। খুশিতে লাফিয়ে উঠে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, আলবৎ, শেখ ছাহাব আলবৎ দেব। আপনাদের গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই। মানবিক অধিকার দিয়েই-বা কী করবেন? বাংলার পলিমাটির নরম পথঘাট পাকা করে দেব। গান্ধারী ইন্ডাস্ট্রিজের মতো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করে দেব। স্কুল-কলেজ গড়ে দেব। বড় বড় মসজিদ-মাদ্রাসা বানিয়ে দেব। পাঞ্জাব থেকে বাসমতী চাল পাঠাব পঞ্চগড় ও পার্বতীপুরের মঙ্গাকবলিত এলাকায়। পশ্চিম পাকিস্তানের

ইজিপশিয়ান কটনের জামা পরবে বাংলার মানুষ। করাচি, লাহোর, লাডিকোটাল গিয়ে আপনারা সন্তায় কেনাকাটা করবেন। আমড়া, কতবেল, বৈচি কোনো ফলই নয়, আঁড়ুর, আপেল, নাশপাতি আসবে পেশোয়ার থেকে ঢাকায়। স্বাধিকারের দরকার কী? বেশি গণতন্ত্র দিয়ে কি আপনারদের পেট ভরবে?

শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত বাংলার মানুষ চেয়েছে নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার। তারা চেয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার। বহু পদানত জাতি খেয়ে-পরে বেশ ভালো থাকে। সে ভালো ভালো নয়। অধিকারহীন অবস্থায় সুগন্ধি বাসমতী চালের ভাত খাওয়ার চেয়ে মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হিসেবে মোটা ইরি চালের ভাতই হাজার গুণ ভালো। স্কুল, কলেজ, ব্রিজ, কালভার্ট, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য কোনো জাতি স্বাধীনতা চায় না। পরাধীন ব্রিটিশ আমলে সেগুলো যথেষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানি আমলেও হয়েছে। ৭ মার্চের বার্তা হলো অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। এবং ৭ মার্চের শিক্ষা হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ ন্যায়সংগত।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।



# Weekly Dosh

- Britain's largest circulation Bengali newspaper
- Out every Friday • Free • 50p where sold



Nike's Pro Hijab:



John Biggs tell Downing St to scrap business rate hikes after

## Budget 2017: What it means for you

Two Budgets in one year have the potential to make a major impression on your household finances.



In the first of this double-header, Chancellor Philip Hammond said that he was supporting families while not spending recklessly.

Although the Budget was relatively low-key, other changes were already planned. This adds up to a significant financial impact on millions of people - even before the next Budget in November.

So here is how it could affect you.

### Tax rise for the self-employed

The main National Insurance contribution rate paid by the self-employed will rise in the next few years.

It will increase from its current level of 9% to 10% in April 2018, and then to 11% in April 2019 for those earning more than £8,060.

The level for employees is 12%.

The chancellor said that this would raise £145m a year by 2021-22 at an average cost of 60p a week to those affected.

As previously announced, class 2 contributions - which has a lower threshold - will be abolished.

Taken together, only the self-employed with profits over £16,250 will have to pay more as a result of these changes. That is more than two million people.

The chancellor said this brought fairness between the self-employed and employees.

But the move was criticised by the body that represents the self-employed.

"The chancellor should not forget that growth in self-employment has driven our labour market in recent years and punitive rises in

tax will make many people have second thoughts about striking out on their own," said Chris Bryce, chief executive of IPSE.

### Help for savers

A new government-backed savings product was promised in November's Autumn Statement - but we did not have date or a rate. Now the chancellor has said the Investment Guaranteed Growth Bonds will be offered by National Savings and Investments from April, paying interest of 2.2%.

The chancellor described this as a market-leading rate, which it is - but it is only the equal of the best-buy three-year bond on the market now. Critics have already labelled the product as a "sideshow" and "underwhelming".

The bond will be open to those aged 16 and over, subject to a minimum investment limit of £100 and a maximum investment limit of £3,000. Savers must lock in their money for three years.

Official forecasts estimate that the cost of living will rise at 2% or above for the next three years.

### Subscriptions

Concerns have been raised that many people are falling into a subscription trap, by signing up for

a paid-for service without meaning to - for example, when a paid subscription starts automatically after a free trial has ended.

Citizens Advice estimates that two million consumers each year have problems cancelling subscriptions on, for example, TV subscriptions. Those with mental health problems are often vulnerable to these issues. The chancellor confirmed that new measures will be considered in a Green Paper in the summer.

### What we already knew

A long list of changes, announced in previous Budgets and Autumn Statements will come into force in April or the subsequent months. They include:

- The amount you can earn before paying income tax - the personal allowance - is currently at £11,000 and will go up to £11,500. The government has promised this will rise to £12,500 by 2020-21. The threshold for higher rate will go up from £43,000 to £45,000, except in Scotland (owing to devolved powers) where it will be £43,000
- Many working-age benefits remaining unchanged for a second year, as part of a four-year freeze. These include Jobseeker's

Allowance, Employment and Support Allowance, some types of Housing Benefit, and Child Benefit. However, state pensions, Maternity Pay and disability benefits are excluded

- The launch of a new Lifetime Individual Savings Account (LISA) for those aged between 18 and 40. They can save up to £4,000 a year, and the government will add a 25% bonus if the money is used to buy a home or as a pension from the age of 60

The start of a gradual process allowing people to pass on property to their descendants free from some inheritance tax

- Any family which has a third or subsequent child born after April will not qualify for Child Tax Credit, which can be more than £2,000 per child. This will also apply to families claiming Universal Credit for the first time after April

The family element of child tax credits, worth £545 per year, will be abolished. So families in which the eldest child is born on or after 6 April will not receive this payment.

- Many buy-to-let landlords will see the amount of tax relief that they can claim on mortgage interest payments cut over the course of four years from April. They will only be able to claim at the lower rate of tax, not the higher

The National Living Wage will rise from £7.20 to £7.50 in April, for those aged 25 and over. Public sector pay has already been set at a 1% annual rise each year until 2019-20

- The amount that can be saved in a tax-free Individual Savings Account (ISA) is rising from £15,240 a year to £20,000

Salary sacrifice restricted for items such as computers, gym membership and health screening

- Fuel duty will be frozen for a seventh year, but the cost of vehicle insurance may rise owing to an increase in the Insurance Premium Tax from 10% to 12% in June

New Vehicle Excise Duty (VED) bands are to be introduced for cars registered from April - zero, standard and premium

- In May, probate fees will change, costing significantly more for large estates

## Sussex tops global university ranking



The universities of Sussex and Loughborough appear at the top of global university rankings which look at individual subjects. Sussex is rated the world's best for development studies and Loughborough for sport. But the most top places are taken by two US universities - Harvard, and the Massachusetts Institute of Technology.

Among UK universities, Oxford is rated top in the most subjects - English, geography, anatomy and archaeology.

The annual QS World University Rankings by Subject compare institutions across 46 subjects.

They show the strength of in-depth specialisms, rather than an overall university ranking.

Harvard is top of 15 of these subjects, including history, medicine and biology.

Its neighbouring university, the Massachusetts Institute of Technology, accounts for another 12, including maths, chemistry and physics.

There are a number of UK universities claiming first places, in rankings based on 43 million research papers and 305,000 responses to an academic survey. Loughborough, which has produced a number of elite

athletes, is rated as best in sports-related subjects, while Sussex is this year identified as the best for development studies, replacing Harvard.

The Royal College of Art is top for art and design and the Institute of Education, part of University College London, is in first place for education.

The University of Cambridge is rated as the most consistent - with more subjects in the top 10 than any other institution, followed by the University of California, Berkeley.

A quarter of all top 10 rankings are taken by UK universities - with the US and UK having the biggest share of the highest places.

Among continental European universities, ETH Zurich was top in earth and marine sciences, while Hong Kong University was top at dentistry.

Ben Sowter, head of research for the ranking firm, says that the UK does particularly well in these rankings which "drill down" to subject level.

He said comparisons by subject were becoming more important for students considering courses. "Subject rankings are becoming more and more influential," he said.



**The amount that can be saved in a tax-free Individual Savings Account (ISA) is rising from £15,240 a year to £20,000**



# News

## NHS bodies join forces to promote blood and organ donation in the community to help save lives together



The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust and NHS Blood and Transplant are working together to promote organ and blood donation to people throughout Hillingdon.

As of the 1 March, Hillingdon Hospitals, will be using its fleet of vehicles to encourage the local community to sign up for organ donation and to give blood. Two vehicles will carry messaging reminding people how they can save lives by giving blood or joining the NHS Organ Donor Register.

As the second largest borough in London, with over 270,000 residents, there is a huge opportunity for Hillingdon residents to make a big difference to the lives of others. And with over a quarter of people in the borough from an Asian or Black British background and 7.3% from a Black or Black British background\*, there is a particular hope that people from these backgrounds will come forward and register as new blood or organ donors.

Currently, despite making up 14% of the total UK population, only 3% of donors who gave blood in the last 12 months are of black or Asian

heritage. Yet people from these communities more likely to have rare blood types.

People from these communities are also more likely to have conditions like Sickle Cell Disease or Thalassaemia, which require regular blood transfusions. For patients with these conditions, blood from donors with a similar ethnic background gives the best match and long term outcomes.

At the same time, last year 23% of all kidney transplant recipients were from black and Asian communities, and black and Asian patients made up 32% of the active kidney transplant waiting list. However, during the same period, just 5% of all donors were from these communities.

The new initiative in Hillingdon will be officially launched by Shane Degaris, CEO of The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust and Ian Trenholm, CEO of NHS Blood and Transplant.

Shane said: "We are pleased to be able to support this great cause in order to raise the profile of this vital need in the community. Signing up to the NHS Organ Donor Register and giving blood is something that many people

want to do but just don't get round to. We hope that this message on our Trust vans reminds people in the local community to take action along with the details of where to go for more information."

Ian Trenholm, CEO of NHS Blood and Transplant added: "We are delighted to have formed a new partnership with Hillingdon Hospitals to help promote blood and organ donation within their local community. By giving us the opportunity to put our messages onto their vehicles, the Trust is enabling us to reach out to people who might not otherwise hear about the importance of blood and organ donation."

"We have a particular need for more people from black and Asian communities to become blood and organ donors, so that our donors can better reflect the ethnic diversity of the patients we help to treat. Donors of the same ethnicity can provide a better match for both blood and organs, which can give a better clinical outcome for the patient."

Across the UK, around 6500 people are currently on the transplant waiting list. Last year nearly 500 people died in the UK waiting for a transplant.

In general, as long as you are fit and healthy, weigh over 7 stone 12 lbs (50kg) and are aged between 17 and 66 (up to 70 if you have given blood before) you should be able to give blood. If you are over 70, you need to have given blood in the last two years to continue donating. To find out more or book an appointment visit [www.blood.co.uk](http://www.blood.co.uk), call 0300 123 23 23 so search for 'NHS Give Blood' app.

It only takes two minutes to sign up to the NHS Organ Donor Register. Join the NHS Organ Donor Register and make sure you tell your friends and family your decision. Visit [www.organdonation.nhs.uk](http://www.organdonation.nhs.uk) or call 0300 123 23 23.

## Improving Services at the Bangladesh High Commissions



Dr. Hasanat Husain MBE

I write this in appreciation of the service Bangladesh High Commission in London is providing for us (Brit Bangladeshis) in the UK.

Recently we (my wife and I) got our old British Passports replaced by new ones. We needed NVR (No visa Required) stamps in the new ones. We visited the High Commission's website where all necessary instructions were clearly written and were easy to follow. Accordingly, I decided to visit the Bangladesh High Commission Wednesday, March 2017; after a good number of years.

I was mildly surprised by the remarkable and easily noticeable improvement/s in the care and promptness of staff to the general public. In the morning, I left my office at the Westminster at 9-30 am, reached the High Commission at 10am. I found the basement consular office open on time, exactly at 10am and, officers were found ready at their respective counters receiving incoming clients. The gentleman at the door was particularly helpful guiding and helping everyone

coming, how to press the machine in the front, get their slips for serial numbers etc. My number was 3 for counter no. 3.

My application forms, passports, photos and papers were checked, fees taken, a receipt given and I was told I can come and collect the passports the same day, anytime after 3pm! All these completed by 10-30am, I could return to my science faculty lecture at 11am!

In the afternoon I went to the High Commission around 4pm and was very pleasantly surprised to see both passports not only readily waiting but also, instead of the usual stamping, a very nice looking NVR sticker has been imprinted.

In my nearly 44 years in the UK, it was gratifying for me to see the neatness, the helpful smiley meet and greet at the door, the ready availability of a working photocopier for those who come unprepared, the serial number slips from an automatic machine, the calm and orderly atmosphere prevailing in our High commission.

I felt I must write to you to thank the Bangladesh High Commission Consular staff and also to the TV and electronic media in the UK; to pass a simple message to our people that the High Commission is now showing a marked improvement in the service they are required to provide. Hope this is useful.

## John Biggs tell Downing St to scrap business rate hikes after thousands sign petition

Ahead of the Chancellor's Budget statement tomorrow, the Mayor of Tower Hamlets John Biggs has urged the government to back down from planned business rate hikes after more than 10,000 East End residents and businesses signed a petition against the rises.

The Mayor joined the Mayor of Hackney and representatives of the East End Trades Guild at Downing Street this morning to hand in a local petition against the business rate rises.

The government's planned revaluation of business rates means many businesses in Tower Hamlets could face big rises in the amount of tax they have to pay. Across the capital more than 7,500 businesses are expected to see a 45 per cent rise in their bills this April with many more seeing smaller but still significant increases.

The Mayor called on the Chancellor to use Wednesday's Budget statement to



freeze the start of the new business rates until further relief for small and medium sized businesses are introduced. Mayor of Tower Hamlets John Biggs said:

"These astronomical business rate rises will cause untold harm to our high streets by punishing businesses in the East End. The Chancellor must understand the

devastating impact these rises will have, potentially forcing some businesses to close. We need the government to recognise the pain they are inflicting and to suspend the rate rises until they have taken proper steps to protect those small and medium businesses who are worse affected."

Krissie Nicolson, Director of East End Trades Guild added:

"Our work has given hope to the great many small, local businesses and their communities, who are fearful about their future. We hope the Chancellor Philip Hammond will make meaningful changes both in the short and long term, and take heed that our community will not rest until government policy genuinely reflects the rhetoric of its pro small business agenda"

Sarah Haque, Director of Urban Species in Tower Hamlets said:

"Our business has been a part of the East End Trades Guild since the beginning. In only two weeks we have raised almost 11,000 signatures for our petition and this gives us hope that we can now tackle other issues because rates are not the only issue, this is a very small part of it. We want to live and work in East London because that's our history and we want to make a future here as well. We don't want to be driven out!"

Paul Gardner Director at Gardners Bags in Tower Hamlets said:

"We've been going since 1870, four generations of the Gardner Family in the area. At the moment it must be some of the toughest times for small businesses in the East End and London as a whole. I'm hoping that the petition is going to make a difference and the government will think of a better way of setting business rates. I think we should take Landlords to task next!"



## Communities come together to promote the Charity Walk For Peace



Members of the Ahmadiyya Muslim Elders Association (AMEA) in East London held their second annual Pre Charity Walk for Peace Dinner in Stratford on Friday 3rd March 2017. They were joined by John Barber, Deputy Lord Lieutenant of London for the Borough of Newham, Mike Gapes MP for Ilford South, Councillor Peter Herrington Mayor of Waltham Forest as well as local police representatives, other local dignitaries and representatives from 60 charities based throughout the UK.

The Charity Walk for Peace (CWFP - Registered Charity Number 1161567) raises and distributes money to UK charities. Funds are raised through

Charity Walks which have been held all over the UK. The first Walk in 1998 raised only £1,500 but the amount raised in 2016 was an amazing £504,000. The target for the 2017 Walk which is to be held on 14 May 2017 in Silvertown, London is £750,000 and cumulative funds raised stand over £3.5 million.

As part of the promotion of the Walk regional dinners are being held so that charities can find out more information about the Walk and how they may be nominated as a beneficiary of the Walk.

Following an introduction to the work of the Charity Walk For Peace presented by Mr Rafiq Ahmad (National Vice Chairman of CWFP) various dignitaries including John Barber, Mike Gapes MP, Councillor

Peter Herrington, Ian Larnder, Chief Superintendent of Newham Police, and Councilor Paul Sathianesan, East Ham Civic Leader spoke about their connection to the Charity Walk For Peace and the positive impact it and members of AMEA have had on the local community.

Charity representatives, who had attended the Charity Walk in previous years, also spoke about their experiences and how funds raised from the Walk have helped the work that they are doing. All the various charity representatives who spoke said that they looked forward to participating in the Walk on 14 May 2017.

Dr Ch Ijaz Ur Rehman, National President of AMEA

thanked all the charities who attended and praised the work that they are doing.

In the final address Mr Rafiq Ahmad Hayat, President of the Ahmadiyya Muslim Community in the UK, gave an introduction to the beliefs of the community and their motto of Love For All Hatred For None. He stated that there was a great responsibility on all Muslims to be loyal to their country and to engage with and help their local community through charitable works and fundraising.

In total 300 guests attended the function held at The Old Town Hall in Stratford. Before leaving they were served with a three course meal prepared by volunteer members of AMEA.

## Nike's Pro Hijab: a great leap into modest sportswear, but they're not the first

**Nike's move to highlight the intensity and passion of veiled Muslim athletes speaks volumes in an age of renewed xenophobia, but it's hardly groundbreaking**

Two days before International Women's Day, Nike unveiled its Pro Hijab and took a leap into modest sportswear. Nike, arguably the most influential sports company in the world, announced that the product, available in three colors, would be on sale in spring 2018.

The Pro Hijab is a collaboration between Muslim athletes in the Middle East – and the timing of Nike highlighting diversity in sport is impeccable. In an era where xenophobia seems to ring out as a norm, highlighting the intensity and passion of veiled Muslim athletes speaks volumes. But the modest sportswear industry is not a new one, and although the move is exciting, it's hardly groundbreaking.

A few weeks ago, Nike released a new advertisement featuring women from the Middle East and North Africa. The spot garnered over 1.5m views on the Nike Women YouTube channel. Although the idea of the ad was excellent, the rollout was imperfect. But it might have been an attempt to ready the world for the Pro Hijab.

Emirati figure skater Zahra Lari, also a participant in the Nike Middle East commercial, posted a photo of herself skating and wearing the new design. Nike's infamous 'swoosh' is displayed prominently on the side on her head as she glides across the ice. Egyptian athletics coach Manal Rostom was also featured in photos running



along a beautiful beach in the sun, wearing the light, breathable headscarf.

Amna Al Haddad consulted with Nike and came up with some ideas based on her own experience. Al Haddad told Nike during the design process that she only had one hijab that could meet her needs as a competitive weightlifter. She washed it nightly. Nike spokeswoman Megan Saalfeld explained that this hijab was created "as a direct result of our athletes telling us they needed this product to perform better, and we hope that it will help athletes around the world do just that."

But Nike is not the first mainstream sports brand to recognize the needs of Muslim women.

At the 2012 London Olympics, Sarah Attar was one of two women to represent Saudi Arabia. Attar's uniform was designed by another Oregon-based company, Oiselle.

Ironically, the moment that influenced Nike was seeing Attar compete in 2012. "This movement first permeated international consciousness in

2012, when a hijabi runner took the global stage in London," a statement from Nike read.

On International Women's Day in 2016, Danish sportswear company Hummel – whose motto is "Change The World Through Sport" – released new kits for the Afghanistan women's soccer team. This was the first sports company that included a hijab option as part of a team kit. This item is for sale to the public. (Side note: I have one, and it's amazing.) Philanthropy and advocacy are a big part of what Oiselle and Hummel have done with their support of athletes. It helps to diversify what it means to be an athlete.

But as much as we laud Nike for their efforts, it is important to acknowledge the huge footprints already made by the modest sportswear industry. Hijab in sport is not a new concept. Women have been wearing hijab for literally thousands of years, and have definitely been active during that time. More recently, modest sportswear has also become a way to advocate for Muslim women in

sport. Smaller companies, often spearheaded by women, have designed and sold sport hijabs for decades. Capsters started in 2001 and has been selling sports hijabs all over the world, also allowing more Muslim girls and women to participate in sports more comfortably. A scarf design from Canadian company ResportOn was one of the reasons that the international taekwondo federation allowed Muslim women to compete in recognized tournaments. Both Capster and ResportOn submitted prototypes to Ifab that formally overturned Fifa's hijab ban in 2014. These companies carved out a space for Muslim women when their participation was challenged.

Muslim women are creating and designing their own hijabs from crowdsourcing and fundraising. This includes smaller companies like Asiya, which came out of a brilliant Somali community in Minneapolis, and Sukoon Active, which raised \$15,000 above its \$10,000 goal on Kickstarter. British muay thai fighter Ruqsana Begum started her own line of hijab to encourage women to get involved in sports.

Muslim women do face significant challenges in sport. Perhaps Nike might be able to push for the inclusion of Muslim women, considering their new partnership is with Fiba, the basketball federation that has still not rescinded a headcovering ban. As ESPN sportswriter Kavitha Davidson noted, the new relationship means that Nike is "the official partner for product and marketing at Fiba's biggest competitions" – including the Fiba women's basketball World Cup – providing apparel, footwear, and equipment. Will that include its new hijab? It would seem

bizarre for Nike to partner with the same federation that excludes the same women who could be wearing the Pro Hijab.

I don't expect Nike to become a savior for Muslim women, who can certainly defend themselves, but solidarity and support is important. Particularly from a company that will make millions from a specific demographic with a product that is meant to help elevate sports in marginalized community.

Helping sports grow around the world sounds like a great plan – but would seem difficult if a part of the population isn't allowed to participate.

Nike is a powerhouse, and seeing Muslim athletes featured in their products seems like a leap. Representation matters. But keep in mind that Nike is a business and not a lobby group. This product will most likely do very well, otherwise they would not have chosen to sell it. Might this be the beginning of a modest fashion line from Nike? I think back 20 years ago to when I started wearing hijab and I bought a Nike dri-fit shirt, cut it up and sewed it – creating my very own sports hijab. It was a disaster.

I am not a huge fan of the swoosh on the scarf, and I might not wear this particular design, but I can't help be happy with all the options for Muslim women have in mainstream sportswear. Choice is always a good thing.

Muslim women don't need a hijab to validate their identities as athletes: that passion was never covered up. But in all honesty, as a footballer, if my favorite sports brand comes out with a new design for a hijab – with three stripes on the headpiece – I would definitely consider buying one.



# Feature

## As a young British Muslim, I've been kicked out a mosque and told to stay away from Google – why do I feel like a terrorist?



A few days ago, a German school announced that it had banned Muslim students from using prayer mats in order to stop them from displaying their religion "in a provocative manner". I read this with a sad sense of familiarity: it reminds me of the sense of fear and anxiety that I myself feel as a young British Muslim in 2017.

On a day-to-day basis, I am hyperconscious about where I am sitting in a café or a park, when I do my daily Quran reading — who around me might see the Arabic writing on my laptop screen or mobile phone app and feel threatened or incensed? Might they even call the police or refer me to a Prevent channel, as has happened to others? If I was doing my French homework, I know I would hardly be noticed, but I worry terribly about the piercing eyes around me when reading Arabic, especially the Quran.

A few weeks ago, I was even asked to leave a mosque for reading the Quran. Yes, you read it correctly. I was taken into an office where several anxious old men had called an emergency Cobra meeting of sorts, and interrogated about who I was, what I was doing and why I was there, because they had never seen me before. They were alarmed simply because I was sat on my own in a corner, looking down at my phone.

After explaining that I was just reading the Quran on a mobile app, they apologised but still disapproved of my particular reading of the Quran, in a mosque, and explained to me that they "have to be tight on security". They said they were afraid of being spied on or attacked, because of "what is happening to Muslims in the world".

I left feeling confused and perturbed. It surprised me how incredibly afraid ordinary Muslims in Britain have become of being victims of hate crimes or being wrongly suspected of

crimes themselves by association.

In fact, for these same reasons, I must constantly be cautious about what I am Googling, what I write and publish on blogs, or whether or not I should retweet something about politics, religion or even humanitarian crises — anything which might possibly be misconstrued as "extremism."

I study A Level Religious Studies at a well-behaved, high-achieving and religiously diverse grammar school, and one of our units is called Religious Fundamentalism. My teacher even encouraged the Muslim students in the class to exercise extreme caution when revising and searching for material for homework online. My fellow Muslim classmates and I consciously use pre-prepared books and worksheets to avoid having to search for "the Taliban" or "Isis" on the internet, and risk being monitored or erroneously flagged up to suspicious authorities.

This demonisation of Muslims is especially damaging when it is in schools, as in Germany right now, because it generates disillusionment and isolation from an educational system which should be a unifier and a driver toward social good. Furthermore, scaremongering among children creates further intolerant generations and entrenches our existing problems.

What I am faced with as a young British Muslim is a society that seems to be systemically hell-bent on presenting me as the "other", and quarantining me. A 2014 study by Bristol University found that as a British Muslim man, I am 76 percent less likely to get a job offer than a Christian counterpart. In 2017, the BBC's Inside Out London sent out two identical CVs, one with an English-sounding name, and the other with a Muslim name, to 100 job posts. It found that someone with a Muslim name was three times less likely to be accepted for an interview.

## Theresa May wants British people to feel 'pride' in the Balfour Declaration. What exactly is there to be proud of?

By Robert Fisk

Theresa May told us that Britain will celebrate the centenary of the Balfour Declaration this summer with "pride". This was predictable. A British prime minister who would fawn to the head-chopping Arab autocrats of the Gulf in the hope of selling them more missiles — and then hold the hand of the insane new anti-Muslim president of the United States — was bound, I suppose, to feel "pride" in the most mendacious, deceitful and hypocritical document in modern British history.

As a woman who has set her heart against immigrants, it was also inevitable that May would display her most venal characteristics to foreigners — to wealthy Arab potentates, and to an American president whose momentary love of Britain might produce a life-saving post-Brexit trade agreement. It was to an audience of British lobbyists for Israel a couple of months ago that she expressed her "pride" in a century-old declaration which created millions of refugees. But to burnish the 1917 document which promised Britain's support for a Jewish homeland in Palestine but which would ultimately create that very refugee population — refugees being the target of her own anti-immigration policies — is little short of iniquitous.

The Balfour Declaration's intrinsic lie — that while Britain supported a Jewish homeland, nothing would be done "which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine" — is matched today by the equally dishonest response of Balfour's lamentable successor at the Foreign Office. Boris Johnson wrote quite accurately two years ago that the Balfour Declaration was "bizarre", a "tragically incoherent" document, "an exquisite piece of Foreign Office fudgerama". But in a subsequent visit to Israel, the profit-hunting Mayor of London suddenly discovered that the Balfour Declaration was "a great thing" that "reflected a great tide of history". No doubt we shall hear more of this same nonsense from Boris Johnson later this year.

Although the Declaration itself has been parsed, de-semantised, romanticised, decrypted, decried, cursed and adored for 100 years, its fraud is easy to detect: it made two promises which were fundamentally opposed to each other — and thus one of them, to the Arabs (aka "the existing non-Jewish communities"), would be broken. The descendants of these victims, the Palestinian Arabs, are now threatening to sue the British government over this pernicious



Boris Johnson and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

piece of paper, a hopeless and childish response to history. The Czechs might equally sue the British for Chamberlain's Munich agreement, which allowed Hitler to destroy their country. The Palestinians would also like an apology — since the British have always found apologies cheaper than law courts. The British have grown used to apologising — for the British empire, for the slave trade, for the Irish famine. So why not for Balfour? Yes, but... Theresa May needs the Israelis far more than she needs the Palestinians.

Balfour's 1917 declaration, of course, was an attempt to avoid disaster in the First World War by encouraging the Jews of Russia and America to support the Allies against Germany. Balfour wanted to avoid defeat just as Chamberlain later wanted to avoid war. But — and this is the point — Munich was resolved by the destruction of Hitler. Balfour initiated a policy of British support for Israel which continues to this very day, to the detriment of the occupied Palestinians of the West Bank and the five million Palestinian refugees living largely in warrens of poverty around the Middle East, including Israeli-besieged Gaza.

This is the theme of perhaps the most dramatic centenary account of the Balfour Declaration, to be published this summer by David Cronin (in his book *Balfour's Shadow: A Century of British Support for Zionism and Israel*), an Irish journalist and author living in Brussels whose previous investigation of the European Union's craven support for Israel's military distinguished him from the work of more emotional (and thus more inaccurate) writers. Cronin has no time for Holocaust deniers or anti-Semites. While rightly dismissing the silly idea that the Palestinian Grand Mufti, Haj Amin al-Husseini, inspired the Holocaust of the Jews of Europe, he does not duck Haj Amin's poisonous alliance with Hitler. Israel's post-war creation as a nation state, as one Israeli historian observed, may not have been just — but it was legal. And Israel does

legally exist within the borders acknowledged by the rest of the world. There lies the present crisis for us all: for the outrageous right-wing government of Benjamin Netanyahu is speeding on with the mass colonisation of Arab land in territory which is not part of Israel, and on property which has been stolen from its Arab owners. These owners are the descendants of the "non-Jewish communities" whose rights, according to Balfour, should not be "prejudiced" by "the establishment of a national home for the Jewish people" in Palestine. But Balfour's own prejudice was perfectly clear. The Jewish people would have a "national home" — ie, a nation — in Palestine, while the Arabs, according to his declaration, were mere "communities". And as Balfour wrote to his successor Curzon two years later, "Zionism ... is ... of far profounder import than the desires and prejudices [sic] of 700,000 Arabs who now inhabit that ancient land".

Cronin's short book, however, shows just how we have connived in this racism ever since. He outlines the mass British repression of Arabs in the 1930s — including extrajudicial executions and torture by the British army — when the Arabs feared, with good reason, that they would ultimately be dispossessed of their lands by Jewish immigrants. As Arthur Wauchope, the Palestine High Commissioner, would write, "the subject that fills the minds of all Arabs today is ... the dread that in time to come they will be a subject race living on sufferance in Palestine, with the Jews dominant in every sphere, land, trade and political life". How right they were. Even before Britain's retreat from Palestine, Attlee and his Cabinet colleagues were discussing a plan which would mean the "ethnic cleansing" of tens of thousands of Palestinians from their land. In 1944, a Labour Party statement had talked thus of Jewish immigration: "Let the Arabs be encouraged to move out as the Jews move in." By 1948, Labour, now in government, was announcing it had no power to prevent money

being channelled from London to Jewish groups who would, within a year, accomplish their own "ethnic cleansing", a phrase in common usage for this period since Israeli historian Ilan Pappé (now, predictably, an exile from his own land) included it in the title of his best-known work.

The massacre of hundreds of Palestinian civilians at Deir Yassin was committed while thousands of British troops were still in the country. Cronin's investigation of Colonial Office files show that the British military lied about the "cleansing" of Haifa, offering no protection to the Arabs, a policy largely followed across Palestine save for the courage of Major Derek Cooper and his soldiers, whose defence of Arab civilians in Jaffa won him the Military Cross (although David Cronin does not mention this). Cooper, whom I got to know when he was caring for wounded Palestinians in Beirut in 1982, never forgave his own government for its dishonesty at the end of the Palestine Mandate.

Cronin's value, however, lies in his further research into British support for Israel, its constant arms re-supplies to Israel, its 1956 connivance with the Israelis over Suez — during which Israeli troops massacred in the Gaza camp of Khan Younis, according to a UN report, 275 Palestinian civilians, of whom 140 were refugees from the 1948 catastrophe. Many UN-employed Palestinians, an American military officer noted at the time, "are believed to have been executed by the Israelis". Britain's subsequent export of submarines and hundreds of Centurion tanks to Israel was shrugged off with the same weasel-like excuses that British governments have ever since used to sell trillions of dollars of weapons to Israelis and Arabs alike: that if Britain didn't arm them, others would.

In opposition in 1972, Harold Wilson claimed it was "utterly unreal" to call for an Israeli withdrawal from land occupied in the 1967 war, adding that "Israel's reaction is natural and proper in refusing to accept the Palestinians as a nation". When the Palestinians first demanded a secular one-state solution to Palestine, they were denounced by a British diplomat (Anthony Parsons) who said that "a multinational, secular state" would be "wholly incompatible with our attitude toward Israel". Indeed it would. When the PLO opposed Britain's Falklands conflict, the Foreign Office haughtily admonished the Palestinians — it was "far removed" from their "legitimate concerns", it noted — although it chose not to reveal that Argentine air force Skyhawk jets supplied by Israel were used to attack UK forces, and that Israel's military supplies to Argentina continued during the war.



# But what about the railways ...?'

## The myth of Britain's gifts to India

By Shashi Tharoor

Any modern apologists for British colonial rule in India no longer contest the basic facts of imperial exploitation and plunder, rapacity and loot, which are too deeply documented to be challengeable. Instead they offer a counter-argument: granted, the British took what they could for 200 years, but didn't they also leave behind a great deal of lasting benefit? In particular, political unity and democracy, the rule of law, railways, English education, even tea and cricket?

Indeed, the British like to point out that the very idea of "India" as one entity (now three, but one during the British Raj), instead of multiple warring principalities and statelets, is the incontestable contribution of British imperial rule.

Unfortunately for this argument, throughout the history of the subcontinent, there has existed an impulse for unity. The idea of India is as old as the Vedas, the earliest Hindu scriptures, which describe "Bharatvarsha" as the land between the Himalayas and the seas. If this "sacred geography" is essentially a Hindu idea, Maulana Azad has written of how Indian Muslims, whether Pathans from the north-west or Tamils from the south, were all seen by Arabs as "Hindis", hailing from a recognisable civilisational space. Numerous Indian rulers had sought to unite the territory, with the Mauryas (three centuries before Christ) and the Mughals coming the closest by ruling almost 90% of the subcontinent. Had the British not completed the job, there is little doubt that some Indian ruler, emulating his forerunners, would have done so.

Divide and rule ... an English dignitary rides in an Indian procession, c1754. Photograph: Universal History Archive/Getty Images

Far from crediting Britain for India's unity and enduring parliamentary democracy, the facts point clearly to policies that undermined it – the dismantling of existing political institutions, the fomenting of communal division and systematic political discrimination with a view to maintaining British domination.

In the years after 1757, the British astutely fomented cleavages among the Indian princes, and steadily consolidated their dominion through a policy of divide and rule. Later, in 1857, the sight of Hindu and Muslim soldiers rebelling together, willing to pledge joint allegiance to the enfeebled Mughal monarch, alarmed the British, who concluded that pitting the two groups against one another was the most effective way to ensure the unchallenged continuance of empire. As early as 1859, the then British governor of Bombay, Lord Elphinstone, advised London that "Divide et impera was the old Roman maxim, and it should be ours".

Since the British came from a hierarchical society with an entrenched class system, they instinctively looked for a similar one in India. The effort to understand ethnic, religious, sectarian and caste differences among Britain's subjects inevitably became an exercise in defining, dividing and perpetuating these differences. Thus colonial administrators regularly wrote reports and conducted censuses that classified Indians in ever-more bewilderingly narrow terms, based on their language, religion, sect, caste, sub-caste, ethnicity and skin colour. Not only were ideas of community reified, but also entire new communities were created by people who had not consciously thought of themselves as particularly different from others around them.

Large-scale conflicts between Hindus and Muslims (religiously defined), only began under colonial rule; many other kinds of social strife were labelled as religious due to the colonists' orientalist assumption that religion was the fundamental division in Indian society.

It is questionable whether a totalising Hindu or Muslim identity existed in any meaningful sense in India before the 19th century. Yet the creation and perpetuation of Hindu-Muslim antagonism was the most significant accomplishment of British imperial policy: the project of divide et impera would reach its

**Apologists for empire like to claim that the British brought democracy, the rule of law and trains to India. Isn't it a bit rich to oppress, torture and imprison a people for 200 years, then take credit for benefits that were entirely accidental?**

culmination in the collapse of British authority in 1947. Partition left behind a million dead, 13 million displaced, billions of rupees of property destroyed, and the flames of communal hatred blazing hotly across the ravaged land. No greater indictment of the failures of British rule in India can be found than the tragic manner of its ending.

Nor did Britain work to promote democratic institutions under imperial rule, as it liked to pretend. Instead of building self-government from the village level up, the East India Company destroyed what existed. The British ran government, tax collection, and administered what passed for justice. Indians were excluded from all of these functions. When the crown eventually took charge of the country, it devolved smidgens of government authority, from the top, to unelected provincial and central "legislative" councils whose members represented a tiny educated elite, had no accountability to the masses, passed no meaningful legislation, exercised no real power and satisfied themselves they had been consulted by the government even if they took no actual decisions.

As late as 1920, under the Montagu-Chelmsford "reforms", Indian representatives on the councils – elected by a franchise so restricted and selective that only one in 250 Indians had the right to vote – would exercise control over subjects the British did not care about, like education and health, while real power, including taxation, law and order and the authority to nullify any vote by the Indian legislators, would rest with the British governor of the provinces.

Democracy, in other words, had to be prised from the reluctant grasp of the British by Indian nationalists. It is a bit rich to oppress, torture, imprison, enslave, deport and proscribe a people for 200 years, and then take credit for the fact that they are democratic at the end of it.

A corollary of the argument that Britain gave India political unity and democracy is that it established the rule of law in the country. This was, in many ways, central to the British self-conception of imperial purpose; Kipling, that flatulent voice of Victorian imperialism, would wax eloquent on the noble duty to bring law to those without it. But British law had to be imposed upon an older and more complex civilisation with its own legal culture, and the British used coercion and cruelty to get their way. And in the colonial era, the rule of law was not exactly impartial.

Crimes committed by whites against Indians attracted minimal punishment; an Englishman who shot dead his Indian servant got six months' jail time and a modest fine (then about 100 rupees), while an Indian convicted of attempted rape against an Englishwoman was sentenced to 20 years of rigorous imprisonment. In the entire two centuries of British rule, only three cases can be found of Englishmen executed for murdering Indians, while the murders of thousands more at British hands went unpunished.

The death of an Indian at British hands was always an accident, and that of a Briton because of an Indian's actions always a capital crime. When a British master kicked an Indian servant in the stomach – a not uncommon form of conduct in those days – the Indian's resultant death from a ruptured spleen would be blamed on his having an enlarged spleen as a result of malaria. Punch wrote an entire ode to The Stout British Boot as the favoured instrument of keeping the natives in order.

Political dissidence was legally repressed through various acts, including a sedition law far more rigorous than its British equivalent. The penal code contained 49 articles on crimes relating to dissent against the state (and only 11 on crimes involving death).

Of course the British did give India the English language, the benefits of which persist to this day. Or did they? The English

language was not a deliberate gift to India, but again an instrument of colonialism, imparted to Indians only to facilitate the tasks of the English. In his notorious 1835 Minute on Education, Lord Macaulay articulated the classic reason for teaching English, but only to a small minority of Indians: "We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indians in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."

The language was taught to a few to serve as intermediaries between the rulers and the ruled. The British had no desire to educate the Indian masses, nor were they willing to budget for such an expense. That Indians seized the English language and turned it into an instrument for our own liberation – using it to express nationalist sentiments against the British – was to their credit, not by British design.

The construction of the Indian Railways is often pointed to by apologists for empire as one of the ways in which British colonialism benefited the subcontinent, ignoring the obvious fact that many countries also built railways without having to go to the trouble and expense of being colonised to do so. But the facts are even more damning.

The railways were first conceived of by the East India Company, like everything else in that firm's calculations, for its own benefit. Governor General Lord Hardinge argued in 1843 that the railways would be beneficial "to the commerce, government and military control of the country". In their very conception and construction, the Indian railways were a colonial scam. British shareholders made absurd amounts of money by investing in the railways, where the government guaranteed returns double those of government stocks, paid entirely from Indian, and not British, taxes. It was a splendid racket for Britons, at the expense of the Indian taxpayer.

The railways were intended principally to transport extracted resources – coal, iron ore, cotton and so on – to ports for the British to ship home to use in their factories. The movement of people was incidental, except when it served colonial interests; and the third-class compartments, with their wooden benches and total absence of amenities, into which Indians were herded, attracted horrified comment even at the time.

And, of course, racism reigned; though whites-only compartments were soon done away with on grounds of economic viability, Indians found the available affordable space grossly inadequate for their numbers. (A marvellous post-independence cartoon captured the situation perfectly: it showed an overcrowded train, with people hanging off it, clinging to the windows, squatting perilously on the roof, and spilling out of their third-class compartments, while two Britons in sola topis sit in an empty first-class compartment saying to each other, "My dear chap, there's nobody on this train!")

Nor were Indians employed in the railways. The prevailing view was that the railways would have to be staffed almost exclusively by Europeans to "protect investments". This was especially true of signalmen, and those who operated and repaired the steam trains, but the policy was extended to the absurd level that even in the early 20th century all the key employees, from directors of the Railway Board to ticket-collectors, were white men – whose salaries and benefits were also paid at European, not Indian, levels and largely repatriated back to England.

Racism combined with British economic interests to undermine efficiency. The railway workshops in Jamalpur in Bengal and Ajmer in Rajputana were established in 1862 to maintain the trains, but their Indian mechanics became so adept that in 1878 they started designing and building their own locomotives. Their success increasingly alarmed the British, since the Indian

locomotives were just as good, and a great deal cheaper, than the British-made ones. In 1912, therefore, the British passed an act of parliament explicitly making it impossible for Indian workshops to design and manufacture locomotives. Between 1854 and 1947, India imported around 14,400 locomotives from England, and another 3,000 from Canada, the US and Germany, but made none in India after 1912. After independence, 35 years later, the old technical knowledge was so completely lost to India that the Indian Railways had to go cap-in-hand to the British to guide them on setting up a locomotive factory in India again. There was, however, a fitting postscript to this saga. The principal technology consultants for Britain's railways, the London-based Rendel, today rely extensively on Indian technical expertise, provided to them by Rites, a subsidiary of the Indian Railways.

The process of colonial rule in India meant economic exploitation and ruin to millions, the destruction of thriving industries, the systematic denial of opportunities to compete, the elimination of indigenous institutions of governance, the transformation of lifestyles and patterns of living that had flourished since time immemorial, and the obliteration of the most precious possessions of the colonised, their identities and their self-respect. In 1600, when the East India Company was established, Britain was producing just 1.8% of the world's GDP, while India was generating some 23% (27% by 1700). By 1940, after nearly two centuries of the Raj, Britain accounted for nearly 10% of world GDP, while India had been reduced to a poor "third-world" country, destitute and starving, a global poster child of poverty and famine. The British left a society with 16% literacy, a life expectancy of 27, practically no domestic industry and over 90% living below what today we would call the poverty line.

The India the British entered was a wealthy, thriving and commercialising society: that was why the East India Company was interested in it in the first place. Far from being backward or underdeveloped, pre-colonial India exported high quality manufactured goods much sought after by Britain's fashionable society. The British elite wore Indian linen and silks, decorated their homes with Indian chintz and decorative textiles, and craved Indian spices and seasonings. In the 17th and 18th centuries, British shopkeepers tried to pass off shoddy English-made textiles as Indian in order to charge higher prices for them.

The story of India, at different phases of its several-thousand-year-old civilisational history, is replete with great educational institutions, magnificent cities ahead of any conurbations of their time anywhere in the world, pioneering inventions, world-class manufacturing and industry, and abundant prosperity – in short, all the markers of successful modernity today – and there is no earthly reason why this could not again have been the case, if its resources had not been drained away by the British.

If there were positive byproducts for Indians from the institutions the British established and ran in India in their own interests, they were never intended to benefit Indians. Today Indians cannot live without the railways; the Indian authorities have reversed British policies and they are used principally to transport people, with freight bearing ever higher charges in order to subsidise the passengers (exactly the opposite of British practice).

This is why Britain's historical amnesia about the rapacity of its rule in India is so deplorable. Recent years have seen the rise of what the scholar Paul Gilroy called "postcolonial melancholia", the yearning for the glories of Empire, with a 2014 YouGov poll finding 59% of respondents thought the British empire was "something to be proud of", and only 19% were "ashamed" of its misdeeds.

All this is not intended to have any bearing on today's Indo-British relationship. That is now between two sovereign and equal nations, not between an imperial overlord and oppressed subjects; indeed, British prime minister Theresa May recently visited India to seek investment in her post-Brexit economy. As I've often argued, you don't need to seek revenge upon history. History is its own revenge.



## খাদিজা হত্যাকাণ্ডে মামলায় বদরুলের যাবজ্জীবন

আসামি বদরুল আলমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডদেশ দিয়েছেন। তিনি আরো জানান, মামলায় ৩৭ জন স্বাক্ষর মध्ये ৩৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন আদালত। গত ১ মার্চ সিলেট মুখ্য মহানগর হাকিম সাইফুলজামান হিরোর আদালত থেকে মামলাটি মহানগর দায়রা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয়। ওই আদালতে আসামির সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানে সীমাবদ্ধতা থাকায় দায়রা জজ আদালতে আসে মামলাটি।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩ অক্টোবর এমসি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পর হামলার শিকার হন সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী খাদিজা বেগম নাগিস।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ও শাবি ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সহ-সম্পাদক বদরুল আলম চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে খাদিজাকে।

বর্ষ হামলার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে দেশে-বিদেশে তোলপাড় শুরু হয়। গুরুতর অবস্থায় প্রথমে খাদিজাকে সিলেটের ওসমানী হাসপাতাল এবং পরে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পুনর্বাসনের জন্য সাভারের সিআরপিতে পাঠানো হয় খাদিজাকে। প্রায় ৫ মাস চিকিৎসার পর চিকিৎসকেরা ছাড়পত্র দিলে ২৪ ফেব্রুয়ারি সিলেটের গ্রামের বাড়ি ফেরেন খাদিজা।

হামলার ঘটনায় খাদিজার চাচা আবদুল কুদ্দুস বাদী হয়ে বদরুলকে একমাত্র আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

গত বছরের ৮ নভেম্বর শাহপরাণ থানার এসআই হারুনুর রশিদ আদালতে অভিযোগপত্র দেন। পরবর্তীতে ১৫ নভেম্বর শুনানি শেষে আদালত অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। ৫ অক্টোবর বদরুল আদালতে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী দেন। পরে তাকে কারাগারে প্রেরণ করেন আদালত।

এদিকে বদরুলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডদেশে খুশি কলেজছাত্রী খাদিজা আক্তার নাগিস। বুধবার দুপুরে রায় ঘোষণার পর সিলেটের নিজ বাসায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গণমাধ্যমকে খাদিজা বলেন, 'আদালতের এ রায় আমি খুশি।' এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী, আদালত এবং সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান। বদরুলের বাড়ি সুনামগঞ্জের ছাতকে ও খাদিজা সিলেট সদর উপজেলার আউশা গ্রামের মাসুক মিয়ার মেয়ে।

## সৌদিতে বিপদে ৫০ লাখ প্রবাসী

প্রবেশ করেছেন।

কিন্তু এদের বেশিরভাগই আর কখনই নিজ দেশে ফিরে যাননি।

নিজদের পাসপোর্ট ফেলে দিয়ে তারা রাজধানী রিয়াদ, জেদ্দা, মক্কা, মদিনা এবং তাইফের মত শহরে লুকিয়ে কাজকর্ম করছেন। স্থানীয়ভাবে কেউ কেউ বিয়েও করেছেন। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ নানা ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সৌদিতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সরকার। তিনি জানান, এই সমস্যাটিকে সৌদি সরকার জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি বড় একটি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে।

আর সেজন্যই অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের চিন্তাভাবনা চলছে। কিন্তু অবৈধ অভিবাসীদের বৈধভাবে সৌদিতে থাকার ব্যবস্থা করে এদের অপরাধের পথ থেকে সরে আসার সুযোগ কেন সৌদি সরকার দিচ্ছে না? বিবিসির এমন প্রশ্নের জবাবে ড. ফাদেল জানান, এসব অবৈধ অভিবাসী যাতে বৈধ হতে পারে সৌদি সরকার প্রাথমিকভাবে সেই চেষ্টাই করবে। পাশাপাশি এসব মানুষের মানবাধিকারের প্রশ্নটিও জড়িত রয়েছে। তিনি বলেন, যাদের কাগজপত্র ঠিক করা যাবে, তারা বৈধভাবে থাকার অনুমতি পাবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সৌদি নাগরিকত্ব দেয়ার প্রশ্নটিও বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বহু অবৈধ অভিবাসী রয়েছেন যারা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। এদের সৌদি আরব ছাড়তে হবে বলে তিনি জানান।

## ডাউনিং স্ট্রিটে মেয়র জন বিগসের পিটিশন হস্তান্তর

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার বিজনেস রেইট বাড়ানোর পরিকল্পনা প্রকাশের পর টাওয়ার হ্যামলেটস ও হেকনী কাউন্সিল এবং ইস্ট এন্ড ট্রেইড গিহ্‌স এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিবাদ জানানোর লক্ষ্যে বিশেষ পিটিশন দাখিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইস্ট এন্ডের ১০ হাজারেরও বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাসিন্দা এই পিটিশনে স্বাক্ষর করেন।

পিটিশন হস্তান্তরের পর মেয়র জন বিগস বলেন, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী রেইট বাড়ানো হলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়া পর্যন্ত পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখার জন্যে তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান। মেয়র বলেন, তা না করা হলে স্থানীয় ব্যবসা সমূহের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, চ্যালেঞ্জের তে তা বুঝতে হবে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজনেস রেইট বাড়ানো হলে টাওয়ার হ্যামলেটসের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মোটা অংকের ট্যাক্স দিতে হবে। এর ফলে গোটা লন্ডনজুড়ে সাড়ে ৭ হাজারেরও বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিল বাবত ৪৫ শতাংশেরও বেশি অর্থ পরিশোধের সম্মুখীন হতে হবে।

পিটিশনে বলা হয়, বিজনেস রেইট বাড়ানো হলে লন্ডনের বিপুল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পিটিশনে লন্ডনে ব্যবসা পরিচালনার জন্যে লন্ডন চ্যালেঞ্জের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেইট নির্ধারণের দাবি জানানো হয়। লন্ডনে ব্যবসার রেইট নির্ধারণের ক্ষমতা লন্ডনকে দেয়া উচিত বলেও পিটিশনে মত প্রকাশ করা হয়।

## একমাত্র বৃটিশ-বাংলাদেশী কোম্পানী 'জিটেক'র অংশগ্রহণ

বিলডিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ২০১৭। নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এই প্রদর্শনীতে ইউরোপের প্রায় ৩শটি কোম্পানী তাদের নতুন নতুন আবিষ্কৃত প্রোডাক্ট প্রদর্শন করেছে। এই ৩শ স্টলের মধ্যে এই বছর একমাত্র বৃটিশ-বাংলাদেশী মালিকানাধীন কোম্পানী হিসেবে অংশগ্রহণ করে 'জিটেক লিমিটেড'। গত ৭, ৮ ও ৯ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

প্রদর্শনীতে স্থান পায় ভবন নির্মাণকাজের অতি প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট বয়লার, ফিলটার, উইনডো, ব্রিকস, ড্রেন, রোপিং ইত্যাদি নানা ম্যাটেরিয়ালস। বৃটিশ-বাংলাদেশী মালিকানাধীন কোম্পানী 'জিটেক' তাদের নিজস্ব আবিষ্কৃত প্রোডাক্ট "ডাবল প্রটেকশন ম্যাগনেটিক ফিলটার" মেলায় প্রদর্শন করে। প্রোডাক্টটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের দৃষ্টি কাড়ে। অনেকেই অর্ডার দিয়ে যান।

জিটেক উক্ত প্রোডাক্টসহ এই পর্যন্ত চারটি প্রোডাক্ট আবিষ্কার করেছে। তাদের আবিষ্কৃত প্রোডাক্টগুলো নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রাহকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। জিটেক লিমিটেড-এর স্বত্বাধিকারী আব্দুল মুনিম চৌধুরী সাপ্তাহিক দেশকে বলেন, এবারের প্রদর্শনীতে তাঁরা বেশ সাড়া পেয়েছেন। এ ধরনের ইন্টারন্যাশনাল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের ফলে তাঁর কোম্পানীর রেপুটেশন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি নতুন নতুন প্রোডাক্ট আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছেন।

## ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাথে

### এসবিবিএস নেতৃত্বের মতবিনিময়

লক্ষ্যে পরিচালিত 'মিট এন্ড থ্রিট' কর্মসূচির আওতায় ইস্ট লন্ডন মসজিদের পক্ষ থেকে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার এসবিবিএস নেতৃত্বের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সন্ধ্যা ৬টায় নেতৃত্ব এলএমসিতে এসে পৌঁছালে মসজিদ কমিটির নেতৃত্ব তাঁদেরকে স্বাগত জানান। এরপর মারিয়াম সেন্টারের ভিজিটর গ্যালারী হলে এক সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার খান প্রজেক্টারের মাধ্যমে ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট একনজরে তুলে ধরেন। তিনি মসজিদে নামাজের পাশাপাশি যে, বহুমুখী শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তাও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। এসময় আইনজীবী নেতৃত্বের মসজিদের শতাধিক বছরের ইতিহাস জানতে পেরে অভিভূত হন। তাঁরা কমিউনিটি সংগঠনগুলোর সঙ্গে মসজিদের সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এ ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত সমায়োগ্য বলে উল্লেখ করেন। আইনজীবী নেতৃত্বের বলেন- আমরা মসজিদে নামাজের জন্য আসি, নামাজ শেষে চলে চাই। কিন্তু মসজিদ যে কমিউনিটির সেবায় এতো বিশাল কাজ করছে তা আজকের এই আয়োজন না হলে অজানা থেকে যেতো। নেতৃত্বের বলেন, এ ধরনের পারস্পারিক মতবিনিময় আমাদের মধ্যে সৃষ্ট অনেক ভুলবুঝাবুঝি সহজেই দূর করতে পারে।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন মসজিদের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সেক্রেটারি জনাব আইয়ুব খান ও ট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুল মালিক।

মতবিনিময়কালে সোসাইটি অব বৃটিশ-বাংলাদেশী সলিসিটর্স-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার এহসানুল হক, জেনারেল সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট সলিসিটর এম.কিউ হাসান ও সলিসিটর ফরিদা হাকিম, ট্রেজারার ব্যারিস্টার মাহদী হাসান, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি সলিসিটর দেওয়ান মেহদী চৌধুরী, এডুকেশন এন্ড ট্রেইনিং সেক্রেটারি ব্যারিস্টার নুরুল গাফফার চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য ব্যারিস্টার শাহ মিসবাহুর রহমান, উপদেষ্টা সলিসিটর সলুল আহমদ ও উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবুল কালাম।

পরে আইনজীবী নেতৃত্বের মসজিদের নন-মুসলিম ভিজিটিং সেন্টার, আর্কাইভসহ বিভিন্ন বিভাগ ও সার্ভিস ঘুরে দেখানো হয়।

## আটটি যুদ্ধবিমান কিনছে বাংলাদেশ

এসইউ-৩৫, মিগ-৩৫ ও এসইউ-৩০ এসএম যুদ্ধবিমান উৎপাদনকারী ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন দরপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য আটটি বহুমাত্রিক যুদ্ধবিমান কেনার জন্য সম্প্রতি তাদের ওয়েবসাইটে দরপত্র প্রচার করেছে। এতে বলা হয়, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত দরপত্র বিক্রি করা হবে। আর ১৩ এপ্রিল ওই দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।

যুদ্ধবিমান কেনার ব্যাপারে জানতে চাইলে আন্তর্জাতিক জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান গত রোববার সন্ধ্যায় মিডিয়াকে বলেন, যুদ্ধবিমান কেনার জন্য সম্প্রতি একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তবে বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন।

রাশিয়া থেকে বড় ধরনের সামরিক সরঞ্জাম কেনার ঘটনা নতুন নয়। ১৯৯৯ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে আটটি মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান কেনে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। ওই সময় থেকে চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ১ কোটি ১০ লাখ ডলারে কেনা হয়। সাজসরঞ্জামসহ প্রশিক্ষণ, পরিবহনসহ আটটি বিমানের জন্য মোট ১২ কোটি ৪ লাখ ডলার ব্যয় হয়, যা বাংলাদেশি টাকায় ছিল ৫৭৫ কোটি।

২০০১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে বিমানগুলো বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো আর বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। ওই সময়

সরকারের ৭০০ কোটি টাকা ক্ষতির অভিযোগ এনে ২০০১ সালের ১১ ডিসেম্বর শেখ হাসিনাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় মামলা করা হয়। ২০১০ সালে ২ মার্চ হাইকোর্ট মামলাটি বাতিল করে দেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে রাশিয়া থেকে রাষ্ট্রীয় খণ্ডে প্রায় আট হাজার কোটি টাকার (১০০ কোটি ডলার) সমরাস্ত্র কিনেছিল। মস্কোতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শীর্ষ বৈঠকের পর এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি সই হয়। চুক্তি অনুযায়ী সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাংকবিন্দুগামী ক্ষেপণাস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র কেনা হয়।

এর আগে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিমানবাহিনীর জন্য চীন থেকে কেনা হয় স্বল্প পাল্লার বিমান প্রতিরক্ষা পদ্ধতি (এসএইচওআরএডি)। এ সময় এফ-৭ বিমানের জন্য চীন থেকে এবং মিগ-২৯ বিমানের জন্য রাশিয়া থেকে ক্ষেপণাস্ত্র কেনা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে চতুর্থ প্রজন্মের ১৬টি যুদ্ধবিমান এফ-৭ বিজি ১ এবং রাশিয়ার তৈরি এমআই-১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টার কেনা হয়।

## বিয়ানীবাজার : ব্যাংকের শহরের এ কি হাল?

শিক্ষামন্ত্রী? নাকি অনির্বাচিত পৌর প্রশাসকের?

বিয়ানীবাজারের গুরুত্বপূর্ণ এই আঞ্চলিক মহাসড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী বিশিষ্টজন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাস্তার দশা নিয়ে সরস মন্তব্যও করছেন। লন্ডনভিত্তিক বাংলা পত্রিকা 'সাপ্তাহিক দেশ' এর সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, দৈনিক সিলেটের ডাকের সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল মুকিত অপি এ রকম পরিচিত অপরিচিত অনেকের স্ট্যাটাসে লজ্জিত করেছে বিয়ানীবাজারবাসীকে।

পৌর মার্কেট তৈরির সময় অস্থায়ীভাবে সওজের জায়গার উপর সবজি ও মাছের বাজারের জন্য বরাদ্দ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শর্ত ছিল মার্কেট নির্মাণ শেষ হলে ব্যবসায়ীরা তাদের পূর্বের স্থানে ফিরে যাওয়ার। সম্প্রতি পৌর মার্কেটের কাজ শেষ হলে ব্যবসায়ীদের মার্কেটে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বিয়ানীবাজার পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। ব্যবসায়ীরা তাতে অসম্মতি জানিয়ে শর্ত জুড়ে দেয়। এ নিয়ে শুরু হয় পৌরসভা ব্যবসায়ী ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যকার দেন দরবার। বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যু হয়েও দাঁড়ায়। যার কারণে ব্যবসায়ীরা পৌরসভার মার্কেটে যেতে অনিহা প্রকাশ করেন।

এ নিয়ে সওজ-বিয়ানীবাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও পৌরসভার মধ্যে চলছে চিঠি চালাচালি। মাছ ও সবজি ব্যবসায়ীরা মার্কেটে না যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে একে অন্যকে দোষারোপ করে চলেছেন।

এদিকে রাস্তার অর্ধেক জুড়ে সবজি ও মাছ বাজার। দুর্গন্ধ ও কাদায় একাকার ডিভাইডারের পশ্চিম অংশ। অথচ ডিভাইডারের শুরুর অংশে শিক্ষামন্ত্রীর নামের নামফলক। ডিভাইডারের একপাশ দিয়ে দুই দিকের যান চলাচলের কারণেই প্রায়শই সারা শহরজুড়ে থাকে জ্যাম।

সফল শিক্ষামন্ত্রী, সফল উপজেলা চেয়ারম্যান, প্রশাসক দায়িত্বে থাকার পরও বিয়ানীবাজারের মাছ ও সবজি ব্যবসায়ীরা কার স্বার্থে পৌর মার্কেটে প্রবেশ করছে না- তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব কার- এ প্রশ্ন জনগণের, এ প্রশ্ন পৌরবাসীর, এ প্রশ্ন বিয়ানীবাজারবাসীর।





## জন বিগসের বাজেট জনবিরোধী ও সার্ভিস কাটের বাজেট

উপস্থাপিত বাজেটে কোন কাট নেই, কোন চাকরি যাবার ঝুঁকি নেই, কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি নেই, কোন নার্সারী বন্ধ হবে না এবং প্রয়োজনীয় কোন সার্ভিস কর্তন হবে না।”

জন বিগসের বাজেটে বারার জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে মন্তব্য করে গ্রুপ লিডার কাউন্সিলার অলিউর রহমান বলেন, “জন বিগসের জনবিরোধী বাজেট এবং কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধির কারণে বারার বাসিন্দারা গড়ে বছরে ৯৩ পাউন্ড করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই বাজেটকে জনবিরোধী আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, “তার বাজেট হচ্ছে নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বাজেট। তার বাজেট হচ্ছে জনবিরোধী এবং সার্ভিস কাটের বাজেট।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট কাটের দোহাই দিয়ে জন বিগস কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি করলেও নিজের বেতন ঠিকই বৃদ্ধি করে নিয়েছেন। আবার কাউন্সিলের আইন বিভাগের পরামর্শকে অমান্য করে রিচমন্ড সেন্টারের ১ মিলিয়ন পাউন্ডের ঋণ মাফ করে দিয়েছে অত্যন্ত গোপনে। কারণ সেন্টারটি তাঁর নিজ দলের লোকদের দ্বারা পরিচালিত।

## ওষুধ শিল্পে বিস্ময়কর উত্থান

ঢাকা, ৭ মার্চ : বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পের বিস্ময়কর উত্থান হয়েছে। সম্ভবনাময় উদীয়মান এক শিল্পখাত এটি। ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ওষুধ রপ্তানি করে বেল্লিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (বিপিএল) নয়। ইতিহাস সৃষ্টি করে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে দেশের ওষুধ শিল্প। স্বাধীনতার ঠিক পরে ৭০ শতাংশ ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি হতো। কিন্তু বর্তমানে দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বিশ্বের ১২৭টি দেশে মানসম্মত ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ওষুধ শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজার প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার ওপরে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ৬৫০ কোটি টাকারও বেশি। এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৯ শতাংশের উপরে। খাত সর্ধশিল্পীরা জানিয়েছেন গ্যামেন্ট শিল্পের মতোই এ শিল্পের অগ্রগতি উল্লেখ করার মতো। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি), বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি (বিএএসএস) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির (বিএপিআই) প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, স্বল্প মূলধন ও ওষুধের গুণগত মান বজায় রাখায় বিদেশি বাজারে দেশীয় ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ওষুধের দাম অনেক কম। বিশ্বের ১২৭টি দেশে উৎপাদিত ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। এ অবস্থায় আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিশ্বের ওষুধ-বাণিজ্যের ১০ শতাংশ দখল করা সম্ভব। এতে ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

ওষুধ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখছে। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও এই শিল্পের সুস্থ বিকাশ ও মানসম্মত উৎপাদনশীলতার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে, আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ খাত থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একই সঙ্গে এই খাতে ২ লাখের বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওষুধ খাতে এসব অর্জনের পেছনে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। দেশের অনেক কোম্পানিই এখন আন্তর্জাতিক মানের ওষুধ তৈরি করছে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সার্টিফিকেশন সনদও পেয়েছে বেশকিছু কোম্পানি। এ কারণে ওইসব দেশসহ অন্য দেশে ওষুধ রপ্তানি পর্যায়ক্রমে বাড়ছে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত ওষুধের মেধাস্বত্ব বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ছাড়ের সুযোগ রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও ওষুধ শিল্প বিকাশে সব ধরনের সহযোগিতা পাওয়া গেলে এর বিকাশ সামনে আরো বাড়বে বলে মনে করেন তারা। তবে সম্ভবনাময় ওষুধ শিল্পের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ধরা হচ্ছে-

‘কাঁচামাল উৎপাদন’। আর এ কারণে ওষুধ শিল্পের অপর সম্ভাবনার সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছিলো না বাংলাদেশ। তবে সে দুয়ারও খুলে যাচ্ছে। মুসলীগঞ্জের গজারিয়ায় অবস্থিত ওষুধ শিল্পনগরী প্রকল্পের (এপিআই শিল্পপার্ক) প্লট বরাদ্দ শেষ পর্যায়ে। এই পার্কে কাঁচামাল উৎপাদনের সব ধরনের সুবিধা প্রণয়ন করে দেবে সরকার। এরপরই সেখানে ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনের কারখানা স্থাপন শুরু হবে। ফলে আমদানি খরচ শতকরা ৭০ ভাগ কমে আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি শেষ হওয়া এশিয়া ফার্মা প্রদর্শনীতে ওষুধ শিল্প সমিতির মহাসচিব এস এম শফিউজ্জামান বলেন, মুসলীগঞ্জের এপিআই পার্কে প্লট বরাদ্দ শুরু হয়েছে। পার্ক পূর্ণাঙ্গ চালু হলে ওষুধ শিল্পের কাঁচামালের জন্য আর কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। বরং আমরাই উৎপাদন কাঁচামাল রপ্তানি করতে পারবো। তাই এপিআই শিল্পপার্ক দ্রুত গ্যাস সংযোগের দাবি করেন তিনি।

এসব দাবির বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ কাঁচামাল আমদানিতে শুরু ছাড়ের দাবিকে যৌক্তিক হিসেবে উল্লেখ করেন। এ দাবি পূরণে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

ওই প্রদর্শনীতে বেল্লিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান বলেন, দেশের ওষুধ শিল্প সবদিক দিয়ে পরিপক্বতা অর্জন করেছে। মান বেড়েছে, সরকারের নিয়ন্ত্রণও উন্নত হয়েছে। এখন ওষুধ শিল্প উড়াল দেয়ার পর্যায়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের ১০-১২টি কোম্পানি বিভিন্ন দেশে নিবন্ধন পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বে ওষুধের রপ্তানি বাজার ১৭০ বিলিয়ন ডলারের। এর ১০ শতাংশ ধরা গেলে রপ্তানি আয় ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বাংলাদেশের চাহিদার ৯৮ ভাগ ওষুধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশীয় ৫৪টি ওষুধ কোম্পানি ১২৩টি দেশে মোট ৮৩৬ কোটি ৮১ লাখ টাকার ওষুধ রপ্তানি করেছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, এখনো দেশের অধিকাংশ ওষুধের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশে ওষুধের কাঁচামালের বাজার ১২০০ কোটি টাকার মতো। দেশের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কাঁচামাল উৎপাদন করছে। এ পর্যন্ত ৪১টির বেশি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স নিয়েছে। ইতিমধ্যে বেল্লিমকো, স্কয়ার, অপসোনিন, ইনসেস্টা, একমিসহ ৩৫টি প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল উৎপাদন করছে।

অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য মতে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, পাবনা, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১ হাজার ৩০৮টি ছোট-বড় ওষুধ উৎপাদনকারী কারখানা রয়েছে।

## প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব কার্ড প্রদানের দাবিসহ ৭ দফা সুপারিশমালা পেশ

সভাপতিত্বে ও সংগঠনের আহ্বায়ক সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইনের উপর ৭দফা সুপারিশমালা পেশ করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নজরুল খসরু। সভায় সুপারিশমালার উপর বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, ব্যারিস্টার মুজিবুল হক, আলহাজ এম আলাউদ্দিন আহমদ, এডভোকেট ড. মুহাম্মদ নুরুল আলম, কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, জাহাঙ্গীর খান, ‘সাণ্ডহিক দেশ পত্রিকা’র সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক খান জামাল মোঃ নুরুল ইসলাম, কবি ও কলামিস্ট শিবাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক আফসার উদ্দিন, সাংবাদিক সৈয়দ জহুরুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী



মুজিবুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, গোলাম আজম তালুকদার, নওশাদ আলী প্রমুখ।

সভায় ৭ দফা সুপারিশমালা অনুমোদন করা হয় এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব কার্ড প্রদান ও ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো

হয়। সুপারিশমালায় দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী ও পরবর্তী প্রজন্মের বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে কাজ করার অধিকার ও তাঁদের নাগরিকত্ব লাভের সুস্পষ্ট বিধান রাখার দাবি জানানো হয়।

এছাড়া সভায় প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইনের ৫, ৬, ৭, ৮, ১৩, ২০, ২১, ২২

ও ২৩ ধারায় আরো সংশোধনের দাবি জানানো হয়। তাছাড়া এসব সুপারিশমালা হাইকমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে পেশ ও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সাথে প্রবাসীদের সব দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

# Mini cab DRIVERS

## Had an accident that wasn't your fault?

**WE HAVE PCO LICENSED AND INSURED REPLACEMENT VEHICLES AVAILABLE IMMEDIATELY**

**PRESTIGE HAS A VEHICLE SUITABLE FOR YOU WHETHER IT'S A VW SHARAN, A ZAFIRA, A VECTRA OR A MERCEDES BENZ SALOON INCLUDING C, E AND S CLASS ALL COME FULLY INSURED AND PCO REGISTERED.**

# PRESTIGE

**DON'T DELAY CALL US NOW ON  
020 8523 1555**



## টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের সংবাদ সম্মেলন জন বিগসের বাজেট জনবিরোধী ও সার্ভিস কাটের বাজেট



লন্ডন, ১০ মার্চ : প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা বন্ধ করে দেয়ার বিপরীতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগসের বেতন ১২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি করার সমালোচনা করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ। গত ৩ মার্চ শুক্রবার হোয়াইটচাপেল রোডের একটি রেস্তোরাঁতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা বলেন, সাবেক মেয়র লুৎফুর রহমানের প্রশাসন টোরি সরকারের বাজেট কর্তন সত্ত্বেও ২০১০ সাল থেকে চার বছরে কখনো কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়ায়নি। বরং সংকটকালীন সময়ের

জন্য ৪৭৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিশেষ তহবিল রেখে আসে। কিন্তু জন বিগস দুই বছরে কাউন্সিল ট্যাক্স ৯ শতাংশ বৃদ্ধি করেছেন এবং নিজের বেতন বৃদ্ধি করেছেন ১২ হাজার পাউন্ড। এছাড়া নার্সারী, ইউথ সেন্টার, মহিলা সার্ভিস, শিক্ষার্থী ভাতা, বয়স্ক সেবাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে করে টাওয়ার হ্যামলেটস বাসিন্দারা ইতিমধ্যে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। সাবেক মেয়র লুৎফুর রহমান সমর্থিত এই গ্রুপের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস

ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ মনোনীত মেয়র প্রার্থী কাউন্সিলার অহিদ আহমদ, গ্রুপ লিডার কাউন্সিলার অলিউর রহমান, কাউন্সিলার মুহাম্মদ আনসার মুস্তাকিম, কাউন্সিলার মাহবুব আলম, কাউন্সিলার হারুন মিয়া, কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া ও কাউন্সিলার সুলুক আহমদ।

মেয়র প্রার্থী কাউন্সিলার অহিদ আহমদ জনস্বার্থ বিরোধী এই বাজেটের সমালোচনা করে বলেন, একদিকে মেয়র জন বিগস বর্তমান বছরে ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড কাটসহ জনগণের অতি প্রয়োজনীয় সেবাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছেন। অন্যদিকে চরম বিরোধীতা স্বত্বেও কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছেন ৯ শতাংশ এবং নিজের বেতন বৃদ্ধি করেছেন ১২ হাজার পাউন্ড। অথচ সাবেক মেয়র লুৎফুর রহমান নিজের বেতন ১০ হাজার পাউন্ড কমানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন।

শ্যাডো রিসোর্স অ্যান্ড কমিউনিটি সেইফটি লিড কাউন্সিলার অহিদ আহমদ বিগত কাউন্সিল সভায় গ্রুপ কর্তৃক বিকল্প বাজেট উপস্থাপন সম্পর্কে বলেন যে, "আমাদের

পৃষ্ঠা ৩৯

## প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব কার্ড প্রদানের দাবিসহ ৭ দফা সুপারিশমালা পেশ

শিহাবুজ্জামান কামাল: বাংলাদেশের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের দাবিতে চলমান আন্দোলনরত সংগঠন 'গ্লোবাল কমিটি ফর ফেয়ার সিটিজেনশীপ ল' ইন বাংলাদেশ'র উদ্যোগে এক সভা গত ৬ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেস রোডস্থ একটি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক সিভিক মেয়র সরদার আব্দুল আজিজের



**AUTOMEC**  
VEHICLE MANAGEMENT  
[www.automecvehicledmanagement.co.uk](http://www.automecvehicledmanagement.co.uk)

**We can manage your whole claim and this service is FREE to you!**

- Vehicle recovery and storage
- Vehicle Repair or total loss
- Replacement vehicle
- PCO licenced vehicles for mini cabs
- Personal injury representation by specialist No Win - No fee solicitors

**CALL US on 020 8983 2088 or 0845 838 1185**

**Had an accident, fault or non-fault?**

**Either way, let us help to get you back on the road and you could receive a bonus payment of up to £500!\***

\*Terms & Conditions apply. Automec Vehicle Management Ltd is regulated by the Ministry of Justice for Claims Management activities. Our details can be checked on [www.claimsregulation.gov.uk](http://www.claimsregulation.gov.uk)

# MADISON

STEAK & LOBSTER

## OPENING OFFER

# 30% OFF\*

Ends **28<sup>th</sup> February 2017**

**Tel: 020 7247 0679**  
51 Raven Row, London E1 2EG  
[www.madisonsteakandlobster.com](http://www.madisonsteakandlobster.com)

حلال  
HALAL

★ Food Only. T & C Apply